হয়? কাহার স্বার্থদর্শনলুব্ধ চক্ষু উহার দিকে একবার ফিরিয়া তাকায়? কেহ তাকায় নাই, কেহ ব্যথিত হয় নাই; তাই এই ভিক্ষুক নিরাশ্রয়, নিরন্ন! ঢোঁড়ারাম কাজ কর্ম্ম করিয়া সন্ধ্যার সময় বাড়ীতে ফিরিতেছিল, এমন সময়ে দেখিল সেই খোঁড়া ফকির, ক্ষুধায় কাতর, জরে থর থর কম্পিত, রাস্তার পার্শ্বে পড়িয়া রহিয়াছে! ঢোঁড়ারাম, জিজ্ঞাসা করিল "কে গো তুমি এখানে?" ফকির অতিকষ্টে হাঁই তুলিয়া বলিল "বাপু, মাথা রাখিবার স্থান নাই, ক্ষুধায় জ্বলিতেছি, রোগে মরিতেছি, চলৎ-শক্তিহীন, আর কি বল?" অশিক্ষিত দরিদ্র ঢোঁড়ারামের পবিত্র উন্নত হৃদয়ে দয়া বল, সহানুভূতি বল, বা ভালবাসা বল, যাহাই বল, তাহারই উদ্রেক হইল; ঢোঁড়ারাম ভাবিল আমি ক্ষীণপ্রাণ, আমি দরিদ্র, আমি ইহার জন্যে কি করিতে পারি? কিন্তু হৃদয়ের বেগতো সামলাইতে পারিতেছি না? ইচ্ছা হয় উহাকে বুকের এক পার্শ্বে আনিয়া বসাই। উহার জন্যে কি কিছু করিতে পারিব না? এই বলিয়া সে একবার বুঝি সন্ধ্যার আকাশের দিকে চাহিয়াছিল, একবার বুঝি সেই অনন্ত আকাশে ও হৃদয়াকাশে মিলাইয়া মিলাইয়া কি দেখিয়াছিল; সে এবার ভাবিল, আর কিছু করিতে না পারি, জীবন দিব। মৃত্যু পর্য্যন্ত পণ করিয়া পথের ফকির কুড়াইয়া কোলে করিয়া আপন সংকীর্ণ কুঁড়্যায় লইয়া গেল! রাজপ্রাসাদ, তোমার উন্নত চূড়ায় বজ্র-পাত হয় না কেন? ঢোঁড়ারামের পূর্ব্ব সঞ্চিত অর্থের মধ্যে পাঁচটী টাকা মাত্র পুঁজি ছিল; সে ঐ কয়েকটী টাকা শিক্ষিত পণ্ডিতের মত পরিণামদর্শিতা বা ভবিষ্যৎ দৃষ্টি ছিল না বলিয়া তাহার ঔষধ ও পথ্যের জন্য নিঃশেষ করিল। ফকিরের জর গেল। তাহার পর কে তাহার আহার যোগায়? পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে ঢোঁড়ারামের এখন শরীরের যেরূপ অবস্থা তাহাতে আপন উদ-রান্ন কোন মতে সংস্থান হয়। তাহার পরে আর একটী উদরের দায়! সে কি করিয়া চালাইবে? কিন্তু সে তাহা ভাবিল না। ভগবানের নামে বুক বাঁধিয়া চলৎশক্তিহীনের জন্য এবং নিরুপায় হইলে পরে আপনার জন্য বড় লোকের দ্বারে ভিক্ষা করিতে লাগিল। ঈশ্বরের কৃপায় তাহাদিগের আহারের সংস্থান কিছু দিন হইল; কিন্তু ঢোঁড়ারাম আর কুলাইতে পারে না—ভিক্ষা বড় বেশী মেলে না, বহুস্থান পরিভ্রমণ করাও ঢোঁড়ারামের পক্ষে অসম্ভব। অথচ দুঃখীর জন্য আহার সংকুলান করিতেই হইবে। ঢোঁড়ারাম তখন রাস্তার ইট ভাঙ্গিবার কার্য্যে আপনার অতি দুর্ব্বল হস্ত নিযুক্ত করিল, তাহাতে লাভ বেশী, এবং একস্থানে বসিয়া দৈনিক আহারের সংস্থান হয়। তাহার শরীরের যত ফোঁটা রক্ত ছিল, তাহা এই রাস্তার

ইট ভাঙিতে ব্যয়িত হইল, ঢোঁড়ারামের রক্ত-গ্রথিত সেই রাস্তা দলাইয়া ধনী মানীর পাদুকা আচ্ছাদিত চরণ নির্ব্বিঘ্নে এবং মহাসুখে গমনাগমন করিতেছে। কিন্তু ঢোঁড়ারাম যত দিন পারিল এইরূপ বলক্ষয় ও রক্তপাত করিয়া ভিক্ষুকের অন্ন যোগাইয়া অবশেষে, হিতবাদ দর্শন এবং স্বার্থরক্ষিণী নীতির মস্তকে পদাঘাত করিয়া ইহলোক পরিত্যাগ পূর্ব্বক দিব্য ধামে চলিয়া গেল। তাহার পর সেই ভিক্ষুকের কি হইয়াছিল কে জানে! ঢোঁড়ারামের খবরটা রাখি, এই পর্য্যন্তই যথেষ্ট।

## নূতন সংবাদ।

১। নিউইয়র্কের ভাস্বর কলেজ হইতে ৩০টী রমণী সম্প্রতি বি, এ, পরীক্ষোত্তীর্ণা হইয়া উপাধি লাভ করিয়াছেন। উপাধি বিতরণ দিনে তাঁহাদের অনেকে নানাবিধ বিষয়ে রচনা পাঠ করেন। তৎপরে তাঁহারা নানাবিধ বাদ্য ও রন্ধন যন্ত্র প্রদর্শন করিয়া দর্শকগণকে আমোদিত করেন।

২। পণ্ডিতা রমাবাই ইংলণ্ডে উৎসাহের সহিত কার্য্যারম্ভ করিয়াছেন। আগামী সেপ্টেম্বরে তিনি চেলটেনহাম মহিলাবিদ্যালয়ে সংস্কৃত ও পূর্ব্বদেশীয় ভাষার শ্রেণী সকল খুলিবেন। তাঁহার উদ্দেশ্য ত্রিবিধ (১) বৈজ্ঞানিক নিয়মানুসারে ভাষা শিক্ষা দান (২) ভারতগামী সাহেব বিবীদিগের এদেশের সম্ভ্রান্ত পুরুষ ও রমণীদিগের সহিত কথোপকথন শিখান, (৩) বিবী মিসনারীদিগকে ভারতের অবস্থাদি বিষয়ে শিক্ষা দান।

৩। মান্দ্রাজে কুমারী পাগার নাম্নী এক ইংরাজ মহিলা আসিয়াছেন, তিনি ডাক্তার ও খৃষ্টধর্ম্মের প্রচারিকা।

৪। বারিষ্টার বাবু তারকনাথ পালিতের পুত্র লোকেন্দ্রনাথ পালিত সিবিলিয়ান হইয়াছেন। ৮।৯ বৎসর বাঙ্গালীর পক্ষে এ দ্বার রুদ্ধ ছিল।

৫। হিন্দুপেট্রিয়টের সুযোগ্য সম্পাদক বাবু কৃষ্ণদাস পাল মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। আজি কালি ইংরাজ মহলে তাঁহার ন্যায় আর কোন বাঙ্গালীর আদর ও গৌরব ছিল না।

৬। মধ্যবাঙ্গালা সম্মিলনীর পরীক্ষণীয় পুস্তকের তালিকা স্থানান্তরে প্রদত্ত হইল।

৭। পুনার মহিলাগণ একটী প্রকাশ্য সভা করিয়া স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি জন্য পুরুষমণ্ডলী ও গবর্ণমেন্টকে উত্তেজিত করিয়াছেন। মারহাট্টা রমণী না হইলে এরূপ সৎসাহস প্রদর্শন করে কে?

৮। ডাক্তার আনা এম এল পট্স নাম্নী এক মার্কিনরমণী অষ্ট্রেলিয়ায় তাঁহার বাগ্মিতা দ্বারা খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। তিনি সেপ্টেম্বর মাসে ভারতবর্ষে আসিবেন।

৯। 'খ্রীষ্টান' পত্র বলেন বাবিলনে বিবাহের নিলাম হয়। বৎসরে একবার

সুন্দরীদিগকে উচ্চতম মূল্যে বিবাহার্থীদিগের হস্তে সমর্পণ করা হয়, তাহাদিগের পিতামাতা আর কোন সময়ে তাহাদিগকে বিবাহ দিতে পারেন না। এইরূপে যে আয় হয়, তাহা কুৎসিত রমণীদিগের বিবাহের যৌতুকরূপে ব্যবহৃত হয়।

## পুস্তকাদির সমালোচনা।

১। কএকটী প্রবন্ধ—কুমারী রাধারাণী লাহিড়ী প্রণীত, মূল্য ॥৹ আনা। ইহাতে গদ্য ও পদ্য উভয়বিধ প্রবন্ধ আছে, উভয়বিধ প্রবন্ধই নীতিগর্ভ ও সদ্ভাবপূর্ণ। গদ্যের মধ্যে অধিকাংশই বামাবোধিনীতে প্রকাশিত হইয়াছে, সুতরাং সে সম্বন্ধে আমাদিগের অধিক বলা বাহুল্য। "দুই পক্ষেরই ভুল," "কেন এমন হইল?" "প্রলোভনের পরিণাম," "সৎ মা" ও "সরোজের" সহিত পাঠিকাগণ সুপরিচিত আছেন। তদ্ভিন্ন "বাড়ীর নির্ব্বোধ ছেলে" এই নীতিগর্ভ উপন্যাস ও সেন্টপলের একটী সংক্ষিপ্ত ক্ষুদ্র জীবনী আছে। পদ্য প্রবন্ধগুলি অতি সরল ভাষায় ও হৃদয়ের উত্তেজিত ভাবে লিখিত, তাহাতে লেখিকার কবিত্বশক্তির বেশ পরিচয় পাওয়া যায়। আমাদিগের পাঠিকাগণ পুস্তক খানি পাঠে বিশেষ প্রীত হইতে পারিবেন।

২। আবর্জনা—ভবানীপুর ওরিএন্টাল প্রেসে মুদ্রিত, মূল্য ।৴ আনা। লেখকের নাম নাই, গ্রন্থের নামটী অরুচিকর, কিন্তু খুবড়ীর ভিতর খাসা চাল, জঞ্জালের মধ্যে আমরা অনেক রত্নকুচি পাইলাম। বস্তুতঃ ইহার লেখকের উদাত্ত হৃদয় ভাব, মনোহর কবিত্বশক্তি এবং গভীর ধর্ম্মচিন্তার প্রশংসা না করিয়া আমরা নিরস্ত হইতে পারি না। ভাইফোঁটা, শিশুর সরল হাসি, নির্ম্মল রমণী প্রেম, গোপার সহিত বুদ্ধের সাক্ষাৎ, শূন্যবিহার, উষাচিন্তা, বিবিধ প্রসঙ্গ এগুলি বিশেষ প্রশংসার্হ।

৩। আদর্শনারী—শ্রীনকুড়চন্দ্র বিশ্বাস কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত, মূল্য ।৹ আনা। ইহাতে দেশীয় ও বিদেশীয় ১৮টী বিখ্যাত রমণীর সংক্ষিপ্ত জীবনী আছে, ইহাদের অনেকগুলি ইতিমধ্যে বামাবোধিনীতে প্রকাশিত হইয়াছে। রূপমঞ্জরী নাম্নী একটী আদর্শ বৈষ্ণবকন্যার জীবনচরিত সম্পূর্ণ নূতন সংগৃহীত ও বড় আশ্চর্য্য। এই পুস্তকখানি এদেশীয় নারীগণের সুপাঠ্য, সুতরাং যে আদরের সামগ্রী হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

৪। রমণীরত্ন—গোয়েন্থেলাইন নাম্নী ধার্ম্মিকা ইংরাজ মহিলার জীবনচরিতের অনুবাদ। এতৎ পাঠে পাঠিকাগণ উপকৃত হইতে পারিবেন। মূল্য ।৴৹ আনা।

৫। সাধনবিন্দু—শ্রীসীতানাথ দত্ত প্রণীত, মূল্য ।৹ আনা। আধ্যাত্মিক কয়েকটী গভীরতত্ত্ব, ও ধর্ম্ম সাধনের

কয়েকটী কার্য্যকর প্রকৃষ্ট উপায় ইহাতে বিবৃত হইয়াছে। ইহা হইতে ধর্ম্মার্থী নরনারী সাধনের সহায়তা লাভে সমর্থ হইবেন।

৬। বঙ্গবিদ্যা—মাসিক সমালোচনী শ্রীহরিপদ চক্রবর্ত্তী সম্পাদিত। এই পত্রিকার কয়েক সংখ্যা পাঠে আমরা আহ্লাদিত হইলাম। ইহাতে নানাবিধ দ্রব্যের গুণ ও সুলভ চিকিৎসার্থ মুষ্টিযোগ প্রভৃতি লিখিত হইতেছে। ইহা সর্ব্বসাধারণের উপকারজনক হইবে।

৭। প্রচার—এই নামে একখানি নূতন মাসিকপত্রের ১ম সংখ্যা পাইয়া আমরা বিশেষ প্রীত হইলাম। বঙ্গের সুবিখ্যাত লেখক বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ইহার একজন প্রধান লেখক, সুতরাং ইহা যে সুপাঠ্য হইবে বলা বাহুল্য। বঙ্কিম বাবু একটী প্রস্তাবে তাঁহার ধর্ম্মচিন্তা ও সত্যানুসন্ধানের সম্যক্ পরিচয় দিয়াছেন। এরূপ প্রবন্ধ অধিক থাকিলে পত্রখানির নাম সার্থক হইবে।

৮। নবজীবন—শ্রী অক্ষয়চন্দ্র সরকার সম্পাদিত। বঙ্কিম বাবু এবং আরও অনেক খ্যাতনামা গ্রন্থকার ও পণ্ডিত ব্যক্তি ইহার লেখক। ইহা একখানি উচ্চদরের মাসিক পত্রিকা হইবে, অবশ্যই আশা করা যাইতে পারে।

৯। নারীনীতি—আগামী বারে সমালোচ্য।

## বামাগণের রচনা।

### প্রাচীন ও আধুনিক স্ত্রীশিক্ষার প্রভেদ।

বিশ্বস্রষ্টা জগদীশ্বর আপন সৃষ্টি মধ্যে যে নর ও নারীকে একইরূপ মনোবৃত্তি সকল প্রদান করিয়াছেন ও উভয়েই সমান চেষ্টা করিলে মানসিক সম উৎকর্ষতা লাভ করিতে পারে, ইহা অনেকে স্বীকার করেন না, কিন্তু উহা ভ্রান্তিমূলক বলিতে পারা যায়। যদি একটি বালক ও বালিকাকে একত্রে সমানরূপে শিক্ষা দেওয়া যায়, এবং উভয়েরই শারীরিক বৈষম্য না থাকে অর্থাৎ কেহ স্বাস্থ্যহীন না হয়, তবে উভয়েই সমফল লাভের যোগ্য হয় তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু সে জন্য সকলেই এক প্রকার হইবে, ইহা আশা করা যাইতে পারে না; পুরুষগণের মধ্যে সকলেই জৈমিনী, কনাদ, কালিদাস, পাণিনী, নিউটন, সেক্সপিয়র, কিম্বা জন ষ্টুয়ার্ট মিল হইয়াছেন তাহা নহে, সকলের মধ্যে তারতম্য আছে। অতি প্রাচীন কালে যে স্ত্রী-গণের সুন্দর শিক্ষাপ্রণালী ছিল, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। সীতা, সাবিত্রী, শকুন্তলা প্রভৃতি রমণীগণের চরিত্রের উৎকর্ষতার হেতু কি? কিরূপে তাঁহাদের অন্তঃকরণ গুণরাশির আধার

হইয়াছিল? উপযুক্ত শিক্ষাই তাহার মূল কারণ,ইহা কে অস্বীকার করিবে? বিশ্বদেবী,লক্ষ্মীদেবী,খনা, লীলাবতী প্রভৃতি বিদুষী রমণীগণ যে পণ্ডিতমণ্ডলীর রত্নস্বরূপা ইহা সকলেই বিদিত আছেন। মুসলমান রাজত্বের প্রারম্ভে বাঙ্গালাধিপতি লক্ষ্মণসেনের কন্যার বিদ্যাবত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। মহারাষ্ট্র রমণী তারাবাই, অহল্যাবাই, সাবিত্রীবাই, তুলসীবাই প্রভৃতি নারীগণ রণনিপুণা ও রাজনীতিজ্ঞা ছিলেন। এ সকল উচ্চ শিক্ষা ব্যতীত সম্ভবে না, কিন্তু কালক্রমে চর্চ্চাবিহীন হইয়া একবাক্যে স্ত্রীশিক্ষা লোপ পাইয়াছে। যে কোন কার্য্য হউক না কেন আলোচনা রহিত হইলে শিথিল হইয়া আইসে, পূর্ব্বে মহারাষ্ট্র সৈনিকেরা ভারতবর্ষের বিখ্যাত যোদ্ধা ছিল, কিন্তু ইহা সহজে প্রতীত হয় না কারণ উহারা অতি নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে, এইরূপ ক্রমান্বয়ে স্ত্রীশিক্ষার শোচনীয় অবস্থা ঘটিয়াছে। অধুনা পুনরায় দেশহিতৈষী মহোদয়গণ স্ত্রীশিক্ষার জন্য সচেষ্ট হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের যত্ন ও পরিশ্রম সমুচিত ফল প্রদান করে নাই। এখনকার শিক্ষার ফল কেবল নানাবিধ উপন্যাস পাঠ মাত্র। বিদ্যা শিক্ষা করিলে যে সকল সদ্গুণ লাভ করা যাইতে পারে, তাহার সম্পূর্ণ অভাব রহিয়াছে। প্রাচীনগণের ন্যায় মানসিক উন্নতি, চিন্তাশীলতা, আয় ব্যয়, গার্হস্থ্য ধর্ম্ম যথোচিতরূপে পালন করিতে নিপুণা কয়জন? কিবা সীতা সাবিত্রীর মত, স্নেহবৃত্তি, ধর্ম্মপ্রবৃত্তি, কার্য্যক্ষমতা অধ্যবসায়াদির মধ্যে কয়জনের আছে? মিথিলাধিপতিতনয়া জানকী বিজন বনে রাক্ষসীগণের তাড়নায় ও লঙ্কাপতি রাবণের অতুল ঐশ্বর্য্যে প্রলোভিত হয়েন নাই, তাঁহার ধর্ম্মবৃত্তির প্রবলতার বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যায়। দময়ন্তীকে নলরাজা ভয়াবহ অরণ্যমধ্যে একাকিনী নিদ্রিতাবস্থায় পরিত্যাগ করিয়া যান, পরে তিনি স্বামীকে না দেখিয়া নিজ অবস্থার প্রতি চিন্তা না করিয়া পতির বিরহে বিলাপ করিতে লাগিলেন, ইহা পতিপরায়ণতার স্পষ্ট নিদর্শন স্বরূপ। এবংবিধ উৎকট পরীক্ষাতে তাঁহারা উত্তীর্ণ হইয়াছেন,কেবল বুদ্ধিমত্তার গুণে। এরূপ কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য ও সদসৎ জ্ঞান তাঁহাদের শিক্ষার ফল। অধুনা প্রায় অধিকাংশেরই শিক্ষা অল্পশিক্ষা অর্থাৎ অক্ষর পরিচয় হইয়া কোনমতে পত্র লিখিতে পারিলে অথবা ইংরাজী প্রথমভাগ পর্য্যন্ত পড়িতে পারিলেই যথেষ্ট শিক্ষা হইল মনে করা হয়। যদিও কয়েক জন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারিণী বঙ্গরমণীর শীর্ষস্থানীয় হইয়াছেন, তথাপি তাঁহারা প্রাচীন আর্য্যনারীগণের সমকক্ষ নহেন। আমাদিগের শিক্ষার সহিত পুরাকালীন স্ত্রীগণের শিক্ষার প্রভেদ এই যে আমরা তাহাদের ন্যায়, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য অবধারণ, সদসৎ জ্ঞান, নানা প্রকার নিগূঢ় তত্ত্ব নিরূপণ, কার্য্যক্ষমতা, গৃহধর্ম্ম পরিপালনে

পটুতা প্রভৃতি বিষয়ে নিতান্ত অনভিজ্ঞ। যখন উল্লিখিত অভাব নিচয় মোচন হইবে, তখন আমাদিগের প্রাচীনা দেবীবৎ ভগ্নীগণের সহিত আমাদিগের শিক্ষার বিভিন্নতা দূর হইবে।

শ্রী নিস্তারিণী দেবী
কানপুর।

---

## বর্ত্তমান ভারত নারীর দুর্দ্দশা।

কি দশা তোমার আজ ভারতললনা!
কি ছিলে তোমরা সবে কি ছিলে বলনা!
কই সেই ধর্ম্মভাব সে শিক্ষা তোমার?
বিলাস বাসনা আজ্ আড়ম্বর সার।
স্বামী সহ শাস্ত্রালাপ শাস্ত্রের বিচার,
স্বামিপ্রেম, স্বামিভক্তি কিছু নাহি আর,
নাই সেই ধর্ম্মব্রত যাগ যজ্ঞ দান,
সে পূর্ব্ব গৌরব আর নাহিক সম্মান।
তোমরা সুবক্তা ছিলে জ্ঞানবিশারদ,
লিখিতে তোমরা কাব্য ছন্দবদ্ধ পদ,
বীরত্ব আছিল আর ধীরত্ব তেমন,
চাহিতে তোমরা যেতে সমর প্রাঙ্গণ।
দুর্বীর মামুদ যবে পশিল ভারতে,
নারীর শোণিত উষ্ণ হয়েছিল তাতে,
ছাড়িলে তোমরা সবে গাত্র অলঙ্কার
অকাতরে—সাধিবারে দেশের উদ্ধার।
দেখ না আজিও সেই সুগুণ তোমার
পশ্চিম ভারতে কিছু আছয় প্রচার,
আজো করে মহারাষ্ট্র তৈলঙ্গ ললনা
বড় দরশন, সাঙ্খ্য, বেদ আলোচনা।
কেন এ বিকৃতি আজ্ বলনা তোমার,
কিছুই দেখি না আর কিছুই তাহার?
ইংরাজ পরশে হায়! ইংরাজি আচার
হয়েছে এখন বুঝি তব শিক্ষা সার,
আর নাই স্বামী সহ শাস্ত্র আলোচনা,
আর নাই তোমাদের বীরত্ব বাসনা,
যবন বাতাস স্পর্শে প্রকৃতি তোমার
দেখি সব ভিন্নভাব আচার, বিচার।
আর কি জনমে সেই খনা, লীলাবতী
আর কি জনমে সীতা, সাবিত্রী সুমতি,
আর কি সে বীরাঙ্গনা যুদ্ধক্ষেত্র প্রতি
চাহে কি যাইতে আর? দেখ কি দুর্গতি!
ছাড় সবে ছাড় আজ্ বিলাস বাসনা
সে পূর্ব্ব গৌরব রাখ ভারত অঙ্গনা।
উঠ আর্য্যনারী উঠ দেখ নেত্রপাতি,
দেখ চেয়ে দেখ আজ্ দেখ কি দুর্গতি;
আর ঘুমাইও না দেখ নিশা অবসান,
আর ঘুমাইও না ধর প্রাচীন কৃপাণ,
বিনাশি সমূলে আজ কদাচার রীতি,
সুযশ সুনাম রাখ শিখিয়া সুনীতি।

শ্রীমতী সুমতি মজুমদার,
ধাত্রীগ্রাম—কাল্‌না।

---

# বামাবোধিনী পত্রিকা।

# BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

২৩৬ সংখ্যা | ভাদ্র ১২৯১—সেপ্টেম্বর ১৮৮৪। | ৩য় কল্প। ২য় ভা।


## সাময়িক প্রসঙ্গ।

স্ত্রীলোকদিগের শিল্পাদি শিক্ষার্থ লণ্ডনের কেনসিংটনের নিকট ৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এক বোর্ডিংস্কুল নির্ম্মিত হইয়াছে, এই টাকা এক রমণী দান করেন। যুবরাজ সমারোহে বিদ্যালয়টী খুলিয়াছেন।

---

পাঠিকাগণ শুনিয়া কথঞ্চিৎ সুখী হইবেন, আমাদের ভারতেশ্বরীর পুত্র লিওপোল্ডের মৃত্যুর সময় তাঁহার স্ত্রী সসত্ত্বা ছিলেন, সম্প্রতি রাজবধূ একটী পুত্রসন্তান প্রসব করিয়াছেন।

---

লণ্ডন 'অনাথাশ্রয়' ১৮১০ সালে স্থাপিত হইয়া এ পর্য্যন্ত ৪৭০০ শিশুর প্রতিপালন ও শিক্ষার সাহায্য করিয়াছে। ইহাতে ৫৫০ জন পিতৃ-মাতৃহীন বালক বালিকাকে আশ্রয় দান করা হয়। ৭ হইতে ১৫ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত রাখিবার নিয়ম। এই সময়ের মধ্যে তাহাদিগকে উপযুক্ত শিক্ষা দিয়া কর্ম্মক্ষম করিয়া দেওয়া হয়। এই বিদ্যালয়ের গত পারিতোষিক বিতরণে ব্যারনেস বর্ডেট কট্‌স স্বামীর সহিত উপস্থিত থাকিয়া কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন।

---

বিলাতের শিক্ষাবিভাগের অধ্যক্ষ মণ্ডেলা সাহেব দরিদ্র লোকদিগের শিক্ষার জন্য সম্প্রতি এক চিত্রশালিকা

খুলিয়াছেন, ম্যাঞ্চেষ্টারের লোকেরা ইহার নির্ম্মাণার্থ ৭০ হাজার টাকা দেন। ভারত, চিন, প্রভৃতি নানাস্থান হইতে ধাতু ও হাড়ের উৎকৃষ্ট দ্রব্য সকল লইয়া এখানে রাখা হইবে। সকল উৎকৃষ্ট শিল্পের নমুনা দেখিয়া শ্রমজীবীরা সেইরূপ কার্য্য করিতে শিখিবে ইহাই উদ্দেশ্য। লণ্ডনেও বহু অর্থব্যয়ে এইরূপ একটী শিক্ষালয় প্রস্তুত হইয়াছে, তাহাতে নানাস্থান হইতে অনেক বালক শিক্ষার্থ আসিয়াছে। যুবরাজ এ বিদ্যালয়টীও খুলিয়াছেন।

---

আমরা পাঠিকাগণকে ইতিপূর্ব্বে অবগত করাইয়াছি যে বিলাতে একটী "রেলওয়ে কমিটী" বসিয়াছে। এই কামিটী স্থির করিয়াছেন আগামী ৫ বৎসরে রেলওয়ের উন্নতির জন্য প্রায় ৩০ কোটী টাকা ব্যয় হইবে। ইহাঁরা যে সকল নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার ভার হয় গবর্ণমেন্ট স্বহস্তে লইবেন, নয় উপযুক্ত বণিকদিগের হস্তে অর্পণ করিবেন।

---

মথুরা সেতু খুলিয়াছে, ইহা দীর্ঘে ২১০০হস্ত। ইহা দ্বারা উত্তর-পশ্চিম হইতে মালোয়া ও রাজপুতানায় যাইবার বড় সুবিধা হইয়াছে। কাশীর গঙ্গার উপরেও সেতু নির্ম্মিত হইতেছে।

---

পুনা নগরে সংস্কৃত ও উচ্চ স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি জন্য যে আন্দোলন হইতেছে, তাহাতে স্ত্রীলোকেরা বিশেষ উৎসাহের সহিত যোগ দিয়াছেন। এতদুপলক্ষে তত্রত্য আর্য্যমহিলা সমাজের এক বৃহৎ সভা হয়, মহিলাগণও অর্থ সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

---

বিলাতে পার্লেমেণ্ট মহাসভায় স্ত্রীলোকদিগের মত দিবার অধিকার লইয়া আন্দোলন অনেক দিন হইতে চলিয়াছে, এবার তাহা কিছু পাকিয়া উঠিয়াছে। পার্লেমেণ্ট সম্প্রতি গ্রাম্য মূর্খ ও চাষা লোকদিগকে পার্লেমেণ্টে সভ্য মনোনয়নের অধিকার দিয়াছেন। বিদ্যাবতী ও গুণবতী রমণীরা ইহা স্ত্রীজাতির প্রতি অধিক অবজ্ঞার চিহ্ন বলিয়া মনে করিয়াছেন এবং তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকে আপনাদের বাড়ী বা সম্পত্তির টাক্স দেওয়া বন্ধ করিয়া আইনের অত্যাচার সহ্য করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। তাঁহাদের কথা এই—'ভোট দিবার অধিকার না পাইলে টাক্স দিব না।' কুমারী মুলার এই দলের অগ্রণী হইয়া সংবাদপত্রে উচ্চৈঃস্বরে গবর্ণমেণ্টের অন্যায় বিধির প্রতিবাদ ও আপনাদিগের কার্য্যের ঔচিত্য প্রদর্শন করিতেছেন। এ সম্বন্ধে কার্য্যপ্রণালী স্থির করিবার জন্য সম্প্রতি সেণ্ট জেম্‌স হলে মহিলাদিগের এক সভা আহুত হয়, তাহাতে এত রমণীর সমাগম হইয়াছিল, যে তাদৃশ আর একটী বৃহৎ গৃহে সেই সময়েই আর একটী

বৃহৎ সভা করিতে হইয়াছিল। ইংলণ্ডীয় রমণীগণ এবার সহজে ছাড়িতেছেন না।

---

ইংলণ্ডের মধ্য ও দক্ষিণ অংশের খাল গুলিতে যত নৌকা যাতায়াত করে, তাহাতে ৩০ হাজার স্ত্রীলোক মাঝীর কার্য্য করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। চীনের মেয়েরা প্রশান্ত মহাসাগরের বক্ষে আশ্চর্য্য সাহসিকার সহিত নৌকা চালায়। আমেরিকার স্ত্রীলোকেরা জাহাজের কাপ্তেনীতেও দক্ষতা দেখাইতেছেন। আমাদের মান্দ্রাজী স্ত্রীলোকেরাও নৌ-চালন বিদ্যায় বড় ন্যূন নহেন।

---

হৃৎপিণ্ড বক্ষগহ্বরের বামদিকে না থাকিয়া দক্ষিণদিকে থাকিতে পারে, ইহা কেহ বিশ্বাস করিতে পারিতেন না। কিন্তু সম্প্রতি ফিলাডেলফিয়ায় একটী লোকের এইরূপ ঘটিয়াছে। গত পাঁচ বৎসরের মধ্যে এরূপ দৃষ্টান্ত আরও ৯টী প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।

---

বিলাতে যে সিবিল সার্ব্বিসের পরীক্ষা হয়, তাহাতে মৃত সূর্য্য গুডিব চক্রবর্ত্তীর পুত্র শ্রীমান আর্থর গুডিব সর্ব্বপ্রথম হইয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে সামরিক বিদ্যালয়ের পরীক্ষাতেও ইনি সর্ব্বপ্রথম হন। বাঙ্গালীর পক্ষে ইহা কম গৌরবের বিষয় নয়।

---

এদেশের ছাত্রেরা ইংলণ্ডে গিয়া শিক্ষোন্নতি করিতে পারেন, এই উদ্দেশে ৬টী রাজকীয় বৃত্তি প্রদত্ত হইবে স্থির হইয়াছে। আমরা আশা করি পুরুষদিগের ন্যায় স্ত্রীলোকেরাও এই বৃত্তিলাভে অধিকারী হইবেন, কারণ এখন বিলাতী উচ্চতম শিক্ষার প্রার্থিনী হওয়া বঙ্গবালাদিগের পক্ষে অসম্ভব নহে।

---

বাবু কৃষ্ণদাস পাল প্রায় ৩॥০ লক্ষ টাকা রাখিয়া গিয়াছেন। ইহা হইতে ১০ হাজার টাকা ডিষ্ট্রিক্ট দাতব্য সভাতে দিবার জন্য তিনি উইল করিয়া গিয়াছেন। এটী একটী সৎ দৃষ্টান্ত।

---

পারিসে ওলাউঠার এরূপ প্রাদুর্ভাব হইয়াছে যে প্রত্যেক ট্রেণ যোগে হাজার হাজার লোক স্থানান্তরে পলায়ন করিতেছে, ইহাতে নগর শূন্যপ্রায় হইয়াছে। জর্ম্মণ ডাক্তার কচ বলেন পাকনালীর মধ্যে 'মাইক্রোব' নামে একপ্রকার পোকা জন্মে, তাহাই ওলাউঠার কারণ। ভারত ও মিসরে মৃতদেহ পরীক্ষা করিয়া তিনি এই পোকা প্রথম আবিষ্কার করেন। তাঁহার মতে ওলাউঠার সময় খাদ্য ভলরূপ পাক ও জল সিদ্ধ করিয়া পান করা বিধেয়। ময়লা কাপড় দ্বারা পীড়াক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা।

---

কুমারী মেরী ক্লারা ডয়েস নাম্নী এক ইংরাজ বালিকা লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের

'এম এ' পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন, বিলাতে এরূপ দৃষ্টান্তের এই প্রথম। ইনি এম, এ-দিগের মধ্যে চতুর্থস্থানীয় হইয়াছেন। এতদ্ভিন্ন ৫০ জন স্ত্রীলোক বি এ; ৩ জন এম বি, ও ৮ জন বিজ্ঞানের বি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। বিবী ব্রাএন্ট মনোবিজ্ঞান ও নীতিবিজ্ঞানে ডাক্তার উপাধি পাইয়াছেন। এ পরীক্ষা অত্যন্ত দুরূহ, ইতিপূর্ব্বে দেশী বিলাতির মধ্যে কেবল ডাক্তার পি, কে, রায় এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

---

ইউরোপে ১৯টী মাত্র নগর 'সিটী' নামের যোগ্য, তাহাতে ১ লক্ষের অধিক লোকের বাস। ১০ লক্ষের অধিক লোক কেবল ৪টী নগরে বাস করে—লণ্ডন, প্যারিস, বার্লিন ও ভিয়েনায়।

---

গত ২রা আগষ্ট বঙ্গমহিলা সমাজের পঞ্চম জন্মোৎসব সিটি কলেজ গৃহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। মহিলা ও ভদ্রলোক অনেকে উপস্থিত ছিলেন। সঙ্গীত, প্রার্থনা, প্রবন্ধপাঠ ও বক্তৃতা হইয়া অবশেষে মাজিক লণ্ঠনের কৌতুক প্রদর্শন ও প্রীতিভোজনের সহিত কার্য্য শেষ হয়।

---

# বামাবোধিনীর একবিংশ জন্মোৎসব।

এই ভাদ্রমাসে বামাবোধিনী ২১ বৎসর অতিক্রম করিয়া ২২ বর্ষে পদার্পণ করিল। যে করুণাময় পরমেশ্বর ইহার জীবনের সহায় হইয়া ইহার ক্ষুদ্রশক্তি দ্বারা তাঁহার শুভ ইচ্ছা সম্পন্ন করিয়া লইতেছেন, তাঁহার মহিমা মহীয়ান হউক, আমরা অদ্যকার শুভদিনে তাঁহার চরণে ভক্তিভরে প্রণাম করি। বামাবোধিনীর শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধুগণ আজি ইহার প্রতি স্নেহ দৃষ্টিপাত করুন, আশীর্ব্বাদ করুন যেন ইহা ঈশ্বরকৃপায় সকল বিঘ্ন বাধা অতিক্রম করিয়া আপনার অবলম্বিত ব্রতপালনে সর্ব্বতোভাবে সমর্থ হয় এবং নারীজাতির সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি দর্শনে জীবনের মহাসুখ লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারে।

বামাবোধিনীর শুভ জন্মোৎসবের দিন আমরা একবার বর্ত্তমান কালে নারীজাতির অবস্থার বিষয় আলোচনা করিয়া দেখিব। আমাদের বর্ত্তমানের সান্ত্বনা ও ভবিষ্যতের আশা ইহারই উপরে নির্ভর করিতেছে। যাঁহারা মানেন দিন দিন পৃথিবীর কেবল অধোগতি হইতেছে, তাঁহাদিগের সহিত আমাদিগের সহানুভূতি নাই। উন্নতিই জগতের মূলমন্ত্র, এবং সেই উন্নতির চিহ্ন জগতের সর্ব্বত্র দেদীপ্যমান। এক রোম, এক গ্রীস, এক পারস্য, মিসর বা ভারতবর্ষ ধ্বংস হইল,

তাহাতে জগতের ধ্বংস হয় না; তাহাদিগের স্থানে শত শত নব নব মহারাজ্য উৎপন্ন হইয়া মানবজাতির উন্নতির পথ প্রসারিত করিয়া দিতেছে। পৃথিবীর ইতিহাস উন্নতির ইতিহাস। স্ত্রীজাতির উত্তরোত্তর অবস্থোন্নতিতে আবার এই সত্য যেরূপ সুস্পষ্টরূপে প্রতিপন্ন হয় এরূপ আর কিছুতেই নহে। শারীরিক বলে স্ত্রীজাতি হীন বলিয়া পৃথিবীর আদিম কাল হইতে এ পর্য্যন্ত তাহারা পুরুষজাতির অধীনস্থ ও নিম্নপদস্থ হইয়া রহিয়াছে। এমন সময় ছিল, যখন স্ত্রীজাতিকে নিকৃষ্ট শ্রেণীস্থ প্রাণীর মধ্যে গণনা করা হইত এবং পশুর অপেক্ষা উচ্চতর অধিকার তাহাদিগকে প্রদান করা হইত না। তাহাদিগের যে মন ও আত্মা আছে, তাহারা যে স্বাধীন ভাবে চিন্তা করিতে, কথা কহিতে ও কার্য্য করিতে পারে, ইহা আদৌ স্বীকার করা হইত না। সবল পুরুষজাতির অতিপ্রাধান্যে ও অত্যাচারে দুর্ব্বল নারীজাতি যার পর নাই হীনাবস্থা হইয়াছিল। কিন্তু আজি সভ্যতম দেশ সকলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে নারীজীবনের যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। আজি কালি সভ্যতার আলোকে পৃথিবীর সকল দেশ অপেক্ষা আমেরিকা অধিকতর উজ্জ্বল, প্রাচীন কুসংস্কার ও দুর্ব্বলের প্রতি সবলের অত্যাচার সেখানে সর্ব্বাপেক্ষা স্বল্পতর, এই জন্য স্ত্রীজাতির বর্ত্তমান উন্নতির পরিচয় লইতে হইলে সর্ব্বাগ্রে তাহারই প্রতি চক্ষু মেলিতে হয়। চক্ষু মেলিয়া কি দেখি, সেখানে রমণীরা পুরুষগণের সহিত সর্ব্ববিষয়ে সমকক্ষতা প্রদর্শন করিতেছেন। আমেরিকার সর্ব্বাধ্যক্ষ (প্রেসিডেণ্ট) পদের জন্য পুরুষের সহিত স্ত্রীলোকও প্রতিদ্বন্দ্বী। জজ, বারিষ্টার, উকীল, ডাক্তার, শিক্ষক, ধর্ম্মপ্রচারক, বণিক, শিল্পী, জাহাজের কাপ্তেন ও আফিসের কেরাণী সকল ব্যবসায় ও পদে স্ত্রীলোকের অধিকার ক্রমে বিস্তৃত হইতেছে। যেখানে প্রায় এক বৎসর পূর্ব্বে ৭৫ জন স্ত্রী উকীল, ১৬৫ জন ধর্ম্মপ্রচারিকা, ২৪৩২ জন স্ত্রী ডাক্তার, ৩২০ জন গ্রন্থকর্ত্রী, ২২৮ জন সংবাদপত্র সম্পাদিকা এবং ১ লক্ষ, ৫৫ হাজার ৩৭৫ জন বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রীর সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, সেখানে উন্নতি কিরূপ খরবেগে চলিতেছে, তাহা অনায়াসে অনুভব করা যায়। তথায় স্ত্রীলোকদিগের জন্য শিক্ষাসমিতি, ব্যবসায়সমিতি এবং জাতীয় উন্নতি সমিতি সকল বিদ্যমান, তাহাতে শত সহস্র স্ত্রীলোক সমবেত হইয়া স্বজাতির এবং সমগ্র সমাজের উন্নতি সাধনে নিযুক্ত। স্ত্রীলোকের চিন্তা, বাক্য ও কার্য্যের পথের প্রতিবন্ধক সকল ক্রমে তিরোহিত হইতেছে, তাঁহারা সমাজের সবল অঙ্গ হইয়া স্বাধীনভাবে ইহার জীবন পোষণ করিতেছেন। কেবল স্বদেশে নয়, ইহাঁরা

বিদেশে পর্য্যটন করিয়াও বিজাতীয়দিগের কল্যাণ সাধনে ব্যস্ত! ইংলণ্ড, ফ্রান্স, সুইজর্লণ্ড, ইটালী, জর্ম্মণি প্রভৃতি ইউরোপের সভ্যতম দেশেও স্ত্রী জাতির ক্রমোন্নতির আমরা পরিচয় পাইতেছি। ইংলণ্ডীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বার সকল স্ত্রীলোকদিগের জন্য উন্মুক্ত হইয়াছে। উচ্চ স্ত্রীশিক্ষার জন্য ক্রমে অধিকসংখ্যক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইতেছে এবং শিক্ষার্থিনীর সংখ্যাও বাড়িতেছে। উচ্চ গণিত, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতিতে রমণীগণ প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হইতেছেন। ডাক্তারী প্রভৃতি ব্যাবসায়িক বিদ্যাতেও ক্রমে তাহাদিগের অধিক কৃতকার্য্যতা দেখা যাইতেছে। দেশহিতকর কার্য্যে নারীগণের কত উৎসাহ! তাঁহারা সমবেত হইয়া অনেকগুলি নারীসভা করিয়াছেন। আবার শুনিতে পাই, কোথায়ও একটী রমণী ১৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এক বিদ্যালয় নির্ম্মাণ করিয়াছেন, কোথাও এক রমণী প্রভূত ব্যয়ে অন্ধনিবাস ও শ্রমজীবিবিদ্যালয় করিয়া দিয়াছেন, কোথাও পিতা দুহিতা, স্বামী ভার্য্যা দেশহিতকর কার্য্যে পরস্পরে পরস্পরের সহযোগিতা করিতেছেন। পার্লেমেণ্টে স্ত্রীলোকদিগের স্বাধীন মত দিবার অধিকার নাই, এই অন্যায় প্রথা পরিবর্ত্তনার্থ ইংরেজ রমণীগণ কি তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছেন! এ সকলই নারীর জীবন্ত ভাবের পরিচায়ক।

ইংলণ্ডে স্ত্রীলোকদিগের যে উন্নতির পরিচয় পাওয়া যায়, ইউরোপের অন্যান্য অংশেও তাহা অল্পাধিক পরিমাণে লক্ষিত হয়। পারিস, জুরিচ ও আরও কয়েকটী স্থানে স্ত্রীশিক্ষার অধিকতর উন্নতি দেখা যায়। রুসিয়া সভ্যতা অংশে যে এত হীন, সেখানেও স্ত্রীশিক্ষার ভূয়সী শ্রীবৃদ্ধি দেখিয়া যার পর নাই আশ্চর্য্য হইতে হয়।

বিদেশ হইতে এখন এক বার স্বদেশের প্রতি দৃষ্টিপাত করা যাউক। ভারতবর্ষ এখনও ঘোরতর অন্ধকারে আচ্ছন্ন। এখানকার কোটী কোটী রমণী কারার বন্দিনী হইয়া কত প্রকার ক্লেশ ও যন্ত্রণায় যে জীবনপাত করিতেছেন, তাহা কে বর্ণন করিতে সমর্থ হইবে? কৌলীন্য, চিরবৈধব্য, বাল্য-বিবাহ, দাসীত্ব প্রভৃতি কুপ্রথা আজিও কত নারী জীবনকে পেষণ করিতেছে, তাহার গণনা কে করিবে? চিন্তায়, বাক্যে, কার্য্যে স্ত্রীলোক সম্পূর্ণ পরাধীন অর্থাৎ মনুষ্যত্ব-বিহীন যদি কোথাও থাকে, তবে তাহার জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত এখানে। কিন্তু দশদিকব্যাপী এই ঘোর অন্ধকারের মধ্যে আশার রশ্মি কি আমরা দেখিতে পাই না? কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিমধ্যে বঙ্গবালাগণ—এম এ' ও 'বিএ' পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন, ইহা অপেক্ষা অধিক আনন্দের বিষয় আর কি আছে? লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরাজ মহিলা সবে এবৎসর 'এম এ' হইয়াছেন,

বঙ্গবালা সে গৌরব তৎপূর্ব্বেই লাভ করিয়াছেন। মান্দ্রাজ মেডিকাল কলেজে ১০। ১২ টী স্ত্রীলোক ডাক্তারীর জন্য প্রস্তুত হইতেছেন—কলিকাতা ও বোম্বাই মেডিকেল কলেজের দ্বারও তাঁহাদিগের প্রতি উন্মুক্ত হইয়াছে। শিক্ষাবিভাগে বঙ্গদেশ ও মান্দ্রাজে দেশীয় রমণী ইনস্পেক্টরের কার্য্য করিতেছেন। একটী মহারাষ্ট্রীয় নারী ইংলণ্ডে ও আর একটী আমেরিকায় গিয়া তাঁহাদিগের বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় দানে সকলকে আশ্চর্য্য করিয়াছেন এবং উচ্চতর শিক্ষায় নিযুক্ত হইয়াছেন। বঙ্গদেশ ও বোম্বাইয়ে দেশীয় স্ত্রীলোক-দ্বারা সাময়িক পত্র সম্পাদিত হইতেছে। স্ত্রীলোক গ্রন্থকার ও লেখিকার দৃষ্টান্ত ক্রমে অধিক পাওয়া যাইতেছে। রমণীগণ সম্মি-লিত হইয়া সভা স্থাপন করিয়াছেন ও সমবেতভাবে কার্য্য করিতে পারেন, তাহার প্রমাণ প্রদর্শন করিতেছেন। দেশীয় রমণী শিক্ষয়িত্রী, সুবক্তা ও ধর্ম্মোপদেষ্টা হইয়াও আপনাদিগের উচ্চ ক্ষমতার পরিচয় দিতেছেন। স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি বর্দ্ধনার্থ ক্রমে দেশমধ্যে অধিকসংখ্যক বিদ্যালয় ও সভা প্রভৃতি স্থাপিত হই-তেছে। পূর্ব্বে শতবর্ষে যাহা হয় নাই, এখন ৫ বর্ষে তাহা সম্পন্ন হইতেছে। এইরূপ উন্নতির গতি ও লক্ষণ দেখিয়া ভারতের ভাবী ভাগ্য আর নিরাশাকর বোধ হয় না, প্রত্যুত ভারতনারীর ভবিষ্য জীবন চিন্তা করিয়া আমাদিগের মনে অপার সুখ ও আনন্দের উদয় হয়। ঈশ্বর করুন "নারী জাতির উন্নতিতে ভারতের মহোন্নতি" এই সত্য দেশবাসী সকলে সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করুন, এবং এই উন্নতির সহায়তা সাধনে সকলে উৎসাহের সহিত অগ্রসর হউন্।

---

# নারী জীবন।

## ২৮। রমণী পরিবারের অধিষ্ঠাত্রী।

রমণী পরিবারের অধিষ্ঠাত্রী। পরিবার তাঁহার রাজ্য। অন্যত্র পুরুষের অধিকার সর্ব্বোচ্চ; এখানে রমণীর অধিকার সর্ব্বোচ্চ। অন্যত্র রমণী পুরুষের অধীন, এখানে পুরুষ রমণীর অধীন। পুরুষ বাহিরের রাজ্যে একচ্ছত্র; রমণীর সেখানে কর্ত্তৃত্ব করিবার অধিকার নাই। রমণী গৃহরাজ্যে একচ্ছত্র, এখানে পুরুষের কর্ত্তৃত্ব করিবার অধিকার নাই। যে পুরুষ এই সামান্য সত্য শিক্ষা করেন নাই, যিনি বাহিরের রাজ্যে রাজত্ব করিয়াও তৃপ্ত না হইয়া গৃহরাজ্যেও রাজা হইতে চাহেন, তিনি অতি ভ্রান্ত। তাঁহার গৃহ নিশ্চয় অশান্তিপূর্ণ হইবে।

গৃহ রমণীর রাজ্য, এখানে পুরুষ মন্ত্রী হইবেন; রাজা হইতে চাহিবেন না। রমণীও বাহিরের রাজ্যে পুরুষের মন্ত্রী হইবেন, তাঁহার সহায় হইবেন; কিন্তু রাণী হইতে চাহিবেন না।

বাহিরের রাজ্য শাসন করা সহজ, সেখানে বলের আধিপত্য। গৃহরাজ্য শাসন করা কঠিন, এখানে প্রীতির আধিপত্য। সেখানে সিপাহীশাস্ত্রীর শাসন, এখানে চরিত্রের শাসন।

রাজার দোষে রাজ্য নষ্ট হয়। গৃহকর্ত্রীর দোষে পরিবার উচ্ছৃঙ্খল হয়। যে গৃহে গৃহিণীর চরিত্রের গুণে পরিবারবর্গ সকলে তাঁহার বশীভূত; যে গৃহে গৃহিণীর সদ্ভাব প্রভাবে চিরপ্রেম, চিরপবিত্রতা বিরাজিত; যে গৃহে গৃহিণীর প্রাণ ধর্ম্মতৃষ্ণায় আকুল; সেই গৃহ এই পৃথিবীতে স্বর্গের ছবি।

গৃহিণীর চরিত্রের ছায়া সমস্ত পরিবারের উপর পড়ে। গৃহিণী সূর্য্য; পরিবার চন্দ্র। গৃহিণীর চরিত্রের আলোকে সমুদায় পরিবার আলোকিত। তাঁহার দৃষ্টান্তে, অল্লাধিক পরিমাণে তাঁহার চরিত্রের ছাঁচে পরিবারের চরিত্রের গঠনাদি নিয়মিত হয়।

দৃষ্টান্তের শিক্ষা দৃঢ়তম শিক্ষা; বিশেষতঃ শৈশব জীবনে। গৃহিণীর চরিত্র হইতে পরিবারের শিশুগণ আপনাদিগের চরিত্রের আদর্শ গ্রহণ করে। গৃহিণীর জীবন সদ্ভাবে পূর্ণ থাকিলে সমুদায় পরিবারে তাহা ব্যাপ্ত হয়। গৃহকর্ত্রীর জীবন অসদ্ভাব-প্রবণ হইলে সমগ্র পরিবারের উপর মলিনতা মাখাইয়া দেয়।

প্রভু ভৃত্যের আদর্শ। পরিবারের দাসদাসীগণ গৃহকর্ত্রীর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে, তাঁহার ভাব স্বভাব দেখিয়া আপনাদিগের ভাব স্বভাব নিয়মিত করে। যে গৃহের গৃহিণী শান্তশীলা, ধর্ম্মপরায়ণা, এবং পরসুখাম্বেষিণী; সেই গৃহের দাস দাসীগণও অল্লাধিক পরিমাণে, শান্ত, সুশীল, ধর্ম্মরত এবং পরোপকারী হয়।

যে গৃহের গৃহকর্ত্রী বিলাসপ্রিয়া, আত্মসুখান্বেষিণী, এবং রিপুসকলের বশীভূত, সে গৃহে কখনও পরমেশ্বরের সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত হয় না।

যে গৃহের গৃহিণী অকর্ম্মণ্য, অলস, অবিবেচিকা, এবং অপরিণামদর্শিনী, সে গৃহের শ্রী কখনও বর্দ্ধিত হয় না।

যে গৃহের গৃহিণী উদ্ধতস্বভাবা, কর্কশ-ভাষিণী, এবং সর্ব্বদা অপ্রসন্না, সে গৃহে কখনও শান্তি স্থাপিত হয় না।

গৃহের শান্তি, পবিত্রতা, এবং শ্রীবৃদ্ধি সকলই গৃহকর্ত্রীর চরিত্রের উপর বিশেষ-ভাবে নির্ভর করে।

পাঠিকা ভগিনি! একবার ভাব দেখি তোমার ক্ষুদ্র মস্তকে ভগবান কেমন গুরুভার চাপাইয়া দিয়াছেন! তোমার চরিত্রের ছায়ায় একটী সমগ্র পরিবারের চরিত্র গঠিত হয়; তোমার হস্তে একটী পরিবারের বৈষয়িক এবং পারমার্থিক মঙ্গলামঙ্গলের ভার ন্যস্ত; তোমার

শাসনাধীনে একটী সমগ্র পরিবার,—এত গুলি সুকুমার বালকবালিকা, এতগুলি গরিব দাস দাসী স্থাপিত হইয়াছে;—ইহাদের সকলে দৃষ্টান্ত এবং উপদেশের জন্য তোমার মুখ চাহিয়া রহিয়াছে; তোমার দায়িত্ব কত; তোমার জীবনের কর্ত্তব্য তায় কত গুরু, কত মহৎ! তুমি যদি ইচ্ছা, চেষ্টা, এবং যত্ন কর, এই পৃথিবীর পরিবারগুলিকে স্বর্গের বিমল শোভায় বিভূষিত করিতে পার। তুমি যদি তোমার কর্ত্তব্য-সাধনে যত্নবতী হও, ভগবানের নিকট ধর্ম্মবল এবং সত্তায় ভিক্ষা করিয়া যদি তোমার গৃহরাজ্যের সুশাসনের প্রতি মনোযোগিনী হও, পরমেশ্বরের কৃপায়, আর তোমার চরিত্রের গুণে, অশান্তিপীড়িত সংসার, দুঃখে জর্জ্জরিত মানুষ এই পৃথিবীতে একটুকু শান্তির স্থান পাইতে পারে! তুমি কি তাহার সাহায্য করিবে না?

---

# সতী-মণ্ডপ।

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

### বিরাজকুমারী।

১৭৫৫ হইতে ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত আমাদের যে দুঃসময় গিয়াছে, তাহা ভারতের ইতিহাসে চিরকাল স্মরণীয় হইয়া থাকিবে; এই সময়েই প্রকৃত প্রস্তাবে হিন্দু-গৌরব-সূর্য্য অস্তমিত হয় এবং এই সময় হইতেই হিন্দুজাতি স্বাধীনতার সুমধুর আস্বাদে বঞ্চিত হইয়া পরাধীনতার কঠোর লৌহ নিগড়ে আবদ্ধ হন। এই অধঃপতনের অশুভ ফল আমাদিগকে এখন ভোগ করিতে হইতেছে, এই অশিব সময়ের হিন্দু রাজাদিগের গৃহবিচ্ছেদজনিত কুটিলতা রূপ মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত আমাদিগকে এতদিনে করিতে হইতেছে। না জানি ভগবান আমাদের কপালে আরও কত দুঃখ লিখিয়াছেন! কিন্তু যখন দেখি এই মহাদুর্দ্দিন সময়েও হিন্দু রমণীগণ নারীজন্মের সার বস্তু সতীত্বরত্নকে বিকৃত বা বিক্রীত করেন নাই, যখন দেখি এই অশুভ সমরব্যাপারের মধ্যেও হিন্দুমহিলাগণ নশ্বর পার্থিব বিভবের লোভে আপনাদের স্বভাবজ সদ্‌গুণ-সমূহ অপাত্রে বিসর্জ্জন করেন নাই, যখন দেখি এই অমাবস্যার গাঢ় অন্ধকার-ময় গগনেও হিন্দু সতী শশীর জ্যোতিঃ নির্ব্বাপিত হয় নাই, তখন মনে হয় ভূতলে হিন্দু জাতির অস্তিত্ব লোপ হইতে এখনও অনেক বাকি আছে। ভারতের প্রাচীন ইতিহাস পাঠে যখন আমাদের দেশীয় রমণীর এতাদৃশ সতীত্বের কথা

জানিতে পারি, তখন বাস্তবিকই হিন্দু মহিলাকে সাক্ষাৎ লক্ষ্মী স্বরূপা বলিয়া ভক্তি, শ্রদ্ধা ও সম্মান করিতে ইচ্ছা হয়। বিরাজকুমারীর ইতিবৃত্ত এইরূপ মহত্ত্বে পরিপূর্ণ।

১৭৫৪ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর সিংহাসনে আলমগীর বাহাদুর বাদ্‌সাহ হইয়া বসিলেন, তখন দিল্লীর অবস্থা জলশূন্য সরোবর এবং সম্রাটের অবস্থা ভূমিশূন্য নরপতিবৎ হইয়া উঠিয়াছিল। গুজরাট, বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যা, অযোধ্যা, রোহিলখণ্ড, পঞ্জাব, হায়দ্রাবাদ, মহারাষ্ট্র ও কর্ণাট এই সমুদয় প্রদেশ দিল্লী সাম্রাজ্য হইতে স্বতন্ত্র হইয়া এক এক জন স্বাধীন রাজার করায়ত্ত হইয়া উঠিল এবং শিখ ও জাঠ নামক দুই প্রবল পরাক্রান্ত সম্প্রদায় আপনাদিগকে সম্রাটশাসন হইতে বিমুক্ত ও স্বাধীন বলিয়া ঘোষণাপত্র প্রচার করিল। এদিকে বাঙ্গালা দেশে সেরাজুদ্দৌলার সহিত ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের তুমুল যুদ্ধ বাধিয়া উঠিল। আর এক দিকে গাজী-উদ্দীন নামে এক ব্যক্তি পঞ্জাব অধিকার করিবার জন্য প্রয়াস পাইতেছিল, সুতরাং সম্রাটপ্রবরের দুর্দ্দশার আর সীমা রহিল না। এই সময়ে আমেদ আব্‌দালী নামে এক জন প্রবল পরাক্রান্ত মুসলমান আফগানিস্থানে বাস করিতেন; তিনিই প্রকৃত প্রস্তাবে পঞ্জাবের স্বত্বাধিকারী। গাজি-উদ্দীন পঞ্জাব অধিকার করিয়াছে শুনিয়া আব্‌দালী ভারতবর্ষে সৈন্যসহ প্রবেশ করিয়া দিল্লী লুণ্ঠন করিতে আরম্ভ করিলেন। দিল্লী লুণ্ঠন করিয়া তিনি পুনরায় আফ্‌গানিস্থানে প্রবেশ করিলে মহারাষ্ট্রীয়েরা পঞ্জাব অধিকার করিয়া লইলেন। তাহাতে আমেদ্‌ আব্‌দালির সহিত মহারাষ্ট্রীয়দের মহাসমর বাধিয়া উঠিল। সুপ্রসিদ্ধ পাণিপথ নামক ক্ষেত্রে ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে এই মহাযুদ্ধ সংঘটিত হয়; হিন্দুদিগের পক্ষে পেশোয়া বাজী, পেশোয়া সদাশিব, বিশ্বনাথ সিন্ধিয়া, হুলকার, রামজী সামন্ত, হীরা সিং এবং তৎসহ ১লক্ষ ৪০ হাজার সৈনিক পুরুষ, ৭০ হাজার অশ্বারোহী, ১৫ হাজার পদাতি এবং ২ শত কামান ছিল। আমেদসার পক্ষে বাঙ্গালার নবাব সাহ আলম, অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলা, আলী-গোহর, মোস্তফা গোল্‌ মহম্মদ, ফয়জা-বাদের বিখ্যাত বীর আবদুল্লা এবং তৎসহ ৫০ হাজার অশ্বারোহী, ৩৮ হাজার পদাতি ও ৩০ টি কামান ছিল। এই জগদ্বিখ্যাত মহাসমরে মহারাষ্ট্রীয় বীর সম্পূর্ণরূপে পরাজিত ও নিহত হয়েন এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু স্বাধীনতাও চিরকালের জন্য লোপ পাইয়া গিয়াছে। আমাদের প্রস্তাবের ইতিবৃত্ত ঠিক্ এই সময় হইতেই আরব্ধ।

প্রবল শত্রু মহারাষ্ট্রীয়দিগের পতন, নিধন ও পরাজয়ের সংবাদ রাজ্যের সর্ব্বত্র প্রচার করিয়া আমেদ আবদালী ভারত লুণ্ঠনে রত হইলেন এবং যথেষ্ট অর্থ ও

রত্নাদি সংগ্রহ করিয়া আপনার প্রিয় সেনাপতি মোস্তাফা গোল মহম্মদকে নবাধিকৃত রাজ্যের শাসন ভার দিয়া আফ্‌গানিস্থানে প্রস্থান করিলেন। গোল মহম্মদ অত্যন্ত গোঁড়া মুসলমান ছিলেন বলিয়া হিন্দু জাতির উপর উপদ্রব আরম্ভ হইল। স্ত্রীলোকের সতীত্ব, পুরুষের ধন প্রাণ, দেশীয় রাজাদের সম্মান এবং আপামর সাধারণের মর্য্যাদা রক্ষা করা বড় কঠিন হইয়া উঠিল। এস্থলে বলা আবশ্যক, পাণিপথসমরে হীরা সিংহ নামে যে শীকজাতীয় মহাবীর মহারাষ্ট্রীয়দিগের পক্ষে জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন, তাঁহারই বিধবা পত্নীর নাম বিরাজকুমারী। বিরাজকুমারীর বয়ঃক্রম তখন চতুর্ব্বিংশ বৎসর মাত্র, ইহার পিতা ভানুরাজ একজন বস্ত্র-ব্যবসায়ী ছিলেন। ভানুদুহিতা সম্মুখ সমরে আপন স্বামীর নিধনবার্ত্তা প্রাপ্ত হইয়া সত্বর যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করিলেন, কিন্তু স্বামীর মৃত দেহ অনুসন্ধান করিয়া প্রাপ্ত হইলেন না। গৃহে আসিয়া এক খণ্ড কাগজে তিনি আপনার স্বামীর প্রতিকৃতির সাধ্যমত চিত্রপট প্রস্তুত করিলেন। পাণিপথ হইতে একবিংশ মাইল দূরবর্ত্তী রঘুপুরে ইহাঁর শ্বশুরালয় এবং পিত্রালয় তথা হইতে প্রায় ৯ ক্রোশ পশ্চিম। বিরাজকুমারী লেখা পড়া জানিতেন না, কিন্তু বড় বলবতী, রূপবতী ও বুদ্ধিমতী ছিলেন। দুষ্ট গোল মহম্মদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সত্বরেই হীরা-বনিতার উপর পতিত হইল। পিতা ও ভর্ত্তাহীনা অনাথা রমণীর গৃহ দুষ্ট যবন কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইল। কিন্তু প্রথমে কোন প্রকার উপদ্রবের সূত্রপাত দেখা গেল না। গোল মহম্মদ বিরাজকুমারীকে পত্নীভাবে অভ্যর্থনা করিয়া বিবিধ প্রকার প্রলোভনে তাহাকে বশবর্ত্তিনী করিবার জন্য প্রয়াস পাইতে লাগিল, কিন্তু কোন প্রকারেই কৃতকার্য্যতা লাভ করিতে পারিল না। দুষ্ট যবন ছাড়িবার পাত্র নহে, সুতরাং ভয় প্রদর্শনে প্রবৃত্ত হইল। তখন বুদ্ধিমতী বিরাজকুমারী বলিলেন "আপনি পার্শ্ববর্ত্তী ক্ষুদ্র কুটীরে আমার সহিত গোপনে গমন করিলে আপনার কথার উত্তর দিতে আমি সক্ষম হইব, এত লোকের সম্মুখে আমার কথা ব্যক্ত হওয়া সুকঠিন।" মহম্মদ তাহাই করিল, কিন্তু হতভাগ্য জানিত না যে তাহারই কক্ষস্থিত অসি তাহারই মস্তক দ্বিখণ্ডিত করিবার জন্য শাণিত হইয়াছিল। পার্শ্বের গৃহে উভয়ে প্রবিষ্ট হইলে দ্বার রুদ্ধ হইল এবং বিরাজকুমারী হঠাৎ এক পদাঘাতেই যবনকে ভূতলশায়ী করিয়া তাহার কক্ষস্থিত তরবারী সজোরে কাড়িয়া লইয়া তদ্দ্বারাই পাপীর মস্তককে স্কন্ধ হইতে বিচ্ছিন্ন করিলেন। এ দিকে মুসলমান সৈন্যেরা অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়াও সেনাপতির কোন বার্ত্তা না পাওয়াতে অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া

উঠিল, এবং গৃহের অর্গল রুদ্ধ ও ভিতরের নিস্তব্ধতা দেখিয়া বিপদাশঙ্কা করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরেই সৈন্যগণ দ্বার ভগ্ন করিয়া দেখিল সেনাপতির মৃতদেহ রক্তসাগরে নিমগ্ন রহিয়াছে এবং বিরাজকুমারী এক মনোহর চিতা সাজাইয়া এক হস্তে এক খানি পুরুষমূর্ত্তির চিত্রপট ও অপর হস্তে কতকগুলি পুষ্প ধারণ পূর্ব্বক অগ্নিমধ্যে লম্ফ দিবার উদ্যোগ করিতেছেন। সৈন্যেরা যেমন তাঁহাকে ধরিতে গেল, অমনি তিনি জ্বলন্ত আগুনের মধ্যে লম্ফ দিয়া পতিত হইলেন। এইরূপে বিরাজকুমারীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ইউরোপীয় লেখকেরা অতি ভক্তির সহিত লিখিয়া গিয়াছেন এবং তাঁহার সতীত্ব রক্ষার কৌশল দেখিয়া তাঁহারা তাঁহাকে আদর্শ সতী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। মোস্তাফা গোল্ মহম্মদ রূপবান, বিলাসী এবং অত্যাচারী বলিয়া প্রসিদ্ধ। বিরাজকুমারীর স্মরণমণ্ডপ আজিও ভগ্নস্তূপাকারে বর্ত্তমান আছে।

---

# প্রাণি-তত্ত্ব।

## মার্জার।

পশুদিগের মধ্যে বিড়ালের মত আদরে ও সুখে আর কাহাকেও মনুষ্যের গৃহে প্রতিপালিত হইতে দেখা যায় না। মনুষ্যের আহারের উৎকৃষ্ট অংশ ইহার খাদ্য, মনুষ্যের শয্যার এক পার্শ্বে ইহার শয়নস্থান, মনুষ্যের ক্রোড়ে বসিয়া প্রিয়তম বংশধরের মত যত্ন, স্নেহ ও ভালবাসা না পাইলে ইহার মন উঠে না। কিন্তু ইহার মত আর কোন পশুই মনুষ্যের অন্নে প্রতিপালিত হইয়া মনুষ্যের জন্য খাটিতে অনিচ্ছু ও অপ্রস্তুত নহে। সুবিখ্যাত প্রাণিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত বফোন ইহাকে অকৃতজ্ঞ বন্ধু বলিয়াছেন। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ের মার্জারপ্রিয় বিলাসিনীগণ বিড়ালের এরূপ নিন্দা অজ্ঞতাসূচক মনে করেন। পোষা বিড়াল অশেষ প্রকার ক্রীড়া কৌতুক প্রদর্শন করিয়া আপনার কর্ত্রীকে কত আমোদ প্রদান করিয়া থাকে, কর্ত্রীর অদর্শনে তাহার প্রাণ "হান টান" করিতে থাকে, তাঁহার পুনর্দর্শনে সে কত প্রকারে আহ্লাদের পরিচয় দিতে ব্যস্ত হয়! শিক্ষা ও সদয় ব্যবহার দ্বারা বিড়ালকে মানুষ করা যায়, ইহা তাঁহাদের বিশ্বাস। যাহাহউক বিড়াল মো সাহেবের কাজ বেশ করিতে পারে—খাটা খাটুনির মধ্যে আপনার তৃপ্তির জন্য সময় সময় ইন্দুর ধরিতে প্রস্তুত

তদ্ভিন্ন তাহার কাজ কর্ম্ম বড় অধিক দেখা যায় না।

বিড়াল দেখিতে ক্ষুদ্রাকার হউক, কিন্তু জাত্যংশে বড় ছোট নহে। ইহা সিংহ ও ব্যাঘ্রের জ্ঞাতি। প্রাণিতত্ত্বানুসন্ধায়িগণ অনেক পরীক্ষা ও বিচার করিয়া দেখিয়াছেন আকৃতি প্রকৃতি, চাল চলন প্রভৃতি বিষয়ে পশুরাজও তাঁহার মাতুল বিড়ালেরই অনুরূপ। এই জন্য তাঁহারা উহাদিগকে 'বিড়াল জাতীয়' আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। এই জাতীয়েরা স্বাভাবিক অবস্থায় দিবারাত্রি সচেতন ও চটুল। ইহারা অধিক দৌড়িতে পটু নহে, কিন্তু লম্ফন ঝম্পন, পরিক্রমণ ও নিঃশব্দ পদচারণে বড় দক্ষ। ইহাদের দৃষ্টিশক্তি বড় তীক্ষ্ণ, বিশেষতঃ গোধূলি সময়ে। শ্রবণশক্তিও প্রখর, ঘ্রাণশক্তি কুকুরের অপেক্ষা ন্যূন। আস্বাদনশক্তি অতি মন্দ। রসনা চর্ব্বণ ও আস্বাদন উভয় কার্য্যই সাধন করিয়া থাকে। ইহার ধারে সেঁকুল কাঁটার ন্যায় অসংখ্য কণ্টক আছে, তদ্দ্বারা শিকারের মাংস ছিন্ন হইতে পারে। ইহাদের স্পর্শ-শক্তি গোঁপের কেশমূলেই অধিক। বিড়াল ভূ-চন্দ্র বলিয়া বর্ণিত। ইহার কারণ এই, চন্দ্র যেমন এক এক করিয়া পূর্ণ ষোড়শকলা প্রদর্শন করে, বিড়াল আপনার চক্ষুতে তাহার সম্যক্ অভিনয় করিয়া থাকে। উজ্জ্বল আলোকে বিড়ালের চক্ষের তারা নিষ্প্রভ ও সূক্ষ্ম রেখাকৃতি মাত্র, গাঢ় অন্ধকারে তাহাই উজ্জ্বল পূর্ণচন্দ্রাকার প্রতীয়মান হয়।

বিড়ালেরা স্বাধীন জীব, দাসত্ব ও বন্ধনের ন্যায় আর কিছুই তাহাদিগের নিকট ক্লেশকর নহে। খাঁচার মধ্যে আবদ্ধ করিয়া যদি চারিদিকে খাদ্যবস্তু প্রচুর পরিমাণে সজ্জিত করিয়া রাখ, তাহারা অবসাদ ও অনাহারে মরিবে, তথাপি তাহা স্পর্শ করিবে না। লেমার নামক এক সাহেব এক বিড়ালকে খাঁচায় বদ্ধ করিয়া তন্মধ্যে ২।৩টী ইন্দুর ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, বিড়াল উদাসীন ভাবে তাহাদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিল মাত্র, ধরিবার চেষ্টাও করিল না। ইন্দুরেরা সাহসী হইয়া তাহাকে খোঁচাইতে লাগিল, বিড়াল তথাপি পূর্ব্ববৎ নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। খাঁচা মুক্ত করিয়া দিবা মাত্র তাহাকে পূর্ব্ববৎ সবল ও শিকার-প্রিয় দেখা গেল। বিড়ালকে বশীভূত করিতে হইলে অবরোধই তাহার উৎকৃষ্ট উপায়, ইহা গুরুতর আঘাতের কার্য্য করিয়া থাকে।

সুস্বরে বিড়ালদিগের চিত্ত বড় আকৃষ্ট হয়। কুকুরের ন্যায় তাহারা বংশীধ্বনি শুনিয়া নিকটে আসে। বিড়ালের সঙ্গীতা-লাপ বড় চমৎকার। একসময় সেণ্ট জার্ম্মেণ মেলাতে ইহার মহলা দেওয়া হয়। একটা বাঁদর ব্যাণ্ডমাষ্টার হইয়া তালে তালে ছড়ির ঘা দিতে লাগিল, দুইটী বিড়াল "মেও মেও" করিয়া তালে তালে সরু মোটা নানা সুর

ঠিক্ ঠিক্ আলাপ করিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া দর্শকবৃন্দের আশ্চর্য্যের পরিসীমা রহিল না।

পালিত বিড়াল কোন্ জাতীয় মার্জার হইতে উৎপন্ন, অদ্যাপি নিঃসংশয়ে নিরূপিত হয় নাই। অধ্যাপক বেল এ বিষয়ে অনেক অনুসন্ধান করিয়া অবশেষে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, শৃগালাকৃতি মিসর জাতীয় মার্জার হইতেই ইহাদিগের উৎপত্তি সম্ভব। প্রাচীন মিসরজাতি বিড়ালকে অতিশয় ভক্তি করিত, কেহ বিড়ালকে বধ বা প্রহার করিলে আইনানুসারে তাহার গুরুতর দণ্ড বিধান করিত। মিসরে বিড়াল একটী জাগ্রৎ দেবতা বলিয়া পূজিত হইত, ইহার জন্য স্বতন্ত্র বাসস্থান নির্ম্মিত বা ভাড়া করা হইত, সেখানে বিড়ালদিগের ভোজন ও সুখ সেবনার্থ পরিচারক সকল নিযুক্ত থাকিত। চিনে বিড়ালের জন্য কোমল পালক বা রেশমের শয্যা প্রস্তুত হয়, তদুপরি বা পর্য্যঙ্কে ধনিগৃহিণীর পদতলে মূল্যবান্ বস্ত্রে আবৃত হইয়া তাঁহার পোষ্যপুত্রের ন্যায় ইহা সুখে নিদ্রা যায়, ইহার কণ্ঠে রূপার হাঁসুলী ও কর্ণে বহুমূল্য মণি মুক্তার ইয়াররিঙ শোভা পায়। আঙ্গোরা দেশীয় বিড়াল বৃহদাকৃতি ও বলবান্, ইহার গাত্রের লোম অতি কোমল এবং স্বভাব অতি শান্ত ও ধীর। এই বিড়ালদিগের কাহারও চক্ষু সুন্দর নীলবর্ণ, কাহারও ঈষৎ পীতবর্ণ।

বিড়াল নানাবর্ণের এবং প্রত্যেক দেশে বিশেষ প্রকারের দেখা যায়। টোবলক্কের বিড়াল লোহিত বর্ণ, উত্তমাশা অন্তরীপের নীলবর্ণ, চিন ও জাপানের বিড়ালদিগেব কর্ণদ্বয় ঝুলিয়া পড়া। রুষিয়াতে এক জাতীয় বিড়াল আছে, তাহাদের মুখ ছোট ও সুঁচলো, তাহাদের লাঙ্গুল শরীর অপেক্ষা ছয়গুণ বড়। ব্রহ্ম, আশাম, মালাবার প্রভৃতি দেশে বিড়ালের লাঙ্গুল এত ক্ষুদ্র যে দেড় বুরুলের অধিক হইবে না। ইংরাজসৈন্যগণ প্রথমে ব্রহ্মদেশে গিয়া যখন ঐরূপ বিড়াল দর্শন করে, তখন মনে করে এদেশীয়েরা হয় বিড়ালের প্রতি বড় নিষ্ঠুর, নয় বিড়ালের লেজ কাটিয়া কোন ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া থাকে, নয় অনেক খৃষ্টানদেশে যেমন বিড়ালকে সয়তানের প্রতিনিধি মনে করে, ইহারাও সেইরূপ মনে করিয়া লাঙ্গুল কাটিয়া ইহার দুষ্কার্য্য সাধনের শক্তি খর্ব্ব করিয়া থাকে। দুইমাস পর্য্যন্ত তাহাদের এইরূপ ধারণা ছিল। হঠাৎ একদিন কয়েকজন গোরা বনের মধ্যে এক গর্ত্তে শাবকদিগের সহিত এক বিড়াল মাতা দেখিতে পায়; তাহাদিগের সকলেরই খর্ব্ব লাঙ্গুল দেখিয়া ইহারা বুঝিতে পারিল "বিধাতারই এই সৃষ্টিছাড়া সৃষ্টি!"

বিড়ালেরা মনুষ্যের কোন উপকারে আসে না, একথা সর্ব্বত্র খাটে না। একসময়ে সাইপ্রস দ্বীপ বিষাক্ত সর্পে আকীর্ণ ছিল। তত্রত্য সন্ন্যাসীরা এই

হিংস্র জন্তু নিবারণার্থ কতকগুলি বিড়াল নিযুক্ত করেন। বিড়ালেরা অনতিকাল মধ্যে দ্বীপটী নিঃসর্প করিয়া মনুষ্যের নিরাপদ বাসভূমি করিয়া দেয়।

---

## বঙ্গের জ্বলন্ত-চিতা।

( নির্ম্মল সলিলে,বহিছ সদা,
  তটশালিনী সুন্দর যমুনে ও।
  —সুরে )

বঙ্গ শ্মশানে জলিছে সদা,
  কত জীয়ন্ত জলন্ত চিতাও ॥১ ধ্রু

আহা কত সুন্দর, ফুল্ল কুসুম,
  হাসিয়ে সুবাসে মোহিত ও।
হায়রে আজি তারা, এ অনল তাপে,
  ঢলিয়ে পড়িছে, দহিছে ও ॥২

না হতে বিকসিত, না ফুটিতে হাসি,
  দুরন্ত করাল কীট ও।
কাটিয়ে বৃন্ত তার, ফেলিছে শ্মশানে,
  জলন্ত চিতার অনলেও ॥৩

কোথাহে মতিমান, কিসে কি করিলে,
  দেখ আসি রামমোহন ও।
নিবাইতে চিতা, জালিলে দ্বিগুণ,
  জালিলে দ্বিগুণ দ্বিগুণ ও ॥৪

সে যে ছিল ভাল, যাইত দহিয়ে,
  রহিত না পরমাণু চিহ্নও।
একদিন শুধু, দহিত জীবন
  সহিত একদিন যাতনা ও ॥৫

এ যে নিতি নিতি, দিবসে নিশিতে,
  দহিছে পলকে পলকে ও।
ধীরে ধীরে ধীরে দহিছে পরমাণু,
  খসিছে হৃদয় কণিকাও ॥৬

অভাগী বিধবা, সহিছে এ যাতনা,
  যাবত জীবন, তাবত ও।
না পারি সহিতে, ঝাঁপিছে অকূলে,
  কত বা ভকিছে গরলও ॥৭

দারুণ স্বজন, নিষ্ঠুর সমাজ,
  এ সব দেখিয়ে দেখেনা ও।
থাকিতে নয়ন, অন্ধমত সবে,
  বধিতে বিধবা বিহগীও ॥৮

পিঞ্জরে ভরিয়ে, বাঁধিয়ে নয়ন,
  রাখিছে জলন্ত অনলেও।
বল এ যাতনা সহে কত আর,
  কেমনে অবলা প্রাণে ও ॥৯

আহা কি নির্ম্মম, তুইরে সমাজ,
  কি পাষাণে বুক বাঁধাও।
উড়িতে পারে না, কহিতে জানে না,
  মরমের দুঃখ শোক ও ॥১০

যা কিছু প্রকাশে, সুদীর্ঘ নিশ্বাসে,
  সধারে নয়ন জলে ও।
বিষাদে কালিমা, মলিন বদন,
  যা কিছু প্রকাশে যাতনা ও ॥১১

দেখি ঘরে ঘরে, এ জলন্ত চিতা,
  যে দুঃখে হৃদয় দহে ও।

কহিব তা কারে, বুঝেও বুঝে না,
দারুণ নিঠুর সমাজও ॥১২
হায়রে বিধাতঃ, কেনবা ফুটালে,
শ্মশানে সুরভি কুসুমও।
হিংস্র পশু ভূমি—ভীষণ কাননে,
কে বুঝিবে ফুল মরমও ॥১৩
শোণিত-পিপাসু, শার্দ্দূল প্রায়
বঙ্গ-সমাজ-দেবতা, ও।
তাহাদেরি করে, রক্ষিত আবার,
অনাথা অবলা কুরঙ্গীও ॥১৪
এ যদি ধরম, জানি না কেমন,
জীয়ন্ত অধর্ম্ম মূরতি ও।
এই যদি পুণ্য, জানি না তবেরে,
পাপের প্রতিমা কেমন ও ॥১৫
আরেরে সমাজ, সমাজ শার্দ্দূল,
ছাড়রে শোণিত পিপাসা ও।
ধরমের ভাণে, পাপের প্রবাহে,
ডুবালে বঙ্গের পরাণী ও ॥১৬
কত কাল আর, ভীষণ শাসনে,
শাসিবে অভাগী বিধবা ও।
ছাড় অত্যাচার, দেখ একবার,
নয়ন মেলিয়ে, চাহিয়ে ও ॥১৭
চিতা ধূমরাশি, ছাইছে গগন,
মিশিছে আকাশে মেঘেতে ও।
বহুদূরে অই, মেঘ ভেদিয়া,
কতবা উঠিছে স্বরগে ও ॥১৮
অমর ভবনে, মিশিছে যাইয়ে,
দেখাইছে খুলি মরম ও।
কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে, কহিছে মরম কথা,
কাঁদায়ে দেবের পরাণী ও ॥১৯

আবার এদিকে নিভৃত নির্জ্জনে,
ঢালিছে নয়নবারি ও।
থাকিয়ে থাকিয়ে, ছাড়িছে নিশ্বাস,
জ্বলন্ত অনল শিখাও ॥২০
এত অত্যাচার, সহিতে না পারি,
হুতাশে সঁপিছে বঙ্গেও।
তাইরে বঙ্গের, এ বিষম দশা,
বিধবা নিশ্বাসে পুড়িছে ও।২১
প্রতি ঘরে ঘরে, জ্বলন্ত চিতা,
উগারে জ্বলন্ত অনল ও।
এ আগুনে বঙ্গ, হবে ভস্মশেষ,
অকালে প্রলয় ঘটিবে ও ॥২২
সমাজের নেতা, পুরুষপ্রধান,
ছাড়রে পরুষ ভাব ও।
নিবার যাতনা, নিবার বঙ্গের,
ভীষণ পাপের প্রবাহ ও ॥২৩
নিবার বঙ্গের, শ্মশান মাঝে,
জ্বলন্ত চিতার আগুন ও।
অতি দীনহীনা, অনাথা অবলা,
চাহরে তাদের পানে ও ॥ ২৫
এদেরও শরীর, তোদেরি মতন,
মাংস শোণিতে গঠিতও।
এদেরও হৃদয়ে, বাসনা পিপাসা,
জাগিছে তোদের মতন ও। ২৬
এদেরও হৃদয়, দুঃখে, শোকে, দহে,
সংসার মায়ায় মোহে ও।
রিপুদল শাসনে, শাসিত সদা,
এদেরও অন্তর হতেছেও ॥ ২৭
যেদিন হইতে ভাঙ্গেরে কপাল,
মুছেরে সিঁতির সিন্দুরও।

সেদিন হইতে, যায় নিবে সব,
　হৃদয় হইতে মুছিয়ে ও ॥ ২৮

তা যদি রে হত, তবে কিরে আজি,
　শ্মশান হইত এ বঙ্গ ও।
প্রতি ঘরে ঘরে, জলিত কি তবে,
　জলন্ত জীয়ন্ত চিতাও ॥ ২৯

তবে কিরে আজ, কলঙ্ক প্রবাহে
　ভাসাইত বল হৃদয় ও।
ভ্রূণহত্যা পাপে, ডুবিত কি দেশ,
　ঘটিত কি এত ভীষণ ও ॥ ৩০

কেনরে সমাজ, বুঝেও বুঝ না
　দেখেও দেখ না নয়নে ও।
চাহ একবার, করি এ মিনতি,
　বঙ্গের কলঙ্ক ঘুচাও ও ॥ ৩১

দেখগো ভগিনী, তোমাদের দুঃখে,
　কাননে পশু পাখী কাঁদিছে ও।
কাঁদিছে তরুলতা, গলিছে পাষাণ,
　তথাপি সমাজ টলেনা ও ॥ ৩২

হায়রে বিধাতঃ, বিধবার শাপে,
　এ বঙ্গে জানি কি ঘটিবে ও।
হয়েছে শ্মশান, হইবে সাহারা,
　জলিবে দ্বিগুণ আগুন ও।

শ্রীর—

---

# বিবি বুনিয়ান।

ইংরাজি ভাষায় 'পিলগ্রিম্‌স প্রগ্রেস' নামে ধর্ম্মবিষয়ক একখানি অত্যুৎকৃষ্ট রূপক গ্রন্থ আছে, জন বুনিয়ান নামধেয় একজন ইংরাজ পুরুষ তাহার প্রণেতা। ঐ পুস্তকের আদ্যন্ত কেবল উদার ধর্ম্মভাবে পরিপূর্ণ, পৃথিবীর প্রায় ২৮টী প্রচলিত ভাষায় ইহা অনুবাদিত হইয়াছে। ইংলণ্ডের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লেখক ইহার সমালোচনাস্থলে লিখিয়া গিয়াছেন যে "এই অপূর্ব্ব ক্ষুদ্র গ্রন্থখানিকে গুণের রত্নাকর বলিলেও বলা যায়; পৃথিবীর সমগ্র সভ্য সমাজে ইহা অচলা ভক্তির সহিত পঠিত হইতে থাকিবে এবং অবিনশ্বর কীর্ত্তিস্তম্ভবৎ বুনিয়ানের নাম অক্ষয় ও অমর করিয়া রাখিবে।" প্রস্তাবের শীর্ষোক্তা বিবি বুনিয়ান এই লেখক-প্রধান মহাত্মা বুনিয়ানের সহধর্ম্মিণী। বুনিয়ানের বাল্যাবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া যাহারা তাঁহার জীবনের শেষ বিবৃতি পর্য্যন্ত পাঠ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে অবশ্য নারীজাতির অদ্ভুত ঐন্দ্রজালিক শক্তির নিকট মস্তক অবনত করিতে হইবে। ফলতঃ রমণীকুল শিক্ষিতা ও সচ্চরিত্রা হইলে জগতের বিশেষতঃ পুরুষজাতির কত যে মহান উপকার সাধন করিতে পারে তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। আমেরিকা দেশের থিয়োডর পার্কার নামে প্রসিদ্ধ পণ্ডিত বলিয়া গিয়াছেন

"সতী রমণীর হৃদয় ঈশ্বরের পবিত্র সিংহাসন স্বরূপ।" সতী বুনিয়ান আপনার পবিত্রতম জীবন উৎসর্গ করিয়া এই মহৎ বাক্যের যাথার্থ্য প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছেন। মহিলাগণের জীবন কতদূর পর্য্যন্ত দেবীত্বে পৌঁছিতে পারে এবং তাঁহারা মনে করিলে স্বামীর কতদূর মঙ্গল সাধন করিতে পারেন, বিবি বুনিয়ানের জীবনচরিত পাঠ করিলে তাহা স্পষ্টতঃ জানা যায়। বিবি বুনিয়ানের অদ্ভুত ক্ষমতা বলে এবং নারীস্বভাবসুলভ করুণা গুণে তাঁহার স্বামী জন বুনিয়ানের চরিত্রে যে অভূতপূর্ব্ব, অসামান্য এবং অনন্যসাধারণ পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছিল, তাহা শ্রবণ বা পাঠ করিলে আজিও হৃদয় বিস্ময় এবং প্রীতিতে অবশ হইয়া পড়ে। বাস্তবিক এরূপ ঘটনায় কাহার হৃদয়ে স্ত্রীজাতির প্রতি শ্রদ্ধা বর্দ্ধিত না হয়?

আমাদিগের পাঠিকাগণের মধ্যে মহাপ্রভু গৌরাঙ্গ বা চৈতন্য দেবের নাম কাহারও অবিদিত নাই। এই মহাপুরুষ ভারতবর্ষের ধর্ম্মসংস্কার করিবার জন্য এবং ভারতীয় প্রজাসমূহের চরিত্র সংশোধন করিবার জন্য যখন শিষ্যগণ সহ নবদ্বীপের পথে পথে হরিসঙ্কীর্ত্তন করিয়া বেড়াইতেন,তখন জগাই মাধাই নামে দুই জন দুষ্ট যুবক ইহাঁদের খোল ভাঙ্গিয়া দিত, হরিনামের মালা কাড়িয়া লইত এবং গোপনে লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিত। জগাই মাধাই ব্রাহ্মণসন্তান, কিন্তু সুরাপান করিত, গোমাংস ভক্ষণ করিত, সতী কুলবধূর স্বাভাবিকী লজ্জাশীলতার উপর হস্তক্ষেপ করিত, সাধুদিগের দেবমন্দির ভাঙ্গিয়া ফেলিত, ধনী লোকের বাটীতে ডাকাইতি করিত এবং বৈষ্ণব দেখিলেই তাহার পশ্চাতে পশ্চাতে কুঠার হস্তে ধাবমান হইত। জন বুনিয়ানের বাল্যাবস্থা জগাই মাধাইয়ের প্রথমাবস্থার সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। বুনিয়ান ঘোরতর মদ্যপায়ী, গোঁড়া নাস্তিক, পরস্বাপহারী এবং দেশপ্রসিদ্ধ মূর্খ বলিয়া বাল্যকালে খ্যাত ছিলেন। তখন তাঁহার অসাধ্য কর্ম্ম কিছুই ছিল না। বালকদিগের পোষাক কাড়িয়া লইতেন, স্কুলের সরঞ্জাম নষ্ট করিতেন, মেষসকলকে ধরিয়া নদীর তরঙ্গবক্ষে ফেলিয়া দিতেন, গির্জ্জার ঘড়ি ভাঙ্গিতেন, সুন্দরী রমণী দেখিলে তাহাকে কটুকথা বলিতেন, লেখাপড়ার কথা উঠিলে পুস্তকের পাতায় আগুন জ্বালিতেন, গৃহের সর্ব্বস্ব চুরি করিয়া বাজারে বিক্রয় করিতেন, এবং দোকানগৃহে প্রবেশ করিয়া উত্তমোত্তম দ্রব্যসমূহ লুণ্ঠন করিয়া পলাইতেন। জীবনী-লেখক অফোর্ড সাহেব লিখিয়াছেন "এরূপ সুপ্রসিদ্ধ দুষ্ট বালক সে সময়ে আর কেহই ছিল না।" যাহা হউক, এইরূপে কিয়ৎ কাল অতিবাহিত হইলে পর,একদিন বুনিয়ান দেখিলেন যে বোলড্হাম সহরের প্রকাণ্ড ময়দানে প্রায় ৩ সহস্র লোকের সমিতিতে বক্তৃতা

হইতেছে। কোন স্থানে বৃদ্ধ ও ধর্ম্মপিপাসু যুবকেরা প্রীতিভরে বক্তৃতা শুনিতেছে, কোন স্থানে বা বুনিয়ান প্রভৃতির বালকেরা আপনাদের স্বাভাবিক পরিচয় প্রদান করিতেছে। বুনিয়ানের ইচ্ছা ছিল এই দলেই গিয়া মিশেন, কিন্তু সর্ব্বত্র দুষ্ট বালকের অভাব নাই বলিয়া তখন সে স্থান পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল, কাজেই জন্ বুনিয়ানকে বাধ্য হইয়া অনিচ্ছা সত্ত্বেও বুড়োর দলে মিশিতে হইল। এই বৃহতী সভার দুই পার্শ্বে দুই জন দাঁড়াইয়া বক্তৃতা করিতেছিলেন, এক-জনের নাম পাদ্রী টেলার, ইনি পুরুষ; আর একজনের নাম বিবি বেট্ন্, ইনি স্ত্রীলোক। বুনিয়ান বিবি বেট্সের কাছে দাঁড়াইয়া তাঁহার সুন্দর মূর্ত্তি দেখিতেছিলেন এবং কখন কখন কৌতুক-চ্ছলে তাঁহার বক্তৃতাও শুনিতেছিলেন। বিবি মহাশয়া সেদিন এরূপ সুন্দর ভাষায় এবং সরলভাবে বক্তৃতা করিতে লাগি-লেন যে ঘোর মূর্খ লোকেরাও তাহা বুঝিতে পারিল। সেদিনকার বক্তৃতার বিষয় ছিল "পরকাল ও পাপ পুণ্যের বিচার।" পাপের দণ্ড ও পুণ্যের মাহাত্ম্যের কথা শুনিয়া পাষাণ-পাপী বুনিয়ানের কঠোর হৃদয় গলিয়া গেল এবং তাঁহার চক্ষু হইতে দর দর ধারায় অশ্রু পড়িতে আরম্ভ হইল। ভয়ে তাঁহার হৃদয় অব-সন্ন হইল এবং কেমনে পাপ হইতে মুক্ত হইবেন তদ্বিষয়ে ঘোরতর চিন্তা উপস্থিত হইল। কিন্তু কুসংসর্গে পড়িয়া আবার বুনিয়ান জগাই মাধাই ভ্রাতৃ-দ্বয়ের শিষ্য হইয়া পড়িলেন অর্থাৎ আর তাঁহার মনে ধর্ম্মভাবের চিহ্ন পর্য্যন্তও রহিল না। কিছুকাল পরে বুনিয়ানের আমূল বৃত্তান্ত বিবি বেট্সের কর্ণগোচর হইল, তিনি জন্ বুনিয়ানকে বিবাহ করিলেন। জীবনীলেখক অফোর্ড সাহেব লিখিয়াছেন যে, পরমসুন্দরী বিদুষী বেট্স্ কেন যে মূর্খ এবং পাপাত্মা বুনিয়ানকে বিবাহ করিলেন তাহা জিজ্ঞাসা করায়, বিবি বলিয়াছিলেন যে, "আমার এই স্বেচ্ছাকৃত অস্বাভাবিক বিবাহের দ্বারা জন বুনিয়ানের চরিত্র যদি সংশোধিত হয় এবং তদ্দ্বারা যদি তাঁহাকে নাস্তিকতা হইতে চ্যুত করিয়া ধর্ম্মপরায়ণ ও সুশিক্ষিত করিতে পারি, তাহা হইলে আমার জীবনকে আমি সার্থক বলিয়া জ্ঞান করিব।" পাঠিকাগণ বোধ হয় জানিতে পারিয়াছেন যে বেট্সই বিবি বুনিয়ান অর্থাৎ জন বুনিয়ানের সহধর্ম্মিণী। পাঠিকাগণ! পরের মঙ্গলের জন্য স্বীয় জীবনকে কেমনে উৎসর্গ করিতে হয়, বিবি বুনি-য়ান তাহা দেখাইলেন। তিনি প্রণয়, শিক্ষা, রূপ, গুণ—এ সকলের দিকে দৃষ্টি-পাত করিলেন না; পরোপকাররূপ মহাবেদীর সম্মুখে এ সকল অম্লানবদনে বলি দিলেন।

বিবি বেট্স দুষ্ট বুনিয়ানের পত্নীত্ব গ্রহণ করিয়াই স্বামীর চরিত্র সংশোধনে প্রবৃত্তা হইলেন! তাঁহাকে ক্রমাগত

উপদেশ দিয়া তাঁহার মনের গতি ফিরাইলেন। এই গতি ফিরাণ সহজ কথা নহে; হিমালয়কে ঠেলিয়া ফেলা কিম্বা হস্ত দ্বারা হস্তীকে শূন্যে তুলিয়া ধরা ইহা অপেক্ষা সহজ। বিবি বুনিয়ান স্বামীকে লেখা পড়া শিখাইলেন, তাঁহার সুরাপানের প্রবৃত্তি দমন করিলেন এবং পরিশেষে তাঁহাকে সুশিক্ষিত, ধর্ম্মপরায়ণ ও সাধু করিয়া তুলিলেন। আট দশ বৎসর মধ্যে জন বুনিয়ান ইংলণ্ডের একজন শ্রেষ্ঠ লেখক হইয়া উঠিলেন এবং পৃথিবীর একজন অত্যুৎকৃষ্ট ধর্ম্ম-প্রচারক বলিয়া খ্যাত হইলেন। জন্ বুনিয়ানের প্রতিষ্ঠিত ঔষধালয়, ধর্ম্ম-মন্দির, বিদ্যালয়, অগণ্য সুমধুর ধর্ম্মাত্মক গ্রন্থ এবং অনাথাশ্রম তাঁহার নামকে পৃথ্বীতলে অমর করিয়া রাখিয়াছে। ধর্ম্মের জন্য জন বুনিয়ানের কষ্ট-সহিষ্ণুতা, স্বার্থত্যাগ এবং পরোপকার জন্য তাঁহার উদ্যমের কথা শুনিলে তাঁহাকে দেবতা বলিয়া ভক্তি করিতে ইচ্ছা হয়। ধর্ম্মের জন্য বুনিয়ানকে দুই-বার কারাগার-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। পাঠিকাগণ! পত্নী শিক্ষিতা ও সচ্চরিত্রা হইলে স্বামীর যে কত উপকার হইতে পারে, বিবি বুনিয়ান তাহা দেখাইয়া গিয়াছেন।

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ দত্ত।

---

## দুই ভগ্নী।

১

ইন্ডিয়া ব্রিটনীয়া এঁরা দুটী বোন্।
ব্রিটনীয়া কহে "দিদি! বলি তবে শোন্॥
আমি তোর ছোট বোন, তুই মোর দিদি
যদিও ভাগ্যেতে তোরে খাট কৈলা বিধি॥
নিস্তেজ নিরীহ তুই গতিশক্তি নেই।
তোরে বিধি মোর হাতে সঁপে দিলা তেঁই।
কত যে করিছি তোরে, জানোতো তা ভাই
আপনি বুনিয়া তাঁত বসন যোগাই॥
শুশ্রূষা করিছে তোর বোনিপো সকলে।
চোর দস্যু শঠ ঠগ খেদাইছে বলে॥
দুঃখী ভাবি পাছে কেহ করে অপমান।
নিশি দিন সাবধানে পেতে আছি কান॥
তবু যে কেন বা আছ মুখ কোরে ভারি।
ঝরঝর দুটী চক্ষে ঝরিতেছে বারি॥
এত করি সুখ তোর নাহি এক রতি।"
ইন্ডিয়া বলে "বোন্! নিয়তি নিয়তি॥"

২

"আর এক কথা দিদি, তোমারে সুধাই।
সেই বা কেমন, ভেবে অন্ত নাহি পাই॥
একই ঘরের মোরা দুইটী সন্তান।
একই মায়ের কোলে স্তন্য কৈনু পান॥
দুই দেহ পরিপুষ্ট একই রূপ লোহে।
সন্তান সন্ততি বহু প্রসবিনু দোঁহে॥
রূপ বলো গুণ বলো আর যাহা কিছু।
তুমি আমি এক-ই ভাব নহি উচু নীচু॥

তবে এ প্রভেদ কেন ? কারণ না জানি।
পথের ভিখারী তুমি আমি রাজরাণী ॥
খাইতে পরিতে আর শুতে কিম্বা যেতে।
পদে পদে মোর মুখ তোর হয় চেতে ॥
লুণ টুকু আদি করি ছুরী সুঁচ কাঁচি।
আমি যেই দেই তেই আজও আছ বাঁচি ॥
কেন হেন তোর বিধি করিলা দুর্গতি।"
উত্তরিলা জ্যেষ্ঠা তবে "নিয়তি নিয়তি ॥"

৩

ব্রিটনীয়া বলে "দিদি, হেন দিনও ছিলো।
রতনে ভূষণে বিধি তোরে সাজাইলো ॥
বসিতো সন্ততি তব রম্য হর্ম্ম্য তলে।
আমার ছাওয়াল--তারা গাছের খোঁদলে ॥
ধন্য মান্য গণ্য তব পুত্র গুণধর।
আমার সন্তান—তারা পশুর সোসর ॥
দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে তোর কাঁপিতো মেদিনী।
আমি ছিনু জড়সড় চির পরাধীনী ॥
উড়াইতে রাজছত্র সুখে জয়কেতু।
ফিরিতাম দ্বারে দ্বারে মুষ্টি ভিক্ষা হেতু ॥
শিল্প বলো শাস্ত্র বলো বিজ্ঞান গণিত।
শিখায়েছ তাই দিদি, শিখেছি কিঞ্চিৎ ॥
সেই তুমি, সেই আমি, সেই সমুদয়।
তথাপি কেমন দেখো পূর্ব্ব বিপর্য্যয় ॥
তুমি আজি হীনপ্রাণা, আমি বীর্য্যবতী।"
উত্তরিলা হিন্দুমাতা "নিয়তি নিয়তি ॥"

৪

কহিলা কনিষ্ঠা পুনঃ জেষ্ঠা পানে চেয়ে।
"বয়সে প্রবীণা মোরা সেকালের মেয়ে।
কত যে দেখিনু চক্ষে লেখা দিতে নাই।
না জানি আরো বা কত দেখাবে গোঁসাই ॥
তথাচ কনিষ্ঠা আমি, আমারও সাক্ষাৎ।
ইন্দ্র চন্দ্র রাজা গজা কত হৈল পাত।
দীর্ঘ যাহা হ্রস্ব হৈল দৃঢ় হৈল গুঁড়া।
শৃঙ্গ হৈল গুহাগত গুহা হৈল চূড়া ॥
পরম সুভগা ভগ্নী গিরিশ ইতালী।
কালেতে তাদেরও মুখে পৈল চুণকালী ॥
হ্যাদে. দেখো পুনঃ তাঁরা উচু কৈলা মুখ।
তোমারই কপালে দিদি রবে চির দুঃখ?
অথবা কে জানে তাহা, তুমিও আবার।
হোতে পারো একচ্ছত্রা মহিষী ধরার ॥
কে জানে হবে না, মোর পুনঃ অধোগতি।"
উচ্চারিলা আর্য্যমাতা "নিয়তি নিয়তি ॥"

---

## "এ কি ?"

পরলোকগত কোন চিকিৎসকের দৈনন্দিন লিপি "Diary of a Late Physician" নামে ইংরাজীতে একখানি পুস্তক আছে, জনৈক সুবিচক্ষণ ভীষক এ পুস্তকের প্রণেতা। কি রাজপ্রসাদ, কি ধনীর অট্টালিকা, কি দরিদ্রের পর্ণকুটীর আধি ব্যাধি অল্পাধিক পরিমাণে সর্ব্বত্রই বিরাজিত, সুতরাং ভীষকের অগম্য স্থান অতি অল্পই। এই পুস্তক-প্রণেতা সময় সময় যে সকল ব্যক্তির চিকিৎসায় নিযুক্ত ছিলেন, যে সকল পরিবারে গতি বিধি করিতেন, স্বকীয়

দৈনিক পুস্তক হইতে তদ্বিষয়ক স্থূল স্থূল অনেক বিবরণ একত্র করিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশিত করেন এবং সেই কারণেই পুস্তকখানি এই নামে অভিহিত। ইহাতে ইংরাজ সমাজের অনেক রোগের লক্ষণ ও চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে।

বর্ত্তমান বঙ্গসমাজ ইংরেজ রীতি নীতির বিশেষ পক্ষপাতী দৃষ্ট হয়—কি ভাল কি মন্দ তাহার বিচার না করিয়া অধিকাংশ রমণী ও পুরুষ বিলাতী প্রথার অনুবর্ত্তী হইতেছেন। অনেক দিনের নিরন্তর শিক্ষা, চেষ্টা, দৃঢ় অধ্যবসায়, পরিশ্রমশীলতা এবং সর্ব্বোপরি জাতীয় একতা গুণে ইংরেজ আজ পৃথিবীর এক প্রধান জাতি মধ্যে গণ্য—তাহাদের এই জাতীয় সদ্‌গুণ আমাদের জীবনে প্রতিফলিত হওয়া বড় সুকঠিন, কারণ ইংরেজ জেতা আমরা বিজিত। ভারত আজ শতাধিক বর্ষ ইংরেজপদতলে দলিত। বিজিতের উপর অত্যাচার করিতে অধিকার আছে বলিয়াই হউক বা ভারতে পদার্পণে অকস্মাৎ ধন সম্পত্তি মান মর্য্যাদা প্রভৃতি লাভে ক্ষুদ্র মানবের মস্তিষ্ক বিঘূর্ণিত হয় বলিয়াই হউক, আমাদের ভাগ্যে প্রায় প্রকৃত সাধু শ্বেত নরনারীর সঙ্গে পরিচয় ঘটিয়া উঠে না। কাজে কাজেই অন্তঃসারশূন্য অসার বিলাসী ইংরেজই আমাদের আদর্শস্থল। তাহাদের বাহ্য আড়ম্বর আমাদের অনুকরণের বস্তু হইয়া উঠিয়াছে। ভাল মন্দ বিচার না করিয়া আমরা দেশীয় প্রথার উচ্ছেদ সাধনে প্রবৃত্ত। এদেশে যথেষ্ট কুসংস্কার, কুনীতি আছে, তাহা কে অস্বীকার করিবে? কিন্তু হায় তৎসঙ্গে আবার বিদেশীয় কুৎসিত রীতি নীতি যুক্ত হইলে বঙ্গসমাজ যে কিসে পরিণত হইবে, তাহা ভাবিলেও ভীত হইতে হয়। দেশীয় কণ্টকবৃক্ষের জ্বালায় পাদবিক্ষেপ দুষ্কর হইয়াছে, তদুপরি আবার বিলাতী কাঁটার গাছ রোপিত হইতে আরম্ভ হইল, জানি না ইহার পরিণাম কোথায়!

ইংরেজ সমাজে স্ত্রী পুরুষ স্বাধীনভাবে বিচরণ করে, এ দৃশ্য বড় রমণীয়—বড় সুন্দর। কিন্তু অপর দিকে আবার সময় সময় তাহার বিপরীত বিষময় ফল কত শত জীবনকে পশু হইতে অধম করিয়াছে, তাহা ভাবিলেও হৃৎকম্প উপস্থিত হয়।

আত্মদৃষ্টি না রাখিয়া রমণী সুখ ঐশ্বর্য্যে মত্ত হইলে, তোষামোদে মুগ্ধ হইলে কি ভয়ঙ্কর-তম শোচনীয় অবস্থায় আসিয়া উপনীত হয়, তাহা দেখাইবার জন্যই আজ বামাবোধিনীতে এই ভীষণ চিত্রের অবতারণা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম:—

আদি মাতা ইভের ক্রূরমতি সর্পের প্ররোচনায় আত্মবিস্মৃতি উপস্থিত হইয়াছিল. তিনি সেই কপটাচারীর মিষ্ট বাক্যে মুগ্ধ হইয়া প্রলোভনের হস্ত হইতে উদ্ধার হইতে সমর্থ হয়েন নাই।

সেই কুটিল বিষধরের তোষামোদপূর্ণ বাক্যে মন্ত্রমুগ্ধ কুরঙ্গিণীর ন্যায় আত্ম-সমর্পণ দ্বারা পবিত্র জীবন কলঙ্কিত করিয়াছিলেন। প্রাচীন বাইবেলে এরূপ উক্ত হইয়াছে।

হায়! কত শত অসহায় রমণীর নির্দ্দোষ জীবন স্বার্থপর নীচাশয় পুরুষের আপাত মধুর প্ররোচনায় বিশ্বস্ত হইয়া আত্ম-বিসর্জ্জন করতঃ কিরূপ কলঙ্কিত ও দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছে, এইটী তাহার একটী জলন্ত শোচনীয় দৃষ্টান্ত।

তোষামোদ মানুষকে কোথায় লইয়া ফেলে, তাহা যদি মানুষ অগ্রে বুঝিতে পারিত, হায়! তাহা হইলে বুঝি জগতে এত পাপ ও মনঃপীড়া আসিত না! তাহার মোহিনী শক্তিকে বাধা দেয়, এমন দৃঢ়তা কয়জনের? সে স্রোতের সম্মুখে একবার যে পতিত হয়, তাহার আর রক্ষা নাই।

তোষামোদ! দুর্ব্বলপ্রকৃতি রমণীকে নরকের পথে অগ্রসর করিবার নিমিত্তই কি তোর সৃষ্টি? ক্রমশঃ

---

## পাক-বিদ্যা।

নিম্নলিখিত খাদ্যদ্রব্যগুলির পরিপাক হইতে যত সময় আবশ্যক হয় তাহা লিখিত হইতেছে।

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| টাপের খই | ২ | দণ্ড | লুচী ও কচুরী | ৭॥ | ,, |
| খইয়ের মণ্ড | ২॥০ | ,, | মিঠাই | ৯ | ,, |
| ক্ষীর | ১২॥০ | ,, | গুড়, সন্দেশ ও চিনি | ৭॥ | ,, |
| পুরাতন তণ্ডুলের মণ্ড | ২॥০ | ,, | মিছরি ও বাতাসা | ৫ | ,, |
| তণ্ডুল সুসিদ্ধ | ৪ | ,, | ধান্যের খই | ৩ | ,, |
| আরারুট সিদ্ধ | ২॥০ | ,, | মুড়ী | ৫ | ,, |
| পানিফলের পালোসিদ্ধ | ৪ | ,, | যবের ছাতু | ৭॥ | ,, |
| কাঁচামুগের দাইলের যুষ | ২॥০ | ,, | ছোলা ও মটরাদির ছাতু | ৯ | ,, |
| মসুর দাইল | ৫ | ,, | শাক | ৯ | ,, |
| ছোলা, অরহর ও মটরের দাইল | ৭॥০ | ,, | আলু, সালগাম, গাজর, সিম | ৯ | ,, |
| ভাজা মুগের দাইল | ৬ | ,, | পটোল, বেগুন, ঝিঙ্গা, উচ্ছা, কলা, | | |
| মাসকলাইয়ের দাইল | ৫ | ,, | ডুমুর, লাউ ও কুষ্মাণ্ড প্রভৃতি | ৬ | ,, |
| খিচুড়ী | ৭॥০ | ,, | ডাব নারিকেলের শস্য | ৪ | ,, |
| রুটী | ৬ | ,, | ঝুনা ঐ | ৭॥০ | ,, |

| | | |
|---|---|---|
| পক্ক আতা ফুটী ও খরমুজা | ৪ | ,, |
| লিচু, গোলাপজাম ও আনারস প্রভৃতি | ৬ | ,, |
| আম্র পক্ক | ৫ | ,, |
| কাঁঠাল ঐ | ৭॥০ | ,, |
| বিল্ব ঐ | ৵ | ,, |
| দাড়িম ঐ | ২॥০ | ,, |
| আঙ্গুর ঐ | ৪ | ,, |
| কিসমিস | ৬ | ,, |
| বাদাম, পেস্তা ও খোবানী | ১০ | ,, |
| ছাগ ও গোদুগ্ধ সিদ্ধ | ৫ | ,, |
| মহিষ দুগ্ধ | ৬ | ,, |
| মাখন ও ছানা | ৯ | ,, |
| ঘৃত | ৮ | ,, |
| তৈল | ১০ | ,, |
| ক্ষুদ্র মৎস্য | ৫ | ,, |
| বৃহৎ মৎস্য, গলদা চিঙ্গড়ী, বাইন মৎস্য | ৬ | ,, |
| শামুক ও গুগলী | ৭॥ | ,, |
| ইলিশ মৎস্য | ৭॥ | ,, |
| ডিম্ব কাঁচা | ৬ | ,, |
| ডিম্ব অল্পসিদ্ধ | ৭॥ | ,, |
| ডিম্ব সুসিদ্ধ | ৯ | ,, |
| শিশু ছাগমাংস সামান্য সংস্কৃত | ৩ | ,, |
| মেষ, হরিণ ও ছাগ মাংস ঐ | ৭॥ | |
| কপোত ও কুক্কুট | ১০ | দণ্ড |
| হংস ও রাজহংস | ৭।০ | ,, |
| জলচর পক্ষী ও বন্য পক্ষী | ১১ | ,, |
| প্রচুর ঘৃত ও মশলা সহযোগে সংস্কৃত মাংস (কালিয়া) | ২০ | ,, |
| পলান্ন (পোলাও) | ১২॥ | ,, |

## নিম্নলিখিত কতিপয় খাদ্যদ্রব্যের বিশেষ বিশেষ ক্রিয়াকারক অংশ সমস্তের পরিমাণ।

| ১০০০ অংশের মধ্যে | জলীয় প্রভৃতি। | পেশীনির্ম্মাপক। | তাপোৎপাদক ও মেদজনক। | অপরাংশ |
|---|---|---|---|---|
| দুগ্ধ | ৮৬০ | ৫০ | ৮০ | ১০ |
| মাখন ও ঘৃত | ০ | ০ | সমস্ত ১০০০ | ০ |
| চাউল | ১৩৫ | ৬৫ | ৭৯৫ | ৫ |
| ছোলা ও মটর প্রভৃতি | ১৪০ | ২৩৪ | ৬০০ | ২৬ |
| যব | ১৪০ | ১৫০ | ৬৮৮ | ২২ |
| গম | ১৪০ | ১৪৬ | ৬৯৪ | ২০ |
| ক্ষীর | ২২৫ | ৪৭৩ | ২৯০ | ১২ |
| রোহিতমৎস্য | ৬৯৫ | ১৮০ | ৫৫ | ৭০ |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| মাংস | ৪৪০ | ১২৫ | ৪০০ | ৩৫ |
| ডিম্ব | ৫৮০ | ১৪০ | ২৭০ | ১০ |
| পক্ষিশাবকমাংস | ৪৬০ | ১৮০ | ৩২০ | ৪০ |
| আলু | ৭৫২ | ১৮ | ২২৫ | ৫ |
| পক্কফল ও আম্র | ৮৪০ | ৫০ | ১০০ | ১০ |
| শশা ও তরমুজ | ৯৭০ | ১৫ | ১০ | ৫ |
| ফুলকপি | ৮৯০ | ৩৪ | ৩৬ | ১০ |
| চিনি ও সুজী প্রভৃতি শ্বেতসার | ০ | ০ | সমস্ত ১০০০ | ০ |

## ভয় ও মূর্খতার বংশাবলি।

অত্যল্প অনুসন্ধান করিলেই উপরি-উক্ত দম্পতীর সন্তান সন্ততি কে কোথায় আছে, তাহা জানা যায়। এ দেশ সে দেশ সকল দেশেই তাহারা বাস করে, সুতরাং তাহাদিগকে কোন এক নির্দ্দিষ্ট দেশে খুঁজিতে হয় না। উহাদের শত শত সন্তান আছে, তন্মধ্যে একটিকে চিনিতে পারিলেই সকল গুলিকে চেনা হয়। এই প্রবন্ধে আমরা উক্ত দম্পতীর "অবৈধনিষ্ঠা" নামক একটী মাত্র সন্তানের পরিচয় দিব, পাঠক পাঠিকাগণ অবয়ব দেখিয়া উহাদের অন্যান্য সন্তান গুলিকে চিনিয়া লইবেন।

অবৈধনিষ্ঠা।—ভয় ইহার পিতা, মূর্খতা ইহার মাতা। ইহার আয়ু কত—তাহা নিরূপণ করা যায় না। বোধ হয় জগৎ সৃষ্টির কিঞ্চিৎ পরেই উহার জন্ম হইয়া ছিল, এবং উহা অদ্যাপি যুবার ন্যায় ভ্রমণ করিতেছে। ভয় ও মূর্খতা হইতে উহার জন্ম বটে; পরন্তু উহার স্বামী দেশাচার এবং উহার পুত্র ঐতিহ্য অর্থাৎ প্রাচীন প্রবাদ। স্বামী দেশাচার ও পুত্র প্রাচীন প্রবাদ উহাকে এরূপ যত্নে প্রতিপালন করিতেছে যে, বোধ হয় উহা উত্তরোত্তর দীর্ঘায়ুই হইবেক, কস্মিন্‌কালেও উহার জীর্ণতা হইবে না। দরিদ্রের পর্ণকুটীরই বল, আর রাজার সুপ্রশস্ত অট্টালিকাই বল, সর্ব্বত্রই উহার বাস ও গতিবিধি দৃষ্ট হয়। যদি চ অজ্ঞানতিমিরাচ্ছন্ন মনই উহার প্রিয় অবলম্বন, তথাপি উহার অবয়ব অদৃশ্য নহে। কি ইতর কি ভদ্র, কি পণ্ডিত কি মূর্খ, এমন কেহই নাই, যাহার মনে উক্ত অবৈধনিষ্ঠার আধিপত্য একবারে নাই। অধিক কথা বলার প্রয়োজন নাই; ফল, সভ্যতম জ্ঞানীর হৃদয়া-

কাশেও উক্ত অবৈধনিষ্ঠার, তৎস্থায়ী দেশাচারের ও তৎপুত্র প্রাচীন প্রবাদের আধিপত্য দেখা যায়। রূপক কথা পরিত্যাগ করিয়া স্পষ্ট কথা বলিতে হইলে এইরূপ সিদ্ধান্তকথা দাঁড়ায় যে, মানবমনের প্রকৃত তথ্য ও বিবিধ অবস্থা পরিবর্ত্তন অনুসন্ধান কর, দেখিতে পাইবে যে, সমুদায় মনুষ্যের সর্ব্ববিধ অবৈধনিষ্টা অর্থাৎ মিথ্যা বিশ্বাস এক মাত্র ভয় ও অজ্ঞতা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে ও হইতেছে। কোন অদ্ভুত পদার্থ দেখিলে তাহার কারণ বা মূলতথ্য জানিতে পারিলে কাহারও মনে মিথ্যা-বিশ্বাস স্থান পাইতে পারে না; কিন্তু না জানিতে পারিলেই মন বিচলিত হইয়া অনেক প্রকার মিথ্যাকল্পনায় প্রবৃত্ত হয়; সুতরাং তাহা হইতেই বিবিধ ভূত, প্রেত, পিশাচ, ডাইন, আলেয়া প্রভৃতির সৃষ্টি হয়। দেশাচার ও প্রাচীন প্রবাদ ইহাদিগকে যত্নের সহিত প্রতিপালন করে; কাযে কাযেই উক্ত সুদৃঢ় প্রতি-পালকদিগকে অবহেলা করিয়া প্রায় কোন ব্যক্তিই উহাদিগের অলীকত্ব সপ্রমাণ ও বিনাশ সাধন করিতে পারে না। দেশাচারের বিশেষ সাহায্য না থাকিলে ম্যাডাম ব্লাভাস্কি কোন ক্রমেই এদেশে অবৈধনিষ্ঠার বংশা-বলি বিস্তার করিতে পারিতেন না। যাহাই হউক, বিদেশীয় অবৈধনিষ্ঠার সাহায্য পক্ষে দেশাচার ও প্রাচীন প্রবাদ তত অধিক বলবান্ নহে: এজন্য আমরা তাহাদিগের আলোচনায় অক্লেশেই তাহাদিগের অলীকত্ব প্রমাণিত করিতে সাহসী হইব এবং মনুষ্যমনে কোন অবৈধনিষ্ঠার (অলীক বিশ্বাসের) অলীকত্ব একবার সপ্রমাণ হইলে তদনু-যায়ী অন্যান্য অবৈধনিষ্ঠারও অলীকত্ব ব্যবস্থাপিত হইতে পারিবে, এই আশায়, তথা অজ্ঞান ও কল্পনার সাহায্যে বিদেশীয়দিগের মনে কি কি রম্য গল্প উদ্ভাবিত হইয়াছিল, তত্তাবতের আদর্শস্বরূপ এ স্থলে একটী বিদেশীয় অবৈধনিষ্ঠার বিবরণ (কোন এক ইংরাজি পুস্তকের অনুবাদ হইতে) পাঠক পাঠিকাদিগের সমক্ষে অর্পণ করিতেছি, বোধ হয় ইহাতে তাঁহাদিগের আনন্দ ভিন্ন বিতৃষ্ণা হইবে না, হিত ভিন্ন অহিত হইবে না।

কোন এক বিখ্যাত ইংরাজী গ্রন্থকার বর্ণন করিয়াছেন যে, উত্তরকেন্দ্রের নিকটস্থ হিমময় প্রদেশে "আপার্কতিয়া" নামে এক জাতীয় ভূত আছে, তাহা-দিগের স্বভাব চরিত্র অতীব বিস্ময়াবহ। তাহাদিগের দেহ স্ফটিক সদৃশ স্বচ্ছ ও বর্ণবিহীন। তাহাদিগের পদতল চ্যাপ্‌টা না হইয়া ক্ষুরাগ্রের ন্যায় তীক্ষ্ণ অথবা সরু। তৎসাহায্যে তাহারা বরফের উপর অনায়াসেই সবেগে বিচরণ করিয়া থাকে। কদাপি তাহারা বরফে লিপ্ত কি ভ্রমণে অশক্ত হয় না। তাহা-দের দাড়ী সুদীর্ঘ, কিন্তু তাহা চিবুকে সংলগ্ন না হইয়া নাসাগ্রে সংলগ্ন থাকে।

তাহাদের জিহ্বা নাই, অথচ তাহাদের দন্ত এরূপ ভাবে গঠিত যে, তৎ সাহায্যে তাহারা পরস্পর অনায়াসে এরূপ শব্দ করিতে পারে, যদ্দ্বারা তাহাদের পরস্পরের কথা কহা সুসিদ্ধ হয়। তাহাদের ঐ দন্ত অন্যান্য জীবের ন্যায় পৃথক্ খণ্ড খণ্ড না হইয়া এক এক খণ্ডে এক এক পাটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। বৃদ্ধ বয়সে ঐ দন্তপাটী পড়িয়া গেলে আপার্কতিয়ারা আর কথা কহিতে অথবা শব্দ করিতে পারে না। ইহারা দিবসে গৃহের বাহিরে আইসে না, এবং শ্বেত ভল্লুককে ঈশ্বর জ্ঞান করিয়া উপাসনা করে। (কি আশ্চর্য্য! ভূতেরাও ঈশ্বর মানে!) ইহাদিগের ঘর্ম্ম হইয়া মাটিতে পড়িলে ক্রমে তাহা জমিয়া যায়, ক্রমে সেই জমা ঘর্ম্ম হইতে তাহাদের পুত্র স্বরূপ অন্য এক আপার্কতিয়া জন্মে। অর্থাৎ ইহাদিগের অন্য কোন প্রকারে বংশবৃদ্ধি হয় না। হিমকেন্দ্রে কি প্রকারে ঘর্ম্ম হয়, অনুবাদক তাহার কোন রূপ উপায় উল্লেখ করেন নাই এবং ক্রেইবা এই আপার্কতিয়াদিগকে দেখিয়া উল্লিখিত বিবরণ লিখিয়াছে, তাহারও কোন প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

হিমকেন্দ্রবাসী আপার্কতিয়া ভূতের অবিকল অনুরূপ রূপবিশিষ্ট অন্য একপ্রকার ভূত উষ্ণ প্রদেশেও আছে। সুমাত্রা ও বর্ণিও দ্বীপে প্রবাদ আছে যে, এই জাতীয় ভূতের পূর্ব্ব পুরুষেরা অতি দীর্ঘ ও স্বচ্ছস্ফটিকসদৃশ দেহবিশিষ্ট হইয়া বৃক্ষোপরি বসতি করে। ইহারা যে আপার্কতিয়া হইতে কোন অংশে পৃথক, তাহার কোন নিদর্শন বা প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। এই দুই প্রাণী সাধারণ মনুষ্যের হিতকারী নহে।

ফরাশীদেশের ব্রিজানী প্রদেশে অন্য দুই প্রকার ভূত আছে। ইহারা যৎ সামান্য হইলেও মনুষ্যের অপকারী না হইয়া বরং কোন কোন অংশে উপকারী হইয়া থাকে। তাহাদের একের নাম "ডিউস্ আর্পুলে" অন্যের নাম "বুগেন্লস্"। ডিউস্ আর্পুলেরা অত্যন্ত ধীরস্বভাব। পাছে কোন মনুষ্য উহাদিগকে দেখিয়া ভয় পায়, এই আশঙ্কায় তাহারা প্রায়শঃই গৃহপালিত অশ্ব, গো, মেষ, ও কুক্কুর প্রভৃতির রূপ ধারণ করিয়া বিচরণ করে এবং মধ্যরাত্রে সকলে নিদ্রিত হইলে গৃহস্থ ঘরে প্রবেশ করিয়া ঘর ঝাঁট, বাসনমাজা ও জল উত্তোলন প্রভৃতি সামান্য সামান্য গৃহকার্য্যগুলি নির্ব্বাহ করিয়া দেয়। আক্ষেপের বিষয় এই যে, এই সকল ভূত ফরাসীস্ দেশ ত্যাগ করিয়া বঙ্গদেশে আইসে না। কোন উপায়ে যদি ইহাদিগকে বঙ্গদেশে আনা যাইত, তাহা হইলে অনেক অলস গৃহমেধিনীর বিশেষ উপকার হইত এবং তাহাদের স্বামীরাও যথাসুখে বিনা অর্থোপার্জ্জনে প্রণয়িনীর আদরভাজন হইতে পারিতেন।

বুগেন্লস নামক ভূতেরা ডিউসদিগের ন্যায় গৃহস্থের হিতকামী নহে। ইহারা

ঘাটে, মাঠে, চতুষ্পথে, আমাদিগের পেত্নীর ন্যায় শফেদ বস্ত্র পরিধান করিয়া দণ্ডায়মান থাকে। কেহ পথ-ভ্রান্ত হইলে, তাহাদিগের কাহারও নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলে, সে তৎক্ষণাৎ আপন বস্ত্র তদীয় গাত্রে নিক্ষেপ করে এবং এক ভৌতিক শকটে উঠাইয়া আপনার গৃহে লইয়া যায়। এই শকটারোহণ সুখের হইত, যদ্যপি তাহা বিঘ্নশূন্য হইত। কোন কৌশলে একখানি কলিকাতায় আনিতে পারিলে পদ থাকিতে পঙ্গু, এরূপ অনেক বাবুর বিশেষ উপকার হইত। কিন্তু সে শকট সুখের নহে, বিঘ্নশূন্যও নহে। তাহার কারণ এই যে, উক্ত শকট অতি কদর্য্য কঙ্কাল দ্বারা বাহিত হয়, এবং ভ্রমণ-কালে উহা মৃত মনুষ্যাদিরও অস্থির উপর দিয়া চলে। তজ্জন্য একপ্রকার বিকট শব্দ হয় এবং কখন কখন সেই কঙ্কালেরা শকট লইয়া একবারে বুগেনলস্‌দিগের স্ত্রীর নিকট আনিয়া ফেলে।

## নূতন সংবাদ।

১। আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম কুমারী চন্দ্রমুখী বসু, এম এ, বেথুন বিদ্যালয়ের সহকারী সুপারিণ্টে-ণ্ডেণ্ট পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। বেতন ৭৫৲ টাকা, অন্ততঃ ১০০ টাকা হওয়া উচিত ছিল।

২। বর্ত্তমান সময়েও সতী নারীর দৃষ্টান্তের অভাব নাই। কাল গাঁর ষ্টেসন মাষ্টার বাবুর মৃত্যু হওয়াতে তাঁহার পত্নী রেলগাড়ীর তলায় পড়িয়া আত্মপ্রাণ বিসর্জন করিয়াছেন।

৩। ফ্রান্সে যে সকল স্ত্রীলোক সংবাদপত্রের সম্পাদিকা, তাঁহারা ইতি-মধ্যে মিলিত হইয়া এক ভোজোৎসব করিয়াছেন।

৪। প্যারিস হাঁসপাতালে আর ৩জন স্ত্রীলোক তত্ত্বাবধায়িকা (ডাক্তার) নিযুক্ত হইয়াছেন, ইহাঁদের মধ্যে এক জন নিগ্রো রমণী।

৫। মাঞ্চেষ্টার অণুবীক্ষণ সমাজে ঘোরতর তর্কের পর স্ত্রীলোক সভ্য লইবার প্রস্তাব ধার্য্য হইয়াছে।

৬। এলাসট নাম্নী এক রমণী স্প্রিং-ফিল্ড হলের নিকট এক উৎকৃষ্ট কয়লার খনি আবিষ্কার করিয়াছেন, তাঁহার সম্মানার্থ তাহা তাঁহার নামে অভিহিত হইয়াছে।

৭। সে দিন একটী স্ত্রীলোকের কথা উল্লেখ করা গিয়াছে, তিনি আমেরিকার পোষ্টমাষ্টারদিগের মধ্যে বয়সে সর্ব্বকনিষ্ঠ। বয়সে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ কুমারী ফ্যানী এবারেট, ইনি মাসাচু-সেটসে কাজ করেন, বয়স ৮২ বৎসর, ২২ বৎসর পোষ্টমাষ্টরী করিয়াছেন।

# বামাগণের রচনা।

## পারিবারিক সুখ।

পারিবারিক সুখ প্রত্যেক পরিবারের পক্ষেই অতিশয় বাঞ্ছনীয়। সুখের পরিবার দেখিলে কাহার না হৃদয়ে সুখ হয়, কাহার না চক্ষু জুড়ায়? পরিবারে সুখ থাকে, সকলেই এইটী ইচ্ছা করেন বটে, কিন্তু অনেকেই পরিবারকে সুখের করিবার জন্য তত চেষ্টা করেন না। বাস্তবিকই অনেকে আবার হয়ত জানেন না কি উপায়ে পরিবারটীকে সুখের স্থান ও আকর্ষণের বস্তু করা যাইতে পারে। সেই জন্য অনেকে অনেক প্রকার চেষ্টা করিয়াও সফল-মনোরথ হইতে পারেন না। বাস্তবিকই যাহার পরিবারে কোন প্রকার আকর্ষণের বস্তু নাই, ভাল বাসা নাই, তাহার মত অভাগা ও অসুখী আর কে আছে? পরিবারে যাহার সুখ নাই, তাহার আবার সুখ কোথায়? তাহার জীবনই দুঃখময়। যাহার পরিবার সুখী, সেই যথার্থ সুখী। সুখের পরিবারে যে বাস করে, তাহার মত সুখী এ জগতে আর কে আছে? যে পিতা মাতা ভাই ভগ্নীর স্নেহ ও আদরে বর্দ্ধিত, তাহার ন্যায় সুখী আর কে আছে? যাহার প্রাণ ভালবাসা দিয়া ভালবাসা পাইয়া সুখী হইতে না পায় তাহার মত আর হতভাগ্য কে আছে? যে পরিবারে বাস্তবিক "ভালবাসা দিয়ে জুড়ায় হৃদয়, একপ্রাণ স্রোত অন্য প্রাণে বয়" এরূপ না হয়, সে পরিবার কখনই সুখের পরিবার নয়। প্রেমের সঙ্গে সুখের অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। প্রেম যেখানে, সুখও সেখানে। পরিবারকে সুখের স্থান করিতে হইলে—প্রাণ জুড়াইবার স্থান করিতে হইলে, প্রেম আবশ্যক। পরিবারকে সুখের করিতে হইলে যেমন প্রেম চাই, আর তিনটী বস্তু থাকাও আবশ্যক—স্বাধীনতা, শিক্ষা ও নির্দ্দোষ আমোদ। যেখানে এই চারিটী নাই, সে পরিবারে সুখ নাই। সে পরিবারে এমন কিছু থাকে না যাহাদ্বারা মানব সেই পরিবারের প্রতি আকৃষ্ট হইতে পারে! যে পরিবারে এই চারিটী বস্তুর অভাব, সেখানে এক মুহূর্ত্ত এক দিনের ন্যায় বোধ হয়। মানব সেখানে দিনেকের তরে বাস করিতে পারে না। সেস্থান তাহার নিকট কারাগারের ন্যায় বোধ হয়। যেখানে মানবকে সর্ব্বদা বাস করিতে হয়, সেখানে যদি সুখ না থাকে, সেখানে যদি মন না বসে, সেখানে যদি থাকিতে ইচ্ছা না করে, তবে অভাগা মানব কোথায় গিয়া সুখী হইবে, কোথায় গিয়া প্রাণ জুড়াইবে? সেই যথার্থ গৃহ, যাহার জন্য মানব বলিতে পারে আমার প্রাণ

জুড়াইবার জায়গা এই, আমার এ ঘর পর্ণ-কুটীর হইলেও এই আমার রাজপ্রাসাদ—কোটী মুদ্রাতেও ইহার বিনিময় করিতে পারি না, আমার আর কোন প্রকার সম্পদের প্রয়োজন নাই। বাস্তবিকই পারিবারিক সুখ মানবের পক্ষে প্রাণের আকর্ষণের বস্তু। যে পরিবারে প্রেম, স্বাধীনতা, শিক্ষা ও নির্দ্দোষ আমোদ আছে, সেই পরিবারেই প্রাণ সহজে আকৃষ্ট হয়। এই যে পরিবার, ইহার প্রধান পিতা মাতা। সুতরাং পারিবারিক সুখ সম্বন্ধে পিতা মাতা দায়ী। পারিবারিক সুখের উপায় পিতা মাতার হস্তে।

"The primal duty of every father and mother is to make home attractive to the boys and girls."

প্রত্যেক পিতা মাতার সর্ব্ব প্রধান কর্ত্তব্য এই যে গৃহকে বালক বালিকা-দিগের নিকট আকর্ষণের বস্তু করিবেন। কিন্তু আমাদের দেশের এমন দুরবস্থা, এমনি ভ্রম, এমনি কুসংস্কার যে এমন পরিবার একটী দেখা যায় কি না সন্দেহ, যেখানে প্রেম, স্বাধীনতা, শিক্ষা, ও নির্দ্দোষ আমোদ আছে।—কোন কোন পরিবারে হয়ত প্রেম আছে—স্বাধীনতা নাই, শিক্ষা নাই, নির্দ্দোষ আমোদ নাই। এরূপ স্থানে প্রেমও বেশী দিন স্থায়ী হয় না। যেখানে মানুষ স্বাধীনতা পায় না, যেখানে মানুষের মন খেলিতে পায় না, মানব কি কখন সে স্থানে আকৃষ্ট হইতে পারে? যেখানে যত ভয়, ভালবাসা সে স্থান হইতে ততদূরে। যেখানে একটী উচ্চ কথা কহিতে ভয় হয়, একটু উচ্চ করিয়া হাসিতে ভয় হয়, একটু খেলিতে ভয় হয়, সেখানে কি কখন মানবের থাকিতে ইচ্ছা হয়, না, সেখানে মানব কখনও আকৃষ্ট হইয়া থাকে? যেখানে স্বাধীনতা নাই, সুশিক্ষা নাই, নির্দ্দোষ আমোদ নাই, তাহা মানবের পক্ষে যথার্থই কারাগার। ইহা সত্য হইলে হিন্দু পরিবার কখনই সম্পূর্ণ সুখের পরিবার নয়। হিন্দু পিতা মাতা সন্তানকে ভাল বাসেন সত্য, কিন্তু যতটুকু স্বাধীনতা দেওয়া উচিত ততটুকু দেন না। তাঁহা-দের পরিবারে যতটুকু শিক্ষার ব্যবস্থা থাকা উচিত, ততটুকু শিক্ষা হয় না। নির্দ্দোষ আমোদও নাই। যখন হিন্দু পরিবারে স্বাধীনতা নাই, শিক্ষা নাই, নির্দ্দোষ আমোদ নাই, তখন কখনই হিন্দু পরিবারকে সুখের পরিবার বলিতে পারি না। আমাদের সমাজের পিতা মাতা অনেক সময় পুত্রকে এমন স্বাধীনতা দেন, যাহা কখনই পিতা মাতা হইয়া দেওয়া উচিত নয়। আবার অনেক সময় এমন কি একটী সামান্য স্বাধীনতা যাহা দেওয়া উচিত, তাহা দিতে প্রস্তুত নন। পিতা পুত্রকে একটী সৎকার্য্য করিতে স্বাধীনতা দিতে পারেন না, অথচ একটু হাসিলে তাহাকে শাসন করিবেন। একটু ছুটা ছুটী করিলে, একটী গান করিলে তাহাকে অভদ্র

বলিয়া তিরস্কার করিবেন। সন্তান হাসিতে পাইবে না, খেলিতে পাইবে না, গাইতে পাইবে না, এগুলি যদি সে করে তবে তার বাঁচা ভার। কিন্তু সে মিথ্যা কথা বলিলে ক্ষতি নাই, পরের জিনিষ না বলিয়া লইলে ক্ষতি নাই, স্বার্থপরতার কার্য্য করিলে ক্ষতি নাই, এ সকল অসঙ্কোচে করিতে পারে। আমাদের সমাজে যে ছেলেটী চুপটী করিয়া বসিয়া থাকে কথাটী কয় না, কিছু জিজ্ঞাসা করিলে চুক চুক করে, মাথা নাড়ে, হাসিতে হইলে মুখ টিপে টিপে হাসে, কখনও খেলা করে না, কেবল জড় পিণ্ডের ন্যায় বসিয়া থাকে, সে বড় ভাল। সে যদি মিথ্যা কথা কয়, সেটা দোষের মধ্যেই নয়, সে যদি আর আর সব দোষ করে, সে দোষের মধ্যেই নয়, কেন না সে যে শান্ত। মিথ্যা কথার চেয়ে হাসিটাই বেশী দোষ!! আশ্চর্য্য!! আমাদের পরিবারে সুশিক্ষা আদৌ নাই। ইহা বলিতেও দুঃখ হয় যে আমাদের দেশের জননীরা সন্তান-দিগকে কিরূপে সৎশিক্ষা দিতে হয়, তাহা মোটেই জানেন না। জ্ঞাতসারে ও অজ্ঞাতসারে এমন সব কুশিক্ষা দেন, যাহা দ্বারা তাহাদের অশেষ অনিষ্ট হয়, তাহার কত কুফল অভাগারা সারা জীবন ভোগ করে। পরিবারে সুশিক্ষা না থাকা অতি দুঃখের বিষয়! যে পরিবারে সুশিক্ষা নাই, তাহা কখনও সুখী পরিবার বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। পারিবারিক সুশিক্ষা অতিশয় মূল্যবান পদার্থ। যে বালক বালিকা শৈশব কালে জনক জননীর নিকটে সুশিক্ষা লাভ করিয়াছে, তাহারা যথার্থই অতিশয় সৌভাগ্যবান সৌভাগ্যবতী, তাহাদের পক্ষে সৎ হওয়া স্বাভাবিক, তজ্জন্য কিছুই কষ্ট পাইতে হয় না। পারি-বারিক কুশিক্ষার জন্য আমাদের দেশে আজকাল সৎ হওয়া অতি কঠিন ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছে। "সহজে কি ভাল হওয়া যায়?" এ কথা সবারই মুখে। সত্য সত্যই আজকাল এমন হইয়া উঠিয়াছে যে বাস্তবিকই এ কথা মিথ্যা নয়। কিন্তু অনুসন্ধান করিলেই ইহা স্পষ্ট জানা যাইবে যে পারিবারিক কুশিক্ষাই ইহার মুল। সৃষ্টিকর্ত্তা কিছু শিশুকে অসৎ করিয়া সৃষ্টি করেন নাই। শিশুর ন্যায় পবিত্র বোধ হয় আর কেহই নাই। কিন্তু সেই শিশু যতই বয়ঃপ্রাপ্ত হয়, ততই মন্দ হইতে থাকে।—সুতরাং দেখা যাইতেছে তাহাদের মন্দ হওয়া ভাল হওয়া, যাঁহারা তাহাদিগকে লালন পালন করিতেছেন তাঁহাদের হস্তে। সৎ হইলে তাহাদের শিক্ষার বাহাদুরি, অসৎ হইলে তাহাদের শিক্ষার দোষ। কিন্তু অনেক মাতা সন্তান যদি অসৎ হয়, তবে রাগিয়া কখন কখন তাহাকে বলেন "হায়রে যদি আঁতুড়ঘরে নুন খাওয়াইয়া মারিতাম, তাহা হইলে এমন কষ্ট পেতে হইত না।" কিন্তু হায়! হায়! তিনি বোঝেন না যে তাঁহার শিক্ষা দিবার দোষেই তাঁহাকে

এরূপ কষ্ট পাইতে হইতেছে। আবার অনেক মাতা বলেন "আমার কপালের দোষ।" আবার কেহ কেহ বিশ্বস্রষ্টাকে গালি দেন। বলেন, "ভগবান! দিলে যদি এমন হতভাগা করে দিলে কেন।" কিন্তু বাস্তবিক কার দোষ, কপালের দোষ, কি ভগবানের দোষ, না নিজেরই দোষ? আমরা বলি জননীর নিজেরই দোষ। আপনার কুশিক্ষার ফল আপনিই ভোগ করেন। কপালত কোন দোষ করে নাই, বিধাতার ত কোন দোষ নাই—যত দোষ সব তাঁর নিজের। অতএব পরিবারকে সুখের করিতে হইলে পিতা মাতার দৃষ্টি সর্ব্বদাই সন্তানের শিক্ষার উপর থাকা উচিত।

পরিবারে স্বাধীনতা, নির্দ্দোষ আমোদ না থাকাতে সন্তানের অতিশয় অনিষ্ট হয়। তাহারা যতক্ষণ গৃহে বাস করে, ততক্ষণ ভয়ে ভয়ে থাকে, বাড়ীতে থাকিলে ইচ্ছা হইলে কিছু করিবার জো নাই। গৃহে আমোদ নাই। তার পক্ষে তার গৃহ তার গৃহ স্বরূপ নয়, সে তার কারাগার। সে তার মন খুলিয়া মনের কথা বলিবার উপায় পায় না। পিতাকে যমের ন্যায় বোধ করে,তাঁর কাছে মনের কথা বলা দূরে থাক কথা কহিতে ভয় করে; হাসিতে ভয় করে; খেলিতে ভয় করে। এ সব করিতে ভয় করে বটে, কিন্তু গোপনে কোন প্রকার মন্দ কার্য্য করিতে ভয় করে না। মাতাকে অকিঞ্চিৎকর মনে করে। জননীকে তদূর শ্রদ্ধা করা উচিত, ভক্তি করা উচিত, তত দূর করে না। করিবেই বা কিরূপে? জননী এমন ব্যবহার করেন, যাহা দ্বারা তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা হয় না। আমাদের পরিবারে ভ্রাতা ভগিনীতে দশ যোজন দূর। ভ্রাতা ভগিনীর সহিত মন খুলিয়া কথা কহিতে পারে না। পরিবারে এই সব স্বাধীনতা না পাইয়া তাহারা বাহিরে মন খুলিবার লোক খুঁজিয়া বেড়ায়। তাহাদের আকর্ষণের বস্তু বাহিরে।

পরিবারের মধ্যে সুখ নাই। হায়! হায়! এরূপ অবস্থায় পড়িলেই মানব অসৎ হইয়া যায়। পিতা মাতার পক্ষে ইহাও অত্যন্ত লজ্জার কথা যে তাঁহারা জনক জননী হইয়া সন্তানের মনের ভাব জানেন না, সন্তানকে চেনেন না। পরিবারে ওরূপ হওয়া কখনই সম্ভব নহে। পিতা মাতা যদি সন্তানের যথার্থ মঙ্গলাভিলাষী হন, তবে তাঁহারা পরিবারকে সুখের স্থান করুন যে,তাঁহাদের সন্তানেরা বাটীতে আসিয়া আপনাদিগকে সুখী মনে করিবে। গৃহ তাহাদের জুড়াইবার স্থান হইবে। গৃহ তাহাদের নিকট আকর্ষণের বস্তু হইবে। তাঁহারা যেন তাঁহাদের এই প্রধান কাজটী না ভুলিয়া যান। তাহারা পরিবারকে সুখের করিবার জন্য যেন সর্ব্বদাই চেষ্টা করেন। তাঁহারা জানিবেন সন্তানকে ভাল করিতে হইলে পরিবারকে সুখের স্থান করা উচিত এবং সন্তানকে ভাল করিতে পারিলে গৃহধর্ম্ম সার্থক।

## Toru Dutt—(*Concluded.*)

Sometimes the recollections of the West come to trouble the images; the love of Savitri and Satyavan brings to Toru Dutt's mind the love of Arcadea; Jogadhya Uma the beautiful mystic goddess who appeared to the poor pedlar of Khirogram, resembles the fair goddess of the chase on the hills of Latmos; the peacocks near the hermitage of Sindhu strut about with "Argus wings;" but these hybrid images are rare; and the Occident does not furnish her in general, but delicacies of tones and of sentiments, which the real Orient perhaps never knew, but which the ideal Orient would at once acknowledge.

I do not know if even an Indian poet would dream of making strangers passing by, turn their heads to see Savitri once more. It is by these light errors of perspective, that the poet unconsciously and because he is a poet, makes us enter the moral landscape of antiquity, and revives for us the poetry of beliefs and civilisations that are dead. It is an error, now a days in fashion, amongst men of science, that a poet's duty is to represent the things and souls of the past exactly in such a way as Archeology and Science furnish them materials. The poet, rendered in such a way, would never be for the modern generation a living poetry. It is necessary, if we do not wish to fall out a parnassion affectation (chinoiserie parnassienne) and its icy coldness that a ray from the soul of to-day penetrates through all the past; it is necessary to put a little of ourselves in all these creatures so different from us, to enable us, in our turn, to enter into them, and

to make the reduction of the ancient soul into modern soul. To give us vividly the poetry of another age or of another country, we must not dry it up in training "line upon line"—we must keep it fresh and life-like, in translating.

I shall not present and analyse except one of these ballads—the most strange, and the most distant from us—the ballad of Jogadhya Uma. I do not think that it is to be found in any Ancient Sanscrit Text, but rather believe that it is based on oral and local *folklore*.

### JOGADHYA UMA.

"Shell-bracelets ho! Shell-bracelets ho!
Fair maids and matrons come and buy!"
Along the road, in morning's glow,
The pedlar rais-d his wonted cry.
The road ran straight, a red, red line,
To Khirogram for cream renowned,
Through pasture-meadows where the kine,
In knee-deep grass, stood magic bound
And half awake, involved in mist,
That floated in dun coils profound,
Till by sudden sunbeams kist,
Rich rainbow hues broke all around.

"Shell-bracelets ho! Shell-bracelets ho!"
The roadside trees still dripped with dew,
And hung their blossoms like a show.
Who heard the cry? 'Twas but a few,
A ragged herd-boy, here and there,
With his long stick and naked feet;
A ploughman wending to his care,
The field from which he hopes the wheat;
An early traveller, hurrying fast
To the next town; an urchin slow
Bound for the school; these heard and past,
Unheeding all,—"Shell-bracelets ho!"

* * * * *

All this beautiful legend, worthy of the Death of Arthur, and of the Sword Excalibar, is not alas, but a claim of commerce. Years, centuries, have passed away and the descendants of the pedlar (as we have seen) still pay an annual tribute to the temple of Shell or *Sankha* bracelets of the old pattern,—for since that day they have made their fortune.

Absurd may be the tale I tell
Ill suited to the marching times,
I loved the lips from which it fell,*
So let it stand among my rhymes.

At the end of these legends come the miscellaneous poems, of every kind and country, souveners of France, of England, and of India. I have already cited the piece on the war,—piece feeble perhaps in expression, but full of soul, echo of the thought, and at times even the words of Victor Hugo upon still childish lips. There is the same accent and same youthfulness in the verses on the Madame Thirese of Erckmann-Chatrean. "I read the story and my heart beats fast," "years have past, yet of that time men speak with moistened glance." Oh Va-nu-pieds (Men without shoes, ragamaffins)

Va-nu-pieds! When rose high your Marseillaise
Man knew his rights to earth's remotest bound,
And tyrants trembled. Yours alone the praise!
Ah, had a Washington but then been found!

England is represented only by a single piece of a sweetness and sadness which are penetrating.—traversed as it is by the remembrance of the lost sister.

### Near Hastings.

Near Hastings, on the shingle-beach
We loitered at the time
When ripens on the wall the peach,
The autumn's lovely prime.
Far off,—the sea and sky seemed blent,
The day was wholly done,

* It may be interesting to state that the lips here alluded to were those of an old and faithful nurse named Suchee long in the Dutt family's service whom all the three gifted children loved very much, and plagued incessantly, by running counter to her Hindu superstitious ideas.—*Editor*.

392



The distant town its murmurs sent,
Strangers,—we were alone.

We wandered slow; sick, weary, faint,
Then one of us sat down,
No nature hers, to make complaint;—
The shadows deepened brown.
A lady past,—she was not young,
But oh! her gentle face
No painter-poet ever sung,
Or saw such saint-like grace.

She past us,—then she came again,
Observing at a glance
That we were strangers; one, in pain,—
Then asked,—Were we from France?
We talked awhile,—some roses red
That seemed as wet with tears,
She gave my sister, and she said,
"God bless you both my dears!"

Sweet were the roses,—sweet and full,
And large as lotus flowers
That in our own wide tanks we call
To deck our Indian bowers.
But sweeter was the love that gave
Those flowers to one unknown,
I think that He who came to save
The gift a debt will own.

The lady's name I do not know,
Her face no more may see,
But yet, oh yet I love her so!
Blest, happy, may she be!
Her memory will not depart,
Though grief my years should shade,
Still bloom her roses in my heart!
And they shall never fade!

A few more hours of dreams and happiness in her beautiful garden of Bangmaree in the midst of these lotus flowers whose beauty puts an end to the quarrel of the lily and the rose disputing the empire of the flowers —hemmed by these seas of foliage where her eye cannot penetrate,—before these palms which raise their slender grey pillars, singly or in clusters,—before the Seemula which lean over the tranquil tanks—"red, red and startling as a trumpet's sound; she dreams there, drunk with the beauty, gazing and gazing on an Eden found again. In the evening, she hears the wind moaning in the branches of her dear Casuarma, up which climbs, like a monstrous python, even to its summit which touches the stars, a creeper, in whose embraces no other tree could live—

"But gallantly
The giant wears the scarf, and flowers are hung
In crimson clusters all the boughs among,
Whereon all day are gathered bird and bee;
And oft at nights the garden overflows
With one sweet song that seems to have no close,
Sung darkling from our tree while men repose."

But it is not for its magnificence that the beautiful tree is dear to her,—it is because she has played under its shades with those she loved.

"What is that dirge-like murmur that I have
Like the sea breaking on a shingle-beach!
It is the tree's lament, eerie speech,
That haply to the unknown land may reach."

The unknown land,—Alas! She was to go there soon, to find there again her lost companions of play. One night thinking her father was getting old and infirm and might perhaps leave her alone,—alone upon the wide, wide earth, she saw in a dream

A tree with spreading branches and with leaves
Of divers kinds,—dead silver and live gold,
Shimmering in radiance that no words may tell!

Beside the tree an Angel stood; he plucked
A few small sprays, and bound them round my head.
Oh, the delicious touch of those strange leaves!
No longer throbbed my brows, no more I felt
The fever in my limbs—"And oh," I cried,
"Bind too my father's forehead with these leaves.
One leaf the Angel took and therewith touched
His forehead, and then gently whispered "Nay!"
Never, oh never had I seen a face
More beautiful than that Angel's or more full
Of holy pity and of love divine.
Wondering I looked awhile,—there, all at once
Opened my tear-dimmed eyes—when lo! the light
Was gone—the light as of the stars when snow
Lies deep upon the ground. No more, no more
Was seen the Angel's face. I only found
My father watching patient by my bed,
And holding in his own, close-prest, my hand."

Alas! It was for her that the Angel of life had no more leaves nor flowers upon earth, and the poor father thrice vitally struck, had upon this last occasion nothing more left to lose, but had to live on, as best he might, and remember and weep.

"Why should these three young lives, so full of hope and work, be cut short, while I, old and almost infirm, linger on? I think I can dimly see that there is a fitness, a preparation required for the life beyond, which they had, and I have not. One day I shall see it all clearly. Blessed be the Lord. His will be done."

It is difficult to exaggerate the loss which the poetry of India has sustained in losing Toru Dutt. She has left no finished work, and she could not as yet; the language in which her poetry blossomed was a language learnt, and which she wielded at once with a marvellous felicity and with a strange ignorance. But she had an emotion profound and sincere, and simplicity penetrating,—these two gifts of the greatest poetry. There was in her nothing affected, nothing of art for art, nothing of the sentimental of the *Miss* poets; every thing has sprung from the fountain of the heart, every thing has arisen from emotions of love, of enthusiasm, of sadness for this life so fleeting. To us, Frenchmen, she ought to be doubly dear; dear for herself and dear for her love for France. She has a right to a line in the history of our literature, because she has inscribed her name there, and she has a right especially to our souvenir, as a delicate and sweet image of what Hindu genius would have produced under the wing of France. Is it not strange that the only soul of a poet which has bloomed in India after the English conquest, should have turned with an instinct so invincible, towards the sun of France? None more than myself can admire what England has done in India and even for India, but the Genius of England has it the guardian's gift which the Genius of Hindustan requires? And one begins to dream before this child, flower of France, bursting forth in beauty, on the banks of the Ganges—to dream of all the colours and perfumes that might be expected from the Indian lotus married to the French lily, if our kings in the last century had not betrayed destiny, and hindered France from hearing the call of Dupleix and Johanna Begum.

(From the French of James Darmesteter.)

# বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE

# BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

২৩৭ সংখ্যা } আশ্বিন ১২৯১—অক্টোবর ১৮৮৪। { ৩য় কল্প ২য় ভা।


## সাময়িক প্রসঙ্গ।

মহারাণী স্বর্ণময়ী তাঁহার রাজ-বদান্যতার উপযুক্ত আর একটী কার্য্য করিয়াছেন। মেডিকেল কলেজে স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষার স্বতন্ত্র ব্যবস্থার জন্য তিনি দেড় লক্ষ টাকা দিয়াছেন।

---

কি শোচনীয় ঘটনা! বরিশালে একটী ব্যক্তির ফাঁসীর হুকুম হইলে তাহার মাতা দার্জিলিঙে গিয়া অনেক ক্লেশে ছোটলাটের ক্ষমানুমতি প্রাপ্ত হন। এই অনুমতি বরিশালে পৌঁছিবার এক ঘণ্টা পূর্ব্বে হতভাগ্যকে ইহলোক হইতে অবসৃত করা হইয়াছে। খবর তারে ঢাকায় আসিয়া পরে ডাকযোগে ৩ দিনে বরিশালে আইসে। ইহা খুলনা দিয়া পাঠাইলে ১২ ঘণ্টায় বরিশালে পৌঁছিত—একটী হতভাগ্যের প্রাণরক্ষা হইত।

---

পণ্ডিতা রমাবাই বাবু রজনীকান্ত গুপ্তের সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস মারহাট্টা ভাষায় অনুবাদ করিতে উদ্যোগিনী হইয়াছেন।

---

লর্ড রিপণ আগামী ডিসেম্বরের শেষে ভারত হইতে বিদায় লইতেছেন। লর্ড ডফরিণ তাঁহার স্থানে ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনারল নিযুক্ত হইয়াছেন।

---

ইংলণ্ডেশ্বরীর বিপুল আয়ের প্রতি ইংরাজ সাধারণের কটাক্ষপাত হইয়াছে। জর্ম্মণি, স্কটলণ্ড ও ইংলণ্ডে তাঁহার

অনেকগুলি জমীদারী আছে। তদ্ভিন্ন তাঁহার স্বামী মৃত্যুকালে তাঁহাকে ৬০ লক্ষ টাকা ও নিলডক নামক এক ধনাঢ্য ব্যক্তি ৫০ লক্ষ টাকা দিয়া যান। তিনি রাজকোষ হইতে যে মসহরা পান, মিতব্যয়িতা দ্বারা তাহাহইতেও অর্থ উদ্বৃত্ত হইয়া থাকে। বোধ হয় রাজবৃত্তি কমাইবার চেষ্টা হইবে।

---

১৮০০ বৎসর পূর্ব্বে বিসুবিয়স পর্ব্বতের অগ্ন্যুৎপাতে যে পম্পিয়াই নগর ধ্বংস হইয়া যায়, তাহা খুঁড়িয়া ক্রমে আশ্চর্য্য দৃশ্য আবিষ্কৃত হইতেছে। একটী প্রস্তরীভূত মনুষ্যদেহ পূর্ণাকারে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।

---

বাবু লালমোহন ঘোষ পার্লেমেণ্টের সভ্যরূপে নির্ব্বাচিত হইবার চেষ্টা করিতেছেন। এই কার্য্যে তাঁহার ১৮০০০টাকা ব্যয়ের প্রয়োজন। বর্দ্ধমানের মহারাজ ও ভারত সভার লাহোর শাখা ২০০০ টাকা করিয়া দান করিয়াছেন। দেশবাসী নর নারী সকলেরই এ বিষয়ে সাহায্য দান কর্ত্তব্য।

---

জর্ম্মনিতে নিরামিষভোজীদিগের ক্রমশই দলপুষ্টি হইতেছে। তথায় ১৭০ জন লোক প্রকাশ্যরূপে এই দলভুক্ত হইয়াছেন। তাঁহাদের এক পুস্তকালয়ে নিরামিষ ভোজনের স্বপক্ষে ৭০০ পুস্তক সংগৃহীত হইয়াছে।

---

জর্ম্মণি জ্ঞান সম্বন্ধে ইউরোপের সর্ব্বোন্নত দেশ বলিয়া ইহা উহার মস্তক নামে অভিহিত। কিন্তু দুঃখের বিষয় এখানে স্ত্রীশিক্ষা অদ্যাপি হীনাবস্থায় রহিয়াছে। ইহার একটী শোচনীয় প্রমাণ সম্প্রতি প্রদর্শিত হইয়াছে। হিডেলবর্গের বিশ্ববিদ্যালয়ে যাহাতে স্ত্রীলোকদিগের প্রবেশাধিকার হয়, তজ্জন্য একজন সহৃদয় ব্যক্তি এক লক্ষ (মার্ক) মুদ্রা কর্ত্তৃপক্ষদিগের হস্তে প্রদান করিতে চান, কিন্তু তাঁহারা তদ্গ্রহণে অস্বীকৃত হইয়াছেন। জর্ম্মণেরা আজি কালি শর্ম্মণদিগের অনুকরণপ্রিয়, তাই কি স্ত্রীশূদ্রকে উচ্চাধিকার দানে অপ্রস্তুত ?

---

বোষ্টনের বিবী সা একজন অতি উদার-হৃদয়া ও বদান্যা রমণী। সংবৎসরে নানা প্রকার দাতব্য কার্য্যে তাঁহার ২ লক্ষ ডলার বা অনূন ৪ লক্ষ মুদ্রা ব্যয় হয়। তিনি ৩০টী কিণ্ডারগার্টেন বিদ্যালয় ও ২০টী শিশুপালনালয় স্থাপন করিয়াছেন, তাহাতে বর্ষে ৫০০০০ ডলার ব্যয় হয়। সহরের যে পল্লীতে গরিব লোকের বাস, এগুলি সেখানে প্রতিষ্ঠিত। কিণ্ডার গার্টেন সুন্দর পুষ্প-শোভিত উদ্যান সকলের মধ্যে হইয়া থাকে। প্রত্যেকটীতে ২ জন শিক্ষক আছেন, তাঁহারা সপ্তাহের মধ্যে ৫দিন প্রত্যহ ৩ ঘণ্টা করিয়া শিক্ষা দেন। বড়দিনে পারিতোষিকের গাছ নির্ম্মিত হইয়া তাহা হইতে বালক

বালিকাদিগকে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। শিশুপালনালয়ে একমাসের শিশুদিগকেও দিনভোর রাখিয়া পিতা মাতা রাত্রিকালে ফিরাইয়া লইয়া যান। ইহারা শ্রমজীবী।

---

# আমাদের দেশের তিন অবস্থা।

"কামিনীর কমনীয় কণ্ঠভূষা হারে
দ্যুতিমান মধ্যমণি যেমন সুন্দর।
সেইরূপ সমুদয় পৃথিবী মাঝারে
আছে এক দিব্যস্থান অতি মনোহর।"

স্ত্রীলোকদিগকে রাজনীতি শিখাইবার সময় বঙ্গদেশে এখনও আইসে নাই। যে দেশের অনেক কৃতবিদ্য যুবক পর্য্যন্ত রাজনীতি বুঝিতে অক্ষম, সে দেশের নারী জাতির রাজনীতি শিক্ষার পথ প্রশস্ত হইতে এখনও অনেক বিলম্ব আছে। কিন্তু আমাদের মহিলাগণ রাজনীতি বুঝুন আর নাই বুঝুন, দেশের অতীত ও বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে তাঁহাদের সাধারণ জ্ঞান থাকা নিতান্ত আবশ্যক। মুসলমানরাজত্বের ইতিহাস পাঠে আমরা জানিতে পারি, রিজিয়া নাম্নী একটি যবনবংশোদ্ভূতা স্ত্রীলোক প্রায় চতুর্দ্দশ মাস কাল সম্রাজ্ঞীরূপে এ দেশের মুসলমান সাম্রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন; জাহাঙ্গীরপত্নী নুরজিহান আপন স্বামীর সহিত সিংহাসনে বসিয়া রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতেন, এবং বিদুষী রোশেন বিবি আবুলফজলের আইন আকব্বরি নামক প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক গ্রন্থ প্রণয়ন কালে বহুবিধ জ্ঞানগর্ভ রাজনৈতিক উপদেশ দিয়াছিলেন বলিয়া প্রবাদ আছে। হিন্দুশাস্ত্রেও এরূপ রমণীর অপ্রতুল নাই; হিন্দুরমণীও যে রাজনীতি চর্চ্চা করিতেন, আমাদের প্রাচীন গ্রন্থে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। কেবল প্রচীন সময়ের রমণীগণ কেন, সেদিনকার ঝান্সিরাণী, লক্ষ্মীবাই, তুলসীবাই, অনঙ্গকুমারী প্রভৃতির নাম আমরা আজিও ভুলিতে পারি নাই। কিন্তু রাজার সহিত লড়াই করা আর রাজনীতি চর্চ্চা করা স্বতন্ত্র কথা। অত্যাচারী ও কপট রাজার কূট রাজনীতিচর্চ্চার শেষ ফল বিদ্রোহ ও পতন। যাহাই হউক, রাজনীতি আলোচনা করিবার পূর্ব্বে এ দেশের প্রাচীন ও আধুনিক রাজনৈতিক অবস্থা পর্য্যালোচনা করা আবশ্যক। বর্ত্তমান প্রস্তাবে সরল ভাষায় সে সম্বন্ধে কতকগুলি সার কথা বুঝাইবার চেষ্টা করা যাইতেছে।

এ দেশের নাম ভারতবর্ষ, ইংরাজি ভাষায় ইহাকে ইণ্ডিয়া কহে। এই দেশ আমাদের জন্মভূমি সুতরাং আমাদের পক্ষে ইহা "স্বর্গাদপি গরীয়সী।" এই ভারতের শস্যে আমাদের শরীর পুষ্ট হয়, ইহার দুগ্ধে আমাদের শৈশব জীবন রক্ষিত হয়, ইহার বায়ু ও জলে আমাদের প্রাণ ধারণ হয়, ইহার ভাষায় আমাদের মনের ভাব ব্যক্ত হয়, ইহার ক্রোড়ে আমরা পালিত হই এবং ইহারই ভূমিতে আমাদের জন্ম, বিবাহ, মৃত্যু, ইত্যাদি যাবতীয় ভবলীলা সম্পন্ন হয়। যেমন নিজের গৃহের অভাব মোচনে আমরা সযত্ন থাকি, যেমন নিজের পরিবারস্থ ব্যক্তিবর্গের উন্নতির জন্য আমরা উৎসুক হই, তেমনি সমগ্র দেশের অভাব মোচন ও উন্নতি সাধন জন্য আমাদের মনোযোগী হওয়া সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। আমরা গৃহের উপকার করিলে কেবল একটি মাতা, একটি পিতা কিম্বা একটি সহোদরের অভাব মোচন হইতে পারে, কিন্তু সমগ্র দেশের উপকারজনক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে ২৬ কোটী স্বদেশীয় ভ্রাতা ও ভগ্নী আমাদের দ্বারা প্রভূত উপকার প্রাপ্ত হইতে পারেন। এইরূপ স্বদেশের জন্য যিনি স্বার্থত্যাগ করেন এবং স্বদেশস্থ সকলের সমভাবে মঙ্গল করিবার জন্য যিনি সতত যত্নপর থাকেন, ভূতলে তিনি অক্ষয় নাম প্রাপ্ত হন এবং শাস্ত্রমতে অনন্ত স্বর্গসুখ তাঁহার ভাগ্যে ঘটে। চৈতন্য, রাজা রামমোহন রায়, প্রতাপ সিংহ, ম্যাটশিনি, হাউয়ার্ড প্রভৃতি মহাত্মারা এই জনাই আজি পর্য্যন্ত স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন। তাঁহারা অনেক দিন হইল জীবনলীলা সম্বরণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু শুষ্ক গোলাপ কুসুমের ন্যায় তাঁহাদের সুযশরূপ সৌগন্ধ আজিও ফুরায় নাই। এ দেশের অনেক হিন্দু ও মুসলমান রমণী স্বদেশের প্রভূত মঙ্গল সাধন করিয়া এইরূপে প্রাতঃস্মরণীয়া হইয়া গিয়াছেন। ইহাঁদের কেহ কেহ জন্মভূমির জন্য সম্মুখ সমরে প্রাণ বিসর্জন করিয়াছিলেন, কেহ কেহ বা চিরকাল কুমারী অবস্থায় থাকিয়া স্বজাতির প্রভূত মঙ্গল সাধন করিয়া গিয়াছেন। সৎশিক্ষা ও সৎসংসর্গ পাইলে রমণী জাতি যে পুরুষের সমকক্ষতা করিতে পারে, তাহা ইহাঁরা এবং পৃথিবীর অন্যান্য অনেক রমণী দেখাইয়া গিয়াছেন। বাস্তবিক, স্বদেশের হিত সাধন করা কি পুরুষ কি রমণী সকলের পক্ষে শ্রেয়স্কর।

পূর্ব্বে এ দেশ হিন্দুদিগের শাসনাধীন ছিল; প্রায় ৯০০ শত বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত হিন্দুরা প্রবল প্রতাপের সহিত শাসন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের শাসন সময়ে এ দেশের অবস্থা অতি উত্তম ছিল; রামায়ণ মহাভারত ইত্যাদি গ্রন্থ পাঠে তাঁহাদের সুশাসনের প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যায়। তাঁহাদের শাসন প্রণালী যে সুচারুরূপে সম্পাদিত হইত, তাহা রাজা রামচন্দ্র, রাজা যুধিষ্ঠির, রাজা

হরিশ্চন্দ্র, রাজা বিক্রমাদিত্য ইত্যাদির জীবন চরিত পাঠ করিলে জানা যায়। এইজন্য এখনও লোকে "রামরাজ্যে বাস করিতেছি" বলিয়া কথায় কথায় উপমা দেয়। দুর্ভিক্ষ নিবারণ জন্য হিন্দু শাসন সময়ে সকল প্রদেশেই খাল ও বড় বড় দীর্ঘিকা খনন করা হইত, অন্নকষ্টের সময়ে প্রজাদিগকে শুল্কভার হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইত, দরিদ্রদিগকে অর্থ ও ভোজ্যবস্তু দেওয়া হইত, প্রজার খাজনার হার অধিক ছিল না এবং বর্ত্ম-নির্ম্মাণ, শিক্ষা প্রদান, ধর্ম্ম সংস্করণ, সুনীতি প্রচার ইত্যাদি বিষয়ে রাজার বিশেষ দৃষ্টি ছিল। সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, জ্যোতিষ, সংগীত, পুরাতত্ত্ব, শিল্প, কৃষি, রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, বাণিজ্য প্রভৃতি বিদ্যার আলোচনার জন্য বিদ্যালয়াদি ও মঠ থাকিত এবং সকল প্রয়োজনীয় কার্য্যে প্রজাসাধারণের মত গ্রহণ করা হইত। অধিকাংশ প্রজার অসম্মতিতে কোন কার্য্য হইতে পারিত না; প্রজারা রাজার নিকট আপনাদের প্রতিনিধি পাঠাইত; সেই প্রতিনিধিদের নাম "প্রাড়্‌বিবাক"। কর্ণের (দাতা কর্ণের) বদান্যতা, যুধিষ্ঠিরের সাধুতা, রামচন্দ্রের উদারতা, হরিশ্চন্দ্রের সত্যনিষ্ঠা, বিক্রমাদিত্যের কাব্যপ্রিয়তা, ভীমের অমিত ক্ষমতা, শঙ্করাচার্য্যের কষ্টসহিষ্ণুতা, পাতঞ্জলের পাণ্ডিত্য, ধ্রুবের ব্রহ্ম-বিশ্বাস, সাবিত্রীর পতিভক্তি, সীতার পত্যনুরাগ এবং রুক্মিণীর দুহিতার পরদুঃখকাতরতা হিন্দু জাতির সদ্‌গুণ-সমূহের অত্যুজ্জ্বল নিদর্শন স্বরূপ। কিন্তু হিন্দু-শাসনের একটি দোষ ছিল; ব্রাহ্মণেরা শূদ্রজাতির উপর বড় উপদ্রব করিতেন। তখন ব্রাহ্মণের হস্তে ব্রহ্ম-বিদ্যা ও জ্ঞানালোচনা, ক্ষত্রিয়ের হস্তে রাজ্যরক্ষা ও সমরব্যাপার; বৈশ্যের হস্তে হলচালনা, বাণিজ্য ও ব্যবসা; এবং শূদ্রের হস্তে উপরি-উক্ত তিন জাতির সেবা, শুশ্রূষা ও দাসত্ব ন্যস্ত ছিল। আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি, ব্রাহ্মণ জাতি হইতেই এদেশে সভ্যতা ও জ্ঞানালোচনার পথ সর্ব্বপ্রথমে পরিষ্কৃত হয় এবং ইহাও স্বীকার্য্য যে ভারত-বর্ষ—এমন কি সমগ্র পৃথিবী ব্রাহ্মণ জাতির নিকট সৃষ্টির আদি কালে নানা বিষয়ে ঋণী ছিল। কিন্তু ব্রাহ্মণ জাতির গোঁড়ামি ও স্বসম্প্রদায়ানুরক্তি এত অধিক তীব্র ছিল যে তাঁহারা নিজের স্বার্থের জন্য অপরের মূল্যবান স্বার্থকেও অকাতরে বলি দিতে কুণ্ঠিত হন নাই। অধিক কি তাঁহাদের অনেকের এখনও বিশ্বাস, কেবল ব্রাহ্মণ জাতিরই শাস্ত্রালোচনায় এবং বিদ্যালোচনায় অধিকার আছে, অপর জাতি তাহাতে প্রবৃত্ত হইলে তাহাদের নরকবাস হইবে। যে সম্প্রদায় অপর সম্প্রদায়কে সভ্যতা ও বিদ্যালোচনা হইতে স্বতন্ত্র রাখিয়া আপনাদের প্রাধান্য স্থাপন করিতে চাহেন এবং অপর সকলকে মূর্খতা-সাগরে নিমগ্ন রাখিয়া তাহাদের উপর

আপনাদের অন্ধপ্রভুত্ব বিস্তার পূর্ব্বক জগতের উন্নতির গতি রোধ করিতে চাহেন, তাঁহাদের স্বার্থপরতা যে কতদূর দূষণীয় তাহা আর বলা অনাবশ্যক। বিশেষতঃ শূদ্রজাতির উপর ব্রাহ্মণজাতির তৎকালীন ঘৃণা, বিদ্বেষ, ক্রোধ ও অত্যাচার বড় ভয়ানক ছিল। যাহা হউক, হিন্দু শাসনপ্রণালী যে অনেকাংশে সুচারু ছিল তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

হিন্দুদিগের রাজত্ব সময়ে, স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতা ছিল। রামচন্দ্রের বনগমন কালে সুমন্ত্রের রথে সীতা রামের পার্শ্বে বসিয়াছিলেন এবং অগ্নিপরীক্ষা ও অপরাপর অনেক সময়ে প্রকাশ্য সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন; রুক্মিণী শ্রীকৃষ্ণের রথে গিয়াছিলেন; দ্রৌপদী সভায় যাইতেন; সাবিত্রী বনভ্রমণে বহির্গত হইতেন; প্রমীলা রণবেশে সজ্জিতা হইতেন; লীলাবতী গণিতবিদ্যার আলোচনা করিতেন; ঋত্বিক কুমারীগণ বেদাদি ব্যাখ্যা করিতেন এবং আর্ষিক সম্প্রদায়ভুক্তা মহিলাগণ প্রকাশ্য বাজারে মাংস বিক্রয় ও মল্লযুদ্ধ করিতেন। শাস্ত্রে দেখা যায়, তৎকালে স্ত্রীলোকের বাল্যবিবাহ নিষিদ্ধ এবং বিধবা-বিবাহ প্রচলিত ছিল। স্ত্রীজাতির প্রতি অনাদর প্রদর্শন, অসতীর প্রতি প্রশ্রয় দান এবং বালিকাকে বিবাহ করা হিন্দুশাস্ত্রের মূল মর্ম্মের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ। স্ত্রীশিক্ষার তখন যথেষ্ট আদর ছিল। মূর্খা এবং ধর্ম্মজ্ঞান-শূন্যা রমণীকে বিবাহ করিলে নরকগ্রস্ত হইবার কথা শাস্ত্রের শত শত স্থানে লিখিত আছে। ফলতঃ হিন্দুশাসন সময়ে আমাদের দেশের অবস্থা অনেকাংশে সুখকরী ছিল বলিয়া বোধ হইতেছে।*

(ক্রমশঃ)

---

# সন্তান কি রত্ন?

সন্তান কি আদরের ধন! আত্মজ বলিয়া প্রিয় হইতেও প্রিয়, দুঃখের বলিয়া যত্নের সামগ্রী! প্রসূতি প্রসব-বেদনায় প্রতি মুহূর্ত্ত মৃত্যুযন্ত্রণা সহ্য করেন,—প্রতি মুহূর্ত্ত মনে করেন আর বাঁচিবেন না! সে যন্ত্রণায় সে হতাশে তাঁহার রমণীয় সহিষ্ণুতাও বিচলিত হয়, অথচ সন্তানের মুখাবলোকন মাত্রই তিনি তাঁহার সকল ক্লেশ ভুলিয়া যান,—তাঁহার সকল যন্ত্রণা যেন জুড়াইয়া যায়, হতাশ ঘুচিয়া সুখের আশায় বাঁচিবার সাধের উদয় হয়।

শিশুকে অঙ্কে লইয়াই প্রসূতি আপনার সম্মুখে কর্ত্তব্যের যেন একটী মহাসাগর দেখিতে পান। সন্তান পালন যে কি কঠোর ব্রত, প্রসূতি তাহা জানেন,

* পরপ্রস্তাবে আমরা মুসলমান ও ইংরাজ শাসনের কথা লিখিব।

অপরে তাহা জানেন না। সন্তানের জন্য কত স্বার্থত্যাগ—কত হীনতা স্বীকার করিতে হয়, সুখ সম্ভোগে কত দূর বঞ্চিত হইতে হয়, বুদ্ধিমতীও বয়স্কা হইয়াও অবোধ শিশুর সেবায় কত দূর বিব্রত হইতে হয় প্রসূতি ব্যতীত অপরে তাহার কি জানিবে? ক্ষুদ্র অসমর্থ শিশুর সেবায় তাঁহাকে অনেক স্বার্থ ও সুখ বিসর্জন করিতে হয়। ক্ষুৎপিপাসায় অকাতর, অনিদ্রায় অকাতর, স্বাস্থ্য রক্ষায় অমনোযোগী অনেক প্রসূতিকে দেখিতে পাওয়া যায়। শিশুর পীড়া হইলে প্রসূতির না ক্ষুধা, না পিপাসা, না নিদ্রা, না শান্তি,—অনবরত কিসে শিশু আরোগ্য লাভ করিবে, তাঁহার একমাত্র চিন্তা। আপনার শরীর শীর্ণ হইতেছে, হউক, সন্তান বাঁচুক, মায়ের কাতর প্রাণ হইতে অনবরত এই প্রার্থনা বিধাতার উদ্দেশে উত্থিত হইতে থাকে। তাই বলিতেছি সন্তান মহারত্ন!

রমণী প্রসূতি হইলেই সন্তান পালন করিতে সক্ষম এ কথা গ্রাহ্য নহে। যে রমণীর কর্ত্তব্য বোধ আছে, তিনিই সক্ষম—অপরে নহেন। সকল রমণীর কি কর্ত্তব্য-বোধ আছে? বঙ্গবাসিনী, একবার ভাবিয়া দেখ! তুমি না আর্দ্র বস্ত্রে শিশুকে কোলে লইয়া থাক, তুমি না সাভরণা হইয়া অনাবৃত তনু অথবা সামান্য আবৃত তনু শিশুকে কোলে লইয়া পাদচারণ কর, তুমি নবপ্রসূতি হইয়া স্বেচ্ছামত নানা কুপথ্য না গ্রহণ কর, তুমি না তীব্র শীতের সময় অনায়াসে বাত্যাভিমুখে সন্তানকে স্নান করাইয়া দাও, আবার আহ্লাদ করিয়া তাহাকে তুই তুকার করিয়া কথা কহিতে শিখাও,—শিশু আবদার লইলে—সে আবদার অনিবার্য্য—তাহাকে হয় অন্যায় প্রশ্রয় দেও, নয় উচ্চৈঃস্বরে তিরস্কার করিয়া অথবা ভয় দেখাইয়া ক্ষান্ত করিতে না চেষ্টা পাইয়া থাক? ঐ প্রকার কত দোষ হেতু শিশু রুগ্ন, শীর্ণ অসুস্থ, মেধাহীন ও দুর্বিনীত হয়, তাহা কি একবার ভাবিয়া দেখ? কর্ত্তব্যবোধের অভাবই এই সমস্ত বিশৃঙ্খলতার মূল।

প্রসূতি! সন্তানকে হাসিতে খেলিতে দেখিয়া আপনাকে ভাগ্যবতী বলিয়া কি তোমার আনন্দ হয় না? আনন্দ হইবার কথা, মত্ততা হইবার কথা নহে। কখনও মনে কর কি তোমার সন্তানের ন্যায় অপরের সন্তান সুন্দর নহে, আপনার সন্তানকে কোলে লইয়া অপরের সন্তানকে কি কখন ঘৃণা কর, হতাদর কর অথবা দেখিতে পার না? না, তুমি সোৎসুকে সানন্দে অপরের শিশুকে কোলে লইয়া অকাতরে আপনার স্তন পান করাইতে পার? তোমার পক্ষে কি ইহা বড় কঠিন কার্য্য? ইহা অস্বাভাবিক না অসঙ্গত? আপনার সন্তানের প্রতি মোহ জন্মিবে অস্বাভাবিক নহে, কিন্তু যে মোহ হেতু পরের সন্তানকে ঘৃণা করিতে হয়, সে মোহ পরিত্যাজ্য।

একটী কথা বলিব—সন্তান মহারত্ন

হইয়াও তোমার নিজস্ব সম্পত্তি নহে। তোমার তত্ত্বাবধানে থাকিয়াও অধিকৃত নহে,—তোমার হইয়াও তোমারই নহে! নশ্বর জগতে সকলি কালের অধীন, কাল-প্রতিনিধি মৃত্যু জীব জগতে একাধিপত্য করে। সেই নির্ম্মম কালান্তক অনায়াসে অলক্ষিতে প্রসূতির অঙ্ক হইতে শিশুকে কেমন কাড়িয়া লয়! তাহার বিপক্ষে অভিযোগ নাই, তাহার অত্যাচারে নিষ্কৃতি নাই, শান্তি নাই, শান্তি মাত্র হৃদয় খুলিয়া রোদন—আক্ষেপ—হতাশ উচ্ছ্বাস? তাহাও নিষ্ফল এবং অশ্রুত। সন্তান নিধনে শোক যেন চতুর্দ্দিক থাক করিয়া হৃদয়ে চিরজ্বলন্ত চিতা প্রজ্বলিত করে, সেই চিতায় মৃত সন্তানের স্মৃতি, আশা, সাধ, ভোগ, স্বাস্থ্য সমুদয়কে দগ্ধ করিতে থাকে। সুতরাং শোকাতুরার হৃদয় পঞ্জর ভাঙ্গিয়া না যাইবে কেন?

আহা! এ শোকে শান্তি নাই কি? "তার দুঃখ কি? বাঁচিয়া থাক, আবার হইবে" এ প্রকার প্রবোধ প্রচলিত আছে, কিন্তু এ প্রবোধ প্রকৃত শান্তি দিতে সক্ষম নহে। কাল যেমন শোকানল প্রজ্বলিত করে, কাল তেমনই সে অনল নির্ব্বাণ করিতে পারে, কিন্তু চিতাবশিষ্ট খাককে পুনর্জ্জীবিত করিতে পারে না। দিন বহিয়া যায়, মাস বৎসর যায়, কালের প্রবাহে শোকের তীব্রতা ক্ষয় পাইতে থাকে, কিন্তু সেই অনলস্পর্শে হৃদয়ে যে ক্ষত উপস্থিত হয়, তাহার দাগ একবারে মুছিতে পারে না।

সন্তান শোকে যে দুঃখিনী একান্ত কাতর হইয়াছেন, তাঁহাকে একটী গল্প বলিতেছি। গল্পের সার সংগ্রহ করিতে পারিলে দেখিবেন, তাঁহার হৃদয়ের শোকের উপস্থিত প্রদাহ কথঞ্চিৎ লাঘব হইবে।

কোন দেশে এক রাজা পুত্রশোকে অধীর হইয়া রাজকার্য্যে অবহেলা করিতেছিলেন। তাঁহার নিকট সর্ব্ব প্রকার সান্ত্বনা বাক্য নিষ্ফল হইল দেখিয়া তাঁহার মন্ত্রী কোষাধ্যক্ষকে কিয়ৎকালের জন্য রাজভাণ্ডার হইতে সমস্ত ধন রত্ন আর যাহা কিছু ছিল স্থানান্তরিত করিতে শিখাইয়া দিয়া বলিয়া দিলেন যে তাহার কৃত সেই বিশ্বাস-ঘাতকতার কলঙ্ক ও দণ্ড তিনি নিজে আপনার মস্তকে গ্রহণ করিবেন। কোষা-ধ্যক্ষ সেই আজ্ঞা পালন করিলে পর রাজ-শাসনে যাহাতে শাসিত না হয়েন, তাহার উপায়ও করিয়া দিলেন। গোপনে পরামর্শ করিয়া কোষাধ্যক্ষ কি কি কার্য্য করিবে নির্দ্ধারিত করিয়া দিলেন। রাজ-ভাণ্ডারের ধনরত্ন স্থানান্তরিত হইল, পাওনাদারেরা ফিরিয়া যাইতে লাগিল—নগরে রব উঠিল রাজভাণ্ডার লুঠ হইয়াছে —ভাণ্ডারী সরিয়া পড়িয়াছে। তখন মন্ত্রী স্বীয় অভীষ্ট সাধনে তৎপর হইয়া রাজার নিকট করপুটে নিবেদন করিলেন "মহারাজ আপনি রাজকার্য্যে অমনো-যোগী—ওদিকে আপনার কোষাধ্যক্ষ ধন লইয়া পলায়ন করিয়াছে—আপনার দুর্নাম ঘোষণা হইতেছে।"

রাজা কোষাধ্যক্ষকে বন্দী করিয়া আনিতে আজ্ঞা দিলেন। বন্দী কোষাধ্যক্ষ একখানি আরজী হস্তে রাজসমীপে উপস্থিত হইয়া মন্ত্রীকে কহিল "মন্ত্রী মহাশয়, রাজার ভৃত্যেরা গিয়া আমার যথাসর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়াছে—আমার এই অভিযোগপত্র রাজাকে শ্রবণ করান্" এই বলিয়া অভিযোগ পত্র তাঁহার হস্তে প্রদান করিল।

মন্ত্রী তাহা পাঠ করিলেন—"আমি বহুকাল হইতে ঐ ধন সমস্ত রক্ষা করিয়া আসিতেছি—আমা কর্ত্তৃক উহা হইতে ব্যয় এবং উহার ক্ষতিপূরণ কার্য্য সমাধা হইয়া আসিতেছে—অতএব আমিই উহার পূর্ণ অধিকারী। বিশেষতঃ উহাতে আমার মায়া জন্মিয়াছে, উহা হইতে বঞ্চিত হইয়া আর বাঁচিব না—অনুগ্রহ করিয়া ঐ ধন আমাকে প্রত্যর্পণ করুন।"

রাজা অভিযোগ শুনিয়া হাসিলেন—কহিলেন "তোমার কি স্পর্দ্ধা—আমার ধনে তুমি অধিকারী—আমার গচ্ছিত ধনে তোমার মায়া জন্মিয়াছে বলিয়া আমি তোমাকে সেই ধন প্রত্যর্পণ করিব? তুমি কতক পরিমাণে উপস্বত্ব ভোগ করিতে, কিছু বলি নাই—আজ তুমি তাহা অপহরণ করিতে বসিয়াছ—তুমি কঠিন দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।"

কোষাধ্যক্ষ কাঁদিতে কাঁদিতে কি বলিতে লাগিল—মন্ত্রী ছল করিয়া তাহার নিকট হইতে ফিরিয়া আসিয়া কহিল "মহারাজ ওব্যক্তি বলিতেছে উহার শাসন আপনি করিতে চাহেন সত্য—আপনার শাসন কে করিবে?"

রাজা ক্রোধান্ধ হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "ওরে দুর্ম্মুখ—আমার শাসন কে করিবে? দোষী হইলে বিধাতাই তাহার শাসন করেন—তুমি বিশ্বাসঘাতক না হইলে আজ তোমার এ দুর্দ্দশা করিতাম না—"

কোষাধ্যক্ষ কহিল—"ক্ষমা" করুন, আপনি আমা অপেক্ষাও বিশ্বাসঘাতকের কার্য্য করিতেছেন—বিধাতা প্রদত্ত ধনে অধিকারী হইয়া এখন তাহাহইতে বঞ্চিত হইয়াছেন বলিয়া আপন কর্ত্তব্য সাধনে বিমুখ হইয়াছেন কি না বলুন দেখি"—রাজা কথার অর্থ বুঝিতে না পারিয়া মন্ত্রীর মুখের দিকে চাহিলেন।

মন্ত্রী জিজ্ঞাসা করিলেন—"ওহে তুমি কি বলিতেছ—স্পষ্ট করিয়া বল"—

কোষাধ্যক্ষ কহিল "মন্ত্রী মহাশয়! রাজা হইয়া বিশ্বাসঘাতক—পুত্র ধন বিধাতা প্রদত্ত—গচ্ছিত মাত্র—তাহাতে রাজার অধিকার কি? সেই অধিকারচ্যুত হইয়াছেন বলিয়া যদি উনি দণ্ডার্হ না হন, তবে আমি উহাঁ কর্ত্তৃক দণ্ডিত হইব কেন?"

রাজা কাঁপিয়া গিয়া কোষাধ্যক্ষের গলা জড়াইয়া বলিয়া উঠিলেন "ভাই, তুমি আমার সুহৃৎ,—আমাকে প্রকৃত শিক্ষা দিয়াছ"।

মন্ত্রী গিয়া তখনি কোষাধ্যক্ষের

বন্ধন মোচন করিয়া দিতে দিতে কাঁদিতে কাঁদিতে কহিতে লাগিলেন "সন্তান ধনে আমাদের অধিকার কি? যাঁহার ধন তিনি পুনর্গ্রহণ করিলে রোদন করাও অবিধেয়; তবে রক্ত মাংসের শরীরধারী বলিয়া রোদন অনিবার্য্য—কিন্তু পণ্ডিতাত্মা, আপনাকে এই টুকু বুঝাইবার জন্য এই সৎস্বভাব ধর্ম্মভীরু কোষাধ্যক্ষকে এই হীন দশায় আপনার সমক্ষে উপস্থিত করিতে হইয়াছে।" রাজা কোষাধ্যক্ষের হাত ধরিয়া সজলনয়নে সকলকে কহিলেন "আমি পুত্রশোকে অন্যায় কাতর ছিলাম বলিয়া আমার সুহৃদর কৌশল করিয়াছিলেন, আমি বুঝি নাই, অন্যায় আজ্ঞা দিয়া কোষাধ্যক্ষের অপমান করিয়াছি। কোষাধ্যক্ষ ও তোমরা সকলে আমায় ক্ষমা করিবে।"

সভাসদগণও সন্তান সম্বন্ধে উপদেশ হৃদয়ঙ্গম করিয়া পরিতৃপ্তি লাভ করিলেন।

---

## ব্রহ্মদেশের বিবরণ।

( ২৩৫ সংখ্যা ১১৩ পৃষ্ঠার পর )

ফুসিরা প্রাতে গাত্রোত্থান করিয়া রাত্রিতে শয়ন পর্য্যন্ত যে নিয়মে চলিবে, তাহা তাহাদের একখানি ধর্ম্মগ্রন্থে লেখা আছে।

ইহাদিগের মতে পাপ ২২৭ প্রকার, কতকগুলি মার্জ্জনীয়, কতকগুলি অমার্জ্জনীয় অর্থাৎ তাহা করিলে ফুসি দল হইতে চ্যুত হইতে হয়। ইহাদের মধ্যে পাপ স্বীকারের ( Confession ) নিয়ম আছে, উহা করিলে পাপানুসারে গুরু ফুসি তাহাকে সতর্ক করিয়া দেন, বা রৌদ্রে ভ্রমণ বা মৃত্তিকা বহন ইত্যাদি দণ্ড দিয়া থাকেন। এখন নামে মাত্র এই নিয়মটী রক্ষা করা হয়। দোষী ব্যক্তি আসিয়া কেবল এই কথা বলে "শ্রদ্ধাস্পদ প্রভু! আমি যে সকল দোষ করিয়াছি, তাহা স্বীকার করিতেছি এবং তাহার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।" সে দোষের সবিশেষ কিছু বলে না, গুরু ফুসি সাধারণ ভাবে তাহাকে সতর্ক করিয়া দেন মাত্র।

ফুসিদিগের পবিত্রতা, নম্রতা, দরিদ্রতা ও আত্মসুখ বিসর্জ্জন এই কয়টী লক্ষণ থাকা আবশ্যক। বর্ম্মারা স্ত্রী-পুরুষে লম্বা চুল রাখিতে ভাল বাসে, সেই জন্য ফুসীরা ইহার বিপরীত রীতি অবলম্বন করিয়া সর্ব্ব শরীরে ক্ষৌরকার্য্য করে। ইহাদিগকে খালি পায়ে বেড়াইতে হয়। ইহাদের বস্ত্র যতদূর সামান্য মত হওয়া সম্ভব হইবে, ছোট বস্ত্র বা গোরস্থানের ছিন্ন বস্ত্র সেলাই ও হরিদ্রা বর্ণ রং করিয়া পরিধান করিবে, যদি কেহ নূতন

হরিদ্রাবর্ণের বস্ত্র দেয়, তাহা পরিধান করিতে পারে। ফুন্সির নিজের বলিতে কিছুই নাই, অপরে তাহার মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দেয় এবং অন্ন বস্ত্র ও যাবতীয় আবশ্যক দ্রব্যাদি দিয়া থাকে সুতরাং কেহ কোন দ্রব্য ফুন্সিঘর হইতে লইয়া গেলে তাহার আর কিছু বলিবার অধিকার নাই। তবে সাধারণতঃ তিনি না বলুন তাঁহার ছাত্রেরা প্রহরী হইয়া চৌর্য্য নিবারণ করে এবং আবশ্যক হইলে চোরকে পুলিষে পর্য্যন্ত দেয়। উঁহাদের স্বর্ণ রৌপ্য মুদ্রাদি স্পর্শ করিবার নিয়ম নাই, তবে এমন দেখা গিয়াছে যে হস্তে বস্ত্র জড়াইয়া বা অপর লোক দ্বারা টাকা পয়সা লইয়াছে। ফুন্সিদিগের আহারের নিষেধ ও বিধি আছে। প্রত্যেক গ্রাস নাতিবৃহৎ হইবে এবং একটী সম্পূর্ণরূপে শেষ না হইলে অপরটী গ্রহণের নিয়ম নাই। পথে যাইবার সময় অতি ত্রস্তভাবে বা অতি মৃদু-গতিতে যাইবার নিয়ম নাই। তাহারা ৪ হস্তের অধিক ভূমি দেখিবে না, পথে যাইবার সময় কাহাকেও অভিবাদন করিবে না বা কেহ অভিবাদন করিলে তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করিবে না বা কাহারো সঙ্গে কথোপকথন করিবে না—কেবল আস্তে আস্তে চলিয়া যাইবে মাত্র। বলা হইয়াছে প্রত্যহ ভিক্ষার উপর ফুন্সীদিগের জীবিকা নির্ভর করে এবং পর্ব্ব দিবসে বা অপর কোন কর্ম্ম উপলক্ষে তাহারা বাসন শয্যা ইত্যাদি যাবতীয় আবশ্যক দ্রব্যাদি পাইয়া থাকে। এই সকল দ্রব্য প্রদত্ত হইবার পূর্ব্বে অতি পরিপাটীরূপে সজ্জিত হইয়া থাকে, এবং নৃত্য গীত বাদ্য প্রভৃতি সহকারে অতি সমারোহে ইহা গ্রাম মধ্যে বাহিত হইয়া প্রদর্শিত হয়, অবশেষে ফুন্সিকে দেওয়া হয়। ইহার সঙ্গে সজীব জন্তু সকলও প্রদত্ত হয়। তাহা ফুন্সি মন্দিরের নিকট ছাড়িয়া দেওয়া হয়। এরূপ হইলে তাহাদিগকে বা তাহাদিগের শাবক ইত্যাদিকে কেহ কখনও মারিতে পারে না, তাহারা সচ্ছন্দে সেই স্থানে বিচরণ করে, তবে মৃত হইলে তাহা ফুন্সি আহার করিতে পারেন। কেহ পীড়িত হইলে কখন কখন রোগীর শরীর হইতে ভূত তাড়াইবার জন্য ফুন্সি-দিগকে আহ্বান করিয়া আনা হয়।

ব্রহ্মদেশে ফুন্সিরা একটী মহৎ কার্য্য করে অর্থাৎ বিনা বেতনে তাহারা শিক্ষা দেয়। এখানে লিখিতে বা পড়িতে জানে না এমন বালক বালিকা কম আছে। প্রত্যেক ফুন্সিমন্দিরই এক একটি পাঠশালা, কেবল দুঃখের মধ্যে বঙ্গ দেশের টোলের ন্যায় এখানেও পড়াইবার শৃঙ্খলা নাই, সেই জন্য এক মাসের পড়া পড়িতে এক বৎসর লাগে এবং ভূগোল, গণিত ইত্যাদির প্রায় শিক্ষা দেওয়া হয় না, কেবল ধর্ম্ম গ্রন্থপাঠ হইয়া থাকে। ফুন্সিদিগের জন্য বৌদ্ধধর্ম্মের বিশেষ কোন অবনতি দেখা যায় না। তাহাদিগের আচার ব্যবহার, সংসারাসক্তিশূন্যতা ও পরিধেয় সকলেরই

হৃদয় আকর্ষণ করে এবং বালকেরা ধর্ম্ম পুস্তক ভিন্ন অপর কোন পুস্তকাদি পড়িতে পায় না সুতরাং বৌদ্ধ-ধর্ম্মে লোকের আস্থা স্থায়ী হয়। ফুসিদিগকে সকলে বিশেষ সম্মান করিয়া থাকে। বর্ম্মারা তাহাদিগকে করযোড়ে ৩ বার অভিবাদন করিবার সময় বলে "পাপ কার্য্য, পাপ কথা ও পাপ চিন্তা হইতে মুক্তি পাইবার জন্য আমি এই ৩ বার অভিবাদন করি এবং পরিবর্ত্তন, দুঃখ ও অনিত্যতা হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ইচ্ছা করি।" ইহাতে ফুসি এইরূপ বলেন "যিনি এইরূপ অভিবাদন করেন, তিনি ৪ প্রকার দণ্ডের অবস্থা, ৩টী দুঃখের অবস্থা, ও সকল প্রকার শত্রু হইতে রক্ষিত হউন, আপনার বাঞ্ছনীয় পথে অগ্রসর হউন এবং শেষে নির্ব্বাণের অবস্থা লাভ করুন।" ফুসিদিগকে ডাকিবার সময় "ফেয়া" বা প্রভু বলিয়া বৌদ্ধেরা ডাকিয়া থাকে এবং কিছু উন্নত রকমের ভাষায় তাহাদিগের সহিত কথা কহিয়া থাকে।

ফুসিদিগকে জীবিতাবস্থায় লোকেযেমন বিশেষ সম্মান করিয়া থাকে, তাহারা মৃত হইলেও বিশেষ ধুমধাম সহ তাহাদের শবের সৎকার হইয়া থাকে। ফুসি মৃত হইবামাত্র তাহার নাঁড়ি ভূঁড়ি বাহির করিয়া কোন স্থানে পোতা হয় ও শব প্রক্ষালন করিয়া পেটের মধ্যে ভূষি ছাই ইত্যাদি দেওয়া হয়। পরে গ্রামবাসীদিগের অবস্থা অনুসারে সর্ব্ব শরীর বার্ণিষ দ্বারা চিত্রিত বা স্বর্ণপাত দিয়া মোড়া হয়, অভাবে হরিদ্রা বর্ণ বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদন করা হয়, একটী কাষ্ঠখণ্ড খোদিত করিয়া তাহাতে শবটী রাখিয়া একটী সজ্জিত উচ্চ স্থানে ৫। ৬ মাস এমন কি বৎসর পর্য্যন্ত রাখা হয়। তৎকালে লোকেরা আসিয়া উহা দর্শন করে এবং শবদাহের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ টাকা পয়সা দেয়। পরে কাগজ দিয়া ধর্ম্মমন্দিরের ন্যায় মঠ প্রস্তুত ও তাহা সোনালি রাংতা ও চিত্রাদির দ্বারা সুসজ্জিত হয়। শবদাহের ৫। ৭ দিন পূর্ব্ব হইতে অনেকদূর হইতে লোক সকল একত্রিত হইয়া একটী মেলা করে। তথায় দিবারাত্রি নৃত্যগীত বাদ্য হইয়া থাকে, শেষে হাউই দ্বারা শব ও কাগজের ঘর ইত্যাদিতে আগুন দেওয়া হয়।

ফুসিদিগের সম্বন্ধে লিখিবার আরও অনেক আছে, তাহা বর্ম্মাদিগের আচার ব্যবহারের সহিত বিবৃত হইবে।

---

## জারিণা কেথেরাইণের উইল।

রুসিয়া দেশের সুবিখ্যাত সম্রাজ্ঞী কেথেরাইন মৃত্যুর সময় আপনার স্বামী, চিকিৎসক এবং রাজমন্ত্রীর নিকট আপন সম্পত্তির যে উইল পত্র লিখিয়া দিয়া

ছিলেন, তাহা আমাদের অনেক পাঠিকা পাঠ করিলে বিস্মিতা এবং আনন্দিতা হইবেন। কেথেরাইণের হৃদয় নারী-স্বভাব-সুলভ কোমলতায় পূর্ণ ছিল এবং তিনি আপনার সমস্ত জীবন কেবল দরিদ্র ও অনাথদিগের উপকারের জন্য ক্ষেপণ করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবনের প্রধান মহত্ব এই যে, তিনি জানিয়া শুনিয়া কখনও কাহার অনিষ্ট করেন নাই এবং পাপী ও দুষ্ট লোককে ঘৃণা বা তাচ্ছিল্য না করিয়া তাহাদের চরিত্র সংশোধনে ব্যস্ত থাকিতেন। তাঁহার নিজের যে সকল সম্পত্তি ছিল, মৃত্যুকালে তিনি উইল করিয়া এইরূপে বিভাগ করিয়া দিয়াছিলেন, যথা—"দরিদ্র বালকদিগের বিদ্যা শিক্ষার জন্য ৫ সহস্র টাকা,* কাঙ্গাল আত্মীয় কুটুম্বের অভাব মোচন জন্য অষ্টাদশ সহস্র টাকা, অনাথা বিধবা-দিগের ভরণপোষণের জন্য একাদশ সহস্র তিন শত টাকা, দরিদ্রা বালিকা-দিগের বিবাহ জন্য দশ সহস্র টাকা, খ্রীষ্টান ধর্ম্ম প্রচার জন্য পঞ্চদশ সহস্র টাকা, কৃষকদিগের জন্য তিন সহস্র টাকা, কার্নিশ নামক বনময় ও অস্বাস্থ্য-কর স্থান পরিষ্কার করিবার জন্য দ্বাদশ সহস্র টাকা, পশু ও পক্ষিগণের আহার স্থান নির্ম্মাণ ও তাহার ব্যয় নির্ব্বাহ জন্য সপ্তদশ সহস্র টাকা, জীবিত পশু পালন জন্য দুই সহস্র, শিল্প ও বিজ্ঞানচর্চ্চার জন্য ৪ সহস্র, ঔষধ বিতরণের জন্য দশ সহস্র, ধর্ম্মপ্রচারিকা কামিনীদিগের ভরণপোষণ জন্য উনবিংশ সহস্র এবং ধর্ম্মমন্দির নির্ম্মাণ জন্য ৮ সহস্র টাকা আমার (অর্থাৎ কেথরাইণের) সম্পত্তি হইতে প্রদত্ত হইবে।" ঐ উইলের সর্ব্ব নিম্নে লেখা ছিল "আমার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য আমার পতির নিকট হইতে সাহায্য গ্রহণ করা হইবে না, আমার সম্পত্তি হইতে অতি সামান্যমাত্র অর্থাৎ ৭ সাত শত টাকা ব্যয় করা হইবে।" উইলে তিনি আপনার মনের ভাব যাহা প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহা এই—"আমার প্রাণাধিক প্রিয়তম স্বামী মহোদয় তাঁহার প্রজাবর্গকে যদি সুখে ও শান্তিতে পালন করিতে পারেন; যদি অপরাধীকে শাস্তি ও ধার্ম্মিককে উৎসাহ দিতে সমর্থ হয়েন; যদি নারীজাতির সম্মান রক্ষা করিয়া সকলকে আপনার কন্যাভাবে পালন করিতে পারেন; যদি পশু ও পক্ষীর প্রতি অত্যাচার না করেন, কু-স্বভাব লোকের চরিত্র সংশোধন করেন এবং সুস্থশরীরে হৃষ্টচিত্তে পরমেশ্বরকে চিন্তা করিতে করিতে ন্যায়পরতার সহিত রাজ্যশাসন করিয়া ভবলীলা সং-বরণ পূর্ব্বক পরলোকে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারেন, তাহা হইলে আমি আনন্দিত মনে ইহ জগতে চির-কালের জন্য চক্ষু মুদিত করিতে পারি।" উইল পাঠ করিয়া সম্রাটের নয়নযুগল আনন্দাশ্রুতে পূর্ণ হইয়া গেল এবং তিনি

* ডলার মুদ্রাকে আমরা টাকায় পরিবর্ত্তিত করিয়াছি।

আপন পত্নীকে সস্নেহ আলিঙ্গন করিয়া করুণস্বরে বলিলেন "তোমার বাসনা পূর্ণ করিব।" দয়াবতী কেথেরাইণ সায়ংকালে জীবলীলা সম্বরণ করিলেন। তাঁহার সমাধিসময়ে তৎস্থানে এত জনতা হইয়াছিল যে তদ্দর্শনে সম্রাট বলিয়াছিলেন "এরূপ রমণীর যে ব্যক্তি স্বামী, স্বয়ং ঈশ্বর তাঁহার সহায়।" প্রবাদ আছে, দর্শকদিগের শোকসূচক নয়নাশ্রুতে সমাধিস্থানে নদী বহিয়াছিল। যাহা হউক, অনেক দিন হইল কেথেরাইণ ভবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন, কিন্তু সদ্‌গুণের এমনই মহিমা যে এত কাল পরে অদ্য এক জন বাঙ্গালী শত সহস্র যোজন দূরে বসিয়া তাঁহার মহিমা কীর্ত্তন করিয়া পুলকিত হইতেছে।

---

# উদাসীনী।

১

স্বপ্নময় বসন্তের দিবা অবসানে,
শান্ত প্রবাহিনী স্বচ্ছ ভাগীরথী তটে,
একটী রমণী মূর্ত্তি উদাস পরাণে
রয়েছে বসিয়া; যেন চারু চিত্রপটে,
অঙ্কিত মাধুর্য্যময়ী কুসুম-রূপিণী;
স্নিগ্ধ নিরমল ছবি—লাবণ্য জড়িত,
(উষা-সমাগম-ফুল্ল কম-কমলিনী
আধ মুকুলিত মরি আধ-বিকশিত;)
শত শশি-রশ্মি-মাখা সুচারু বদন,
ইন্দীবর-বিনিন্দিত সুনীল নয়ন।

২

আবরিত বর-বপু গৈরিক অম্বরে;
দুকূল পট্টের বাস করি পরিহার;
বিমুক্ত কবরী জাল শোভে পৃষ্ঠপরে,
চুম্বিয়া ধরণী দেহ, আবরি তাঁহার
কপোল, উরস, স্কন্ধ, সুবাহু যুগল;
বিশাল সুন্দর যুগ্ম নেত্র-নীলোৎপলে,
খেলিছে কটাক্ষ শান্ত, মধুর, উজ্জ্বল,
চন্দ্র-কর খেলে যথা যমুনার জলে।
নিরখি নয়নে এই উদাসীনী বালা;
মনে পড়ে—সিন্ধু তটে—কপালকুণ্ডলা।

৩

পশ্চিম গগন হতে সহস্র কিরণ
বরষিছে স্বর্ণ-ধারা; হাসিছে তটিনী;
সেই স্বর্ণাতপে স্নাত হয়ে মেঘগণ
ছুটাছুটি করিতেছে, স্বর্ণ-সৌদামিনী
ধরিবার আশে যেন উন্মত্ত—চঞ্চল;
পশ্চাতে নিসর্গ রাণী—ভুবন-মোহিনী
প্রসারিয়া সুনিবিড় নীলিম অঞ্চল,
লুকায়ে রাখিতে যেন সে হেম-দামিনী,
ধাইতেছ দ্রুতপদে পাগলিনী পারা,
অঙ্গে ঝরিতেছে দীপ্ত লাবণ্যের ধারা।

৪

কুসুম-রূপিণী সেই প্রতিমা-চরণ
বিধৌত করিয়া সুখে কুলু-কুলু-স্বনে,
গাইতেছে মৃদু মৃদু ললিত গায়ন,
জাহ্নবী—শৈলেন্দ্র-সুতা—প্রসন্ন বদনে;
বিমল—সুনীল—শান্তি সলিল-দর্পণে;
কমনীয় আকাশের কোমল নীলিমা

ঝলিছে মধুরে,—স্বর্ণ তরঙ্গের সনে,
ভাসিতেছে সন্ধ্যালোক,—অতুল মহিমা;
কেমনে বর্ণিব বল সে রূপমাধুরী?
দীন—আমি—কোথা পাব কবীর চাতুরী?

৫

সলিল-শীকর-সিক্ত—শীতল পবন
স্বনিয়া স্বনিয়া মরি যাইছে বহিয়া,—
ভূত-পূর্ব্ব কথা যত করিয়া স্মরণ,
বিরহী উচ্ছ্বাসে যেন রহিয়া রহিয়া;
খেলিছে অনন্ত ঊর্ম্মি জাহ্নবী-উরসে,
তুলিয়া তরল শির—মণ্ডিত কাঞ্চনে,
দেখিছে কিরূপে রবি অস্তাচলে পশে,
রঞ্জিয়া বিচিত্র রাগ বারুণী-বদনে;
তাই বুঝি তাহাদের আনন্দ এমন,
থাকিয়া থাকিয়া করে বেলা আলিঙ্গন।

৬

শৈবলিনী-উভ-তটে পাদপনিচয়
দাঁড়াইয়া স্থির ভাবে—শ্যামল বরণ
(কনক কিরিট শিরে চারু শোভাময়,)
নিরখে লহরী-লীলা,—অনন্য-নয়ন;
নীড়-অন্বেষণ-ব্যস্ত বিহঙ্গম গ্রাম
উড়িতেছে দলে দলে কোথা নীলাম্বরে,
মধুর কূজনে পূর্ণ করি ভব-ধাম,
সন্ধ্যার আরতি-গীতি গায় সমস্বরে;
গাভী দল সঙ্গে লয়ে কৃষক কোথায়
ফিরিতেছে গৃহমুখে, অবসন্ন কায়।

৭

সরোবর-ঘাট হতে কুলনারীগণ
বারি-পূর্ণ কুম্ভ কক্ষে, বক্র কলেবর,
একে একে গৃহ মুখে করিছে গমন,
জল-গর্ভ মেঘ সম গমন মন্থর;
উঠিছে সঙ্গীত কোথা,—ব্যাপিছে গগন,
সুমধুর সন্ধ্যানিলে পশিছে শ্রবণে,
জনস্থান-কোলাহল—সাগর-গর্জন
ক্রমে ক্রমে মিশাইছে সুদূর গগনে;
বাসন্ত দিবস শেষ, বসুধা এখন
শান্তির কোমল ক্রোড়ে করিছে শয়ন।

৮

এহেন সায়াহ্নকালে, তটিনী-পুলিনে
বসিয়া উদাস প্রাণে উদাসীনী বালা
সহসা একটী বিন্দু নয়ন-নলিনে
ফুটিল, একটী মুক্তা ছিঁড়ি মুক্তা-মালা
শোভিত হইল যেন শতদল-দলে।
দেখিতে দেখিতে সেই আয়ত নয়ন
বর্ষিল অসংখ্য মুক্তা অশ্রু-বিন্দু-ছলে;
তিতিল কপোল, বক্ষ, গৈরিক বসন;
কেন গো এদশা আজি নেহারি তোমার?
সপ্তমী-শারদা কেন বিজয়া-আঁধার?

৯

বিধাতা হে, বল দেখি এ বিধি তোমার
কেমনে বুঝিব আমি—ক্ষুদ্রমতি নর?
প্রফুল্ল কুসুম, যার সুরভি সম্ভার
উন্মাদিত দেব-চিত্ত করে নিরন্তর,
তাতেই কীটের বাস?—যে চারু চন্দ্রমা
উজলে গগন, পৃথ্বী, খেলে সিন্ধু-হৃদে,
নিরখি নিরখি যার অতুল সুষমা,
ডুবে যায় ধরাবাসী আনন্দের হ্রদে,
তাতেই কলঙ্ক-রেখা লেখা অনুক্ষণ,
অমৃতে গরল কেন নেহারে নয়ন?

১০

জগতের সারভূতা—রমণী রতন,
সৌন্দর্য্যের উৎস,—বিশ্বে জীবিত-রূপিণী;

দুঃখ-মেঘে ঢাকে যবে হৃদয়-গগন
নিদারুণ পুরুষের, নিরখি অমনি
ওই স্নিগ্ধ মুখ-পদ্ম দুঃখ হয় দূর ;
মানব সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ সীমন্তিনী কুল,
( হীরকের মধ্যে যেন শ্রেষ্ঠ কোহীনুর, )
শোক-কীট জর্জরিত হেন চারু ফুল ?
এই যদি বিধাতার বিহিত বিধান,
নিশ্চয়ই হৃদয় তাঁর পাষাণ-নির্ম্মাণ।

১১

কতক্ষণ পরে বালা বসন অঞ্চলে
মুছিলা নয়ন-নীর ; তরুণ তপন
নিশার নীহার-বিন্দু প্রভাত-কমলে,
মুছিয়া ফেলিলে, শুভ্র শোভয় যেমন ;
হৃদয়ের সম্বর্দ্ধিত উচ্ছ্বাস গভীর
(ঝটিকায় অর্ণবের উচ্ছ্বাস যেমন,)
শমিত করিয়া কিছু তুলি নত শির
কহিতে লাগিল মর্ম্ম কম্পিত বচন;
গভীর নিশীথে যেন নগেন্দ্র-কন্দরে,
গরজিল প্রতিধ্বনি আকুলি অম্বরে।

১২

"কি দারুণ পাপে হায় করেছি গ্রহণ
কুলীনের ঘরে জন্ম, এবঙ্গ-ভবনে,
দিবা নিশি জ্বলিতেছে যেই হুতাশন
নিভিল না, নিভিবে কি ? কভু এ জীবনে ?
ব্রহ্মাণ্ড-দাহনকারী মরীচি-মালীর
প্রচণ্ড কিরণমালা হইবে শীতল,
তথাপি নিশ্চিন্ত ইহা, এই দুঃখিনীর
নিভিবে না হৃদয়ের কণিকা অনল ;
হিমাদ্রির হিমরাশি স্থাপিবে উরসে,
ঘুচিবে না এই জ্বালা সহস্র বরষে!

১৩

সারাটী জীবন শুধু কাঁদিবার তরে,
যেদিন ফুটিল মম জ্ঞানের নয়ন,
সেই দিন এই কীট পশেছে অন্তরে,
শান্তি শতদল শোভা করিতে হরণ ;
সেইদিন জানিলাম কুলীন-কামিনী,
পুরুষের পদ-রজ মাখি কলেবরে,
নীরব নয়নাসারে দিবস যামিনী
ভাসিতেছে বিধু-মুখ, মরমেতে মরে,
সেইদিন হতে সদা করিয়া গর্জন,
বিষাদ-ভুজঙ্গ মোরে করিছে দংশন।

১৪

সেইদিন সুখ-আশে জলাঞ্জলি দিয়া,
এই উদাসীনী বেশ করেছি ধারণ ;
প্রতিজ্ঞা-পাষাণে দৃঢ় বাঁধিয়াছি হিয়া,
যে অবধি না পারিব করিতে মোচন,
বিষাদিনী রমণীর তপ্ত অশ্রু-জল,
জুড়াইতে অভাগীর সন্তপ্ত হৃদয়,
তদবধি এই চিত্ত হবে না শীতল,
তদবধি কার্য্য মম ফুরাবার নয় ;
এই সুমহৎ ব্রত করিতে সাধন,
উৎসর্গ করেছি ক্ষুদ্র অবলা-জীবন।

১৫

নিদয় পুরুষ জাতি—দয়া-মায়া-হীন, ।
অবলার প্রতি করে ঘোর অত্যাচার,
দেশাচার-দানবের হইয়া অধীন,
হারায়েছে জ্ঞান-বুদ্ধি,—জড়ের আকার,
ফেলে রাখি সমাজের কোথা এক পাশে,
ছিন্ন ভিন্ন—জীর্ণপ্রায় অরণ্য মতন,
কেহ নাহি তাহাদের ডাকিয়া সম্ভাষে,
বহিছে অম্লান মুখে পাশব-জীবন।

রমণী গৃহের লক্ষ্মী,—তারে অযতন
করিলে মঙ্গল তার হয় না কখন।

১৬

দুদিনের তরে সবে এসেছি ধরায়,
দুদিনের পরে সবে করিব গমন
যথা সেই ব্রহ্ম-লোক,—সত্যের আলয়,
সাম্যের রাজত্ব যথা—ন্যায়ের শাসন;

১৭

শঙ্খবহ সমীরণ বহিল সে ধ্বনি,
সঞ্চারিল ধীরে ধীরে নীলানন্তাকাশে;
মর্ম্মরিল পত্রকুল; জাহ্নবী অমনি,
মৃদুল কল্লোল-নাদে গাইল উচ্ছ্বাসে;
শুনিতে সে ধ্বনি যেন রজনী সুন্দরী
নামিল ত্রিদিব হতে ত্বরিত চরণে;
খচিত তারকা-পুষ্পে সুনীল কবরী,
আবরিত কলেবর চন্দ্রিকা-বসনে;
নীরবে পাদপ, লতা, পশু, পক্ষিগণ
শুনি শিহরিল, সেই গম্ভীর গর্জন।

---

# বিড়ালজাতির আশ্চর্য্য বিবরণ।

১। ইংলণ্ডের উইলোটন নিবাসী এক ব্যক্তি ৫০ মাইল দূরবর্ত্তী হল নগরে যখন গমন করেন, তখন তাঁহার প্রিয় বিড়ালকে বাটীতে ফেলিয়া যান। তিনি হল নগরে কিছুদিন আছেন, এক দিন বাটীর পশ্চাদ্ভাগের খোলা জমিতে গিয়া দেখিলেন, বাহির দিকের প্রাচীরের উপর এক বিড়াল বসিয়া রহিয়াছে। দেখিয়া তাঁহার কেমন ইচ্ছা হইল তিনি "পুসি" বলিয়া ডাকিলেন। ডাকিবামাত্র বিড়ালটী প্রাচীর হইতে নামিয়া আসিয়া লম্ফ দিয়া তাঁহার স্কন্ধে উঠিল ও পরে বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িল। তিনি তখন দেখিতে পাইলেন এ তাঁহার নিজেরই বিড়াল। তিনি তাহার সর্ব্বাঙ্গ বিশেষ রূপে নিরীক্ষণ করিয়া দেখেন তাহার নখর সম্পূর্ণ ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছে, ইহা যে দূরপথ ভ্রমণের ফল তাহা বুঝিতে পারিলেন। ইহার চেহারা দেখিয়াও বোধ হইল, ইহাকে বহু কষ্ট, শ্রান্তি ও অনাহার সহ্য করিতে হইয়াছে। এ জন্তুটী তাহার প্রভুর গন্তব্য স্থান কিরূপে নিরূপণ করিল, এবং হম্বার নদী পার হইয়া ৫০ মাইল দূরবর্ত্তী এই অজ্ঞাত স্থানে কিরূপে আসিয়া উপনীত হইল, তাহা বুদ্ধিজীবী মনুষ্যের বুদ্ধির অগম্য।

২। টাটওয়ার্থ নামক স্থানে একটী বিড়াল কতকগুলি শাবক প্রসব করে, কিন্তু গৃহস্থেরা তাহাদিগকে মারিয়া ফেলে। এই সময়ে নিকটে একটী কুকুরের কতকগুলি ছানা হয়। বিড়াল গন্ধে গন্ধে কুকুরছানাদিগের নিকটে ধনাইয়া গেল এবং তাহাদিগের মাতার অনুপস্থিতিরূপ সুযোগ পাইয়া একটী ছানা চুরি করিয়া লইয়া আসিল। একটী শূন্য পিঁপে ছিল, বিড়াল তাহারই মধ্যে

কুকুরছানাটীকে রাখিয়া আপনার স্তন্য পান করাইয়া প্রতিপালন করিতে লাগিল। এক পক্ষ পরে ধরা পড়িল।

৩। এ বিবরণটী আরও আশ্চর্য্য। লেলহাম নিবাসী আরল অব লুকানের নায়েব স্মিথ সাহেবের একটী বিড়াল ছিল, সে প্রতিদিন বৈটকখানা ঘরে আগুন পোহাইতে যাইত। তাহার যতগুলি ছানা হইয়াছিল, তন্মধ্যে একটী ছাড়া আর সব গুলিকে নষ্ট করা হইয়াছিল। বোধ হয় স্তনে দুগ্ধাধিক্য প্রযুক্ত তাহার ক্লেশ হইত, সে ক্লেশ নিবারণের এক অদ্ভুত উপায় অবলম্বন করিয়াছিল। বিড়াল আগুন পোহাইতেছে, বাটীর সব লোক চারিদিকে আছে, হঠাৎ একদিন দেখা গেল নিকটস্থ আলমারি হইতে এক বৃহৎ ইঁদুর বাহির হইয়া তাহার তলপেটের মধ্যে লুকাইল, অনেকক্ষণ সেইরূপে থাকিয়া ইঁদুরটা পুনরায় তাহার বাসায় চলিয়া গেল। কয়েক দিন এইরূপ ঘটনা দেখিয়া লোকেরা বুঝিতে পারিল, বিড়াল ইঁদুরকে মাই দিয়া থাকে। প্রতি দিন যথাসময়ে বিড়াল সেই ইন্দুরের প্রতীক্ষা করিত, কেবল তা নয়, কিন্তু তাহাকে দেখিলে আনন্দসূচক ও না দেখিলে কাতর ধ্বনি করিত। ইন্দুর কিন্তু বড় সতর্ক, তাহাকে ধরিবার জন্য কেহ হাত বাড়াইলেই পলায়ন করিত। সময় সময় দেখা যাইত, বিড়াল ঘরের মধ্যে এক প্রকার শব্দ করিলে ইন্দুর বাহির হইয়া আসিত। যাহাদিগের মধ্যে খাদ্য খাদক সম্বন্ধ, তাহাদিগের মধ্যে এরূপ প্রণয় যার পর নাই বিস্ময়কর। কিন্তু এই প্রণয়ের মোহই ইন্দুর বেচারার মৃত্যুর কারণ হইল। একদিন একটী অপরিচিত বিড়াল গৃহমধ্যে আসিয়াছে, ইন্দুর তাহাকে আপনার ধাত্রী মনে করিয়া যেমন লম্ফ দিয়া তাহার নিকটে যাইবে, সে অমনি উহাকে আক্রমণ করিয়া বধ করিল। ইহাতে ধাত্রী বিড়াল যে শোক পাইয়াছিল তাহা বর্ণনীয় নহে। সে ঘরে আসিয়া প্রতিদিন যেমন ডাকে, ডাকিতে লাগিল, কিন্তু কিছুতেই ইন্দুরের দেখা পাইল না। সে আর্ত্তনাদ করিতে করিতে বার বার অস্থির হইয়া সমস্ত বাড়ী ঘুরিতে লাগিল, কিন্তু পোষ্যের সাক্ষাৎ আর কোথায় পাইবে? ধাত্রী বিড়াল খুব শিকারী, তাহার প্রিয়পাত্রের প্রতি যখন এত মমতা প্রদর্শন করিত, তখন অন্য ইন্দুর সম্মুখে পড়িলে বধ করিতে ছাড়িত না। ইহাতে তাহার ব্যবহার অধিকতর আশ্চর্য্য বলিয়া মানিতে হয়।

---

# সিন্দুর ফোঁটা।

( বঙ্গবালার উক্তি। )

১

কি ছার শিশির ফোঁটা গোলাপের দলে!
কি ছার পদ্মিনীশোভা সরসীর জলে!
কি ছার কৌস্তুভ মণি নৃপশিরমুকুটে!
ধরে কি সুষমা হেন, নীল নভপটে,
শারদীয় পূর্ণ ইন্দু?
যে শোভে সিন্দুর বিন্দু,
পতিপ্রাণা ষোড়শীর সুন্দর ললাটে।

২

অভাগী বঙ্গের বালা চির পরাধীন,
শিখি নাই এ জনমে দাসীবৃত্তি বিনা;
কিন্তু রে সিন্দুর ফোঁটা! যতদিন ভালে,
আছিস—আছে এ শঙ্খ মণিবন্ধমূলে,
ইন্দ্র, চন্দ্র, জল-স্বামী,
কারে না ডরাই আমি,
তত দিন—স্বর্গসুখ মৃত্যুর কবলে।

৩

রে ফোঁটা!
কি আছে সংসারে হেন মহামূল্য ধন,
তোর বিনিময়ে পারি করিতে গ্রহণ?
গোলকুণ্ডা আকরীয় হিরণ্য কি ছার!
কুবেরের ধনকোষ, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার,
তুলনায় তুচ্ছ গণি,
বাসুকীর শিরোমণি,
সসাগরা মেদিনীর সাম্রাজ্য ভার।

৪

বিনা তোর দিব্য রেখা সীমন্তিনী ভালে,
কি শোভা কৌষেয় বস্ত্র মাণিক প্রবালে?
ভারত নারীর তুই পূজ্য চিরন্তন;
নির্ভয়ে অম্বর কোলে দ্যুমণি যেমন,
নিভিতিস্ যেই কাল,
আর্য্য রমণীর ভালে,
নির্ভীকে পশিত বামা দীপ্ত হুতাশন।

৫

কিন্তু এ ভারত আজি ভারত সে নয়;
ঘটিয়াছে জননীর পূর্ণ বিপর্য্যয়।
বঙ্গীয় যুবক তারা আর্য্যকুলাঙ্গার;
দাসী মোরা বঙ্গবালা পিশাচী আকার;
সময়ের বিবর্ত্তনে,
তোমা হেন মুখ্যধনে,
বিসরিয়া, আলিঙ্গিছি যাবন আচার।*

---

# কাকনিটজ্ হ্রদ।

জুলিয়ান আল্পস পর্ব্বতশ্রেণীর মধ্যে ক্রেল নামক একটী প্রদেশ আছে, সেই প্রদেশে কাকনিটস হ্রদটি অবস্থিত। এই হ্রদটি অতি আশ্চর্য্য এবং চিরকাল

* সিন্দুর মুসলমান রমণীরাও পরিয়া থাকে, সুতরাং সিন্দুর পরাই হিন্দু ও না পরাই যে যবনাচার এরূপ সিদ্ধান্ত ঠিক নহে।—বা, বো, স।

ধরিয়া লোকের বিস্ময়োৎপাদন করিতেছে। এই হ্রদটি চতুষ্কোণাকৃতি, এবং ইহার বিস্তৃতি ৩ বর্গ মাইল। এই হ্রদের জল পরিষ্কার স্বচ্ছ দর্পণের ন্যায়; ইহাতে কয়েকটী নদী আসিয়া পতিত হইয়াছে এবং ইহার পৃষ্ঠে পাঁচটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ বিরাজিত। এই হ্রদে প্রভূত পরিমাণে মৎস্য ও জলচর পক্ষী বিচরণ করে এবং ইহার চারিধার অতি সুন্দর প্রাকৃতিক শোভায় পরিশোভিত। বর্ষাকালে ইহা জলপরিপূর্ণ হয় এবং ইহার আয়তন অতি বিস্তৃত হইয়া থাকে। কিন্তু গ্রীষ্মকালের আবির্ভাবে ইহার জল ক্রমশঃ পাতাল প্রদেশে নামিতে থাকে। এই সময়ে গ্রামবাসীরা বাহির হইয়া সকলেই যথাসাধ্য মৎস্য ধরিতে থাকে। এই সময়ে প্রতি মুহূর্ত্তেই জল কমিতেছে স্পষ্ট দেখা যায়। জল কমিয়া কমিয়া ক্রমশঃ একবারেই নিঃশেষিত হয়। তখন হ্রদের তলদেশে কয়েকটী অতি গভীর গর্ত্তমাত্র পরিলক্ষিত হয়। এই গর্ত্তমধ্য দিয়াই সমুদায় জল পাতালে প্রবেশ করে, সঙ্গে সঙ্গে জলচর মৎস্য, পক্ষী প্রভৃতি সমস্তই অদৃশ্য হয়। কিছুদিন পরে গর্ত্তগুলিও ক্রমশঃ অদৃশ্য হয় এবং হ্রদের তলদেশ বিস্তৃত মাঠে পরিণত হয়। ক্রমশঃ ঐ মাঠে ঘাস জন্মে ও আশুপ্রসবী শস্য উপ্ত হয়। কিছুদিন পূর্ব্বে যে স্থান বিপুলজল হ্রদের তলদেশ ছিল, সেই স্থানে ব্যস্ত সমস্ত লোকজন কেহ ঘাস কাটিতেছে, কেহ শস্যের পাট করিতেছে, কেহ বা বন্দুক লইয়া পক্ষী শিকার করিতেছে—এদৃশ্য অতি বিস্ময়কর।

কয়েক মাস পরে আবার বৃষ্টি আরম্ভ হইলে পাতাল প্রদেশ হইতে হ্রদের জল পুনরায় উত্থিত হইতে আরম্ভ হয়। ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই সেই সকল গহ্বর মধ্য দিয়া জল ও তৎসঙ্গে সঙ্গে মৎস্য ও জলচর পক্ষিকুল ভূগর্ভ হইতে পুনরায় উত্থিত হইয়া হ্রদ পূর্ণ হয়; যেন কোন যাদুকর মন্ত্রবলে শুষ্ক স্থানে নূতন জলাশয়ের সৃষ্টি করিল। তখন আবার সেই জলচর বিহঙ্গ সেই ধীবরকুল, সেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৌকা হ্রদবক্ষ সুশোভিত করে।

এই হ্রদের সহিত ভূগর্ভস্থিত গহ্বরসমূহের পরস্পর যোগ আছে। ঐ গহ্বরগুলির কোনটা ঐ হ্রদের সমতল অপেক্ষা নিম্নে অবস্থিত, আবার কোন কোনটা বা উচ্চে অবস্থিত। সুতরাং ঐ সমস্ত গহ্বর গুলিতে জলবৃদ্ধি হইলেই হ্রদে জল বৃদ্ধি হয় এবং জলহ্রাস হইলেই ঐ হ্রদে জলহ্রাস হয়। অনেকে এই আশ্চর্য্য হ্রদের জলের হ্রাস বৃদ্ধির এইরূপ কারণ নির্দ্দেশ করেন।

# মূর্খতার বংশাবলী।

## দ্বিতীয় প্রস্তাব।

ভয় ও মূর্খতার বংশাবলী প্রসঙ্গে আমরা প্রথমতঃ ভূতযোনির অভিধান প্রকাশ করিতে বাধ্য হইয়াছি। এই অভিধান পাঠ করিলে সামাজিক নর-নারীর অনেক সুজ্ঞান লাভের সম্ভাবনা আছে। ইহার প্রথম প্রস্তাবে আমরা বিদেশবাসী "আপার্কর্ত্তিয়া" "ডিউস্-আর্পুলে" "বুগেনলস্" ও "কুরিল" প্রভৃতি কয়েক জাতীয় ভূতের অভিধান ব্যক্ত করিয়াছি। শেষোক্ত কুরিল ভূতের অবান্তর শ্রেণীর পরিচয় ও কার্য্য বিবরণ তৎপ্রস্তাবে সমাপ্ত হয় নাই, সুতরাং এ প্রস্তাব তাহারই অনুবৃত্ত, ইহা জানিতে হইবে।

প্রথম প্রস্তাব দেখিয়া লইতে যদি কাহারও আলস্যোদয় * হয়, তবে তাদৃশ পাঠক পাঠিকার সুখবোধার্থ প্রথম প্রস্তাবের বর্ণিত কথাগুলি এস্থলে সংক্ষেপে বলিয়া দিতেছি, শ্রবণ করুন।

"কুরিল" ভূতের গোষ্টীতে এক প্রকার ক্ষুদ্রতম বামন ভূত আছে। তাহারা সুবর্ণপ্রিয়। রাত্রিকালে তাহারা কোথায় স্বর্ণ লুক্কায়িত আছে, নিরন্তর তাহারই অনুসন্ধান করে, এবং সংগৃহীত সুবর্ণ জ্যোৎস্নায় শুকাইতে দেয়। শুকাইবার সময় যদি কোন মনুষ্য তাহা-দিগকে দেখিতে পাইয়া হস্ত প্রসারণ পূর্ব্বক যৎ কিঞ্চিৎমাত্র স্বর্ণ ভিক্ষা করিতে পারে, তাহারা সেই ভিক্ষুকের প্রসারিত হস্তে এক ডেলা সুবর্ণ দূর হইতে ফেলিয়া দেয়, ইহা তাহাদের স্বতঃসিদ্ধ স্বভাব। স্বর্ণ সংগ্রহ, উহা জ্যোৎস্নায় শুকান, অতঃপর তাহা মৃত্তিকা মধ্যে প্রোথন,—এই মাত্র ব্যাপার লইয়াই তাহারা কালযাপন করে, কোন মনুষ্যের হিংসাদি করে না।

বামন ভূতেরা সাতিশয় সম্পত্তিপ্রিয়। আমাদের দেশের যখে বা যক্ষ যেমন সম্পত্তিপ্রিয়, ফরাশী দেশের বামন ভূতেরা (কুরিল) ততোধিক সম্পত্তি-প্রিয়। সম্পত্তিপ্রিয় বামন ভূতেরা না কি কেবল মাত্র রবিবারে সম্পত্তি সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ উদাসীন থাকে। ইংরাজি ধর্ম্ম গ্রন্থে একটী সুন্দর প্রস্তাব আছে, এস্থলে সেটীও উদ্ধৃত করা গেল।

ক্যাথেলিক্ খ্রীষ্টীয়ানদিগের ধর্ম্মমতে বসন্তকালের কোন এক রবিবারে গির্জায় খর্জ্জুরপত্র প্রদান করিতে হয়। প্রধান প্রধান পাদরী সাহেবেরা আসিয়া তদুপরি শান্তিজল সেচন করেন। এই

* লেখক ক্ষমা করিবেন, মুদ্রাযন্ত্রের ভূত মহাশয়-দিগের হস্তে পড়িয়া সে টুকু মুদ্রিত হইবার পূর্ব্বে অন্তর্হিত হইয়াছে, সুতরাং পুনরাবৃত্তি পাঠক পাঠিকার বিশেষ উপকারে আসিবে। বা, বো, স।

রবিবারের নাম "খর্জ্জুর রবিবার।" প্রবাদ আছে যে, বামন ভূতেরা ঐ রবিবারে আপন আপন সম্পত্তি মাঠে ফেলিয়া রাখে। বামন ভূতের ধর্ম্মমতে না কি তাহাদের খর্জ্জুর রবিবারে সোণা কি রূপা কি অন্য কোন সম্পত্তি গৃহে অথবা মৃত্তিকা মধ্যে রাখিতে নাই? মাঠে ফেলিয়া রাখিতে হয়। মাঠে ফেলিয়া রাখিলে পাছে কেহ তাহাদের সেই সুবর্ণ অপহরণ করে, এই ভয়ে তাহারা না কি শঠতা পূর্ব্বক রক্ষিত সুবর্ণকে পত্র ও লোষ্ট্রাদিরূপে প্রচ্ছন্ন বা পরিবর্ত্তিত করিয়া রাখে। সাধারণ লোকের চক্ষে তাহা পত্র কিংবা লোষ্ট্র, কিন্তু তাহা বাস্তবিক পত্রও নহে, লোষ্ট্রও নহে—তাহা সুবর্ণ। কোন সুচতুর ও সাহসী পুরুষ যদি ঐ সময়ে খর্জ্জুর পত্রের শান্তিজল সেই পত্ররূপী সুবর্ণের উপর নিক্ষেপ করিতে পারে, তাহা হইলে তাহা তৎক্ষণাৎ আপন রূপ অর্থাৎ সুবর্ণ রূপ ধারণ করে। পত্রের পত্ররূপ গিয়া সুবর্ণরূপ প্রকাশ পাইলে যে সে ব্যক্তি তাহা তুলিয়া লইতে পারে, তাহাতে বামন ভূতের আর কোন আক্রম বিক্রম থাকে না। দুঃখের বিষয় এই যে, প্রথম প্রস্তাবোক্ত ডিউস্ আর্পুলে ভূতের ন্যায় ইহারাও বিদেশ গমন করে না। ইহাদিগকে যদি কোনও গতিকে এদেশে আনা যাইত, তাহা হইলে এদেশের অশেষ বিশেষ উপকার হইত, সন্দেহ নাই। অন্ততঃ যদি ইহারা কেবলমাত্র কলিকাতায়ও আসিত, তাহা হইলেও আমরা খর্জ্জুর রবিবারের সাহায্যে অনায়াসেই ১০টা ৫টা দৌড়াদৌড়ি করিয়া যৎকিঞ্চিৎ অর্থ উপার্জনের কামনা পরিত্যাগ করিতে পারিতাম, আমাদের প্রিয় পাঠক পাঠিকারাও বৎসরান্তে বিনা ক্লেশেই বামাবোধিনীর অত্যল্প মূল্য দিতে কাতর হইতেন না।

ব্রিতানীদেশে আলেয়া ভূতের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব আছে। পরন্তু তাহারা এতদ্দেশীয় আলেয়ার ন্যায় মলিনা, অপরিচ্ছন্না, মলিনবস্ত্রাবৃতা ও দুর্গন্ধপূর্ণা স্ত্রী না হইয়া হৃষ্টপুষ্ট বণ্ডা পুরুষ বলিয়া বিখ্যাত। আমাদের দেশের আলেয়ার মুখে অগ্নি জলে, মুখ ব্যাদান করিলেই তাহাদের মুখাগ্নি প্রকাশ পায়, কিন্তু ব্রিতানীর আলেয়ার মুখে অগ্নি না থাকিয়া তাহাদের হস্তাঙ্গুলিতে অগ্নি থাকে। ব্রিতানীয় আলেয়াগণ ইচ্ছা করিলেই আপন আপন নখে অগ্নি জ্বলিত করিতে পারে। আলেয়া ভূতেরা না কি স্বর্ণ সংগ্রাহকদিগের বিদ্বেষী। যদি কেহ রাত্রিকালে স্বর্ণের অনুসন্ধানার্থ বাহির হয়, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তাহারা আপনার দশটা আঙ্গুল মশালের ন্যায় জ্বালাইয়া অতি বেগে ঘুরাইতে থাকে এবং তদ্দ্বারা তাহারা স্বর্ণাপহারীদিগকে বিমোহিত করিয়া বিপথে লইয়া ফেলে। অবশেষে তাহাকে কোন এক জলাস্থানে, কি গর্ত্তে, অথবা সঙ্কট

প্রদেশে লইয়া গিয়া ধাক্কা মারিয়া ফেলিয়া দেয়। সে যখন গর্ত্তে পড়িয়া কিকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়, তখন তাহারা খল খল শব্দে হাস্য করে, ঘুরিয়া ঘুরিয়া নৃত্য করে, কখন কখন গানও গায়। আমাদের দেশের আলেয়া ভূতেরাও মনুষ্যকে পথভ্রান্ত করিয়া গর্ত্তে ফেলিয়া দেয় কিন্তু তাহারা গর্ত্তপতিত মনুষ্য দেখিয়া হাস্যও করে না, নৃত্যও করে না। তাহার কারণ এই যে, মলিনা ও দুঃখিনী বঙ্গীয়া আলেয়াদিগের বিষ্ঠার ন্যাকড়া ঝাড়িতেই দিন যায়, সুতরাং তাহাদের নৃত্যগীত হাস্য কৌতুক আইসে না। ফরাসীরা প্রসিদ্ধ বাবু, সুতরাং তাঁহাদের আলেয়াও নৃত্যগীত হাস্য আমোদ ও উৎসব রসের রসিক।

ফরাসী দেশের আলেয়ায় পাইলে তাহাদিগকে ভুলাইবার কোন উপায় নাই; কিন্তু বঙ্গীয়া আলেয়ারা সহজেই ভুলিয়া যায়। একবার পরিধেয় বস্ত্রটা উল্টাইয়া পরিতে পারিলেই আর আলেয়ার ভয় থাকে না। ফরাসীরা যেমন তাহাদের ভূতেরাও তেমনি, আমরা যেমন, আমাদের ভূতেরাও তেমনি, সুতরাং কাপড় উল্টাইয়া পরিলেই যে আলেয়াগণ ভয় পাইয়া ছাড়িয়া দিবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি!

আমাদের দেশেও ভূত, প্রেত, যক্ষ, প্রেতিনী (পেতনা) শঙ্খিনী, দান, ব্রহ্মদৈত্য,—ইত্যাদি বহু প্রকার ভূতযোনি আছে। ইহাদের স্বভাব চরিত্র বর্ণন করা নিষ্প্রয়োজন; কেননা প্রত্যেক ব্যক্তিই দেশীয় ভূতের স্বভাব চরিত্রাদি জ্ঞাত আছেন। যাহাই হউক, সকল দেশের সর্ব্বপ্রকার ভূতই ভয় ও মূর্খতার বংশসম্ভূত, তৎপক্ষে কোন প্রকার সংশয় নাই।

অনেকেই পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, একমাত্র ভয় হইতেই অজ্ঞতার গর্ভে বিবিধ ভূতযোনির সৃষ্টি হইয়াছে। অজ্ঞান মনুষ্যেরা পদে পদে ভয় পায়, এবং তাহাদের ভয়কম্পিত মনই বিবিধ ভূতের বিবিধ আকার সৃষ্টি বা কল্পনা করে।

পূর্ব্বকালে আমাদের দেশে এক জাতীয় ভূত ছিল, তাহাদের তাৎকালিক নাম কুষ্মাণ্ড গ্রহ বা পূতনা। ইহারা গৃহস্থের বালক বালিকাদিগকে দৃষ্টির দ্বারা বিনাশ করিত। কচি ছেলে মারাই ইহাদের কার্য্য ছিল। সুখের বিষয় এই যে, সে সকল ভূত আর এখন কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে অন্য এক নূতনতর ভূত গ্রহের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহাদের নাম পেঁচো। পল্লীগ্রামবাসী মূর্খ নরনারীর বিশ্বাস এই যে পেঁচো প্রসূতির সূতিকাগৃহে গমন করিয়া তাঁহাদের সদ্যোজাত শিশুদিগকে আশ্রয় করে, এবং কেন কোন শিশুর প্রাণ বিনাশও করে! যাহাই হউক, বিদেশীয় ভূতযোনির স্বভাব চরিত্র যতদূর আশ্চর্য্য, এতদ্দেশীয় ভূতগণের স্বভাবাদি ততদূর আশ্চর্য্য নহে।